—ঘৃতং পিবেৎ

(সানি ভিলা)

প্র. না. বি.

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

ভূমিকা

বাঙালী অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে। যদি বল—ইহা জানা কথা, তবে আরও কিছু স্বীকার করিতে হয়, এই ভৌতিক জাতিটাকে কবরস্থ করা আবশ্যক। আর যদি বল—ইহা সত্য নয় (ইহাই আশঙ্কা করিতেছিলাম), তবে প্রায় সক্রেটিসের মত বলিতে হয় যে, ইহারা জানে না, ইহারা জানে না। আর কেনই বা স্বীকার করিবে?—জীবনের সকল লক্ষণই তো এই জাতির মধ্যে আছে; চলা-ফেরা করে, কথা বলে (বোধ হয় কিছু বেশিই), কবিতা লেখে, মার্সিক চালায়, ঘরে বসিয়া মুসোলিনী-হিট্‌লারের বাপান্ত করে, পথে বাহির হইয়া পুলিসকে সম্ভ্রম করে, এমন কি সিনেমাও দেখে। কিন্তু বিপদ তো ওইখানে। জীবন্মৃতকে মৃত বলিয়া প্রমাণ করা বড় সহজ নয়। একটা উপমা দিলে সহজবোধ্য হইতে পারে।—একজন নিপুণ অসিচালক এমন সূক্ষ্ম কৌশলে একটি লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল যে, মুণ্ডটি ধড়ের সঙ্গে লাগিয়াই রহিল; দর্শকেরা বলিল, কই, লোকটা তো মরে নাই, দিব্য অবিভক্ত রহিয়াছে। অসিচালক তখন এক টিপ নস্য লোকটার নাকে দিল, হাঁচিতে গিয়া মুণ্ড খসিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে তাহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এ জাতিও তেমনই মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু জীবিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। এখন দরকার ইহার নাকে এক টিপ নস্য। আমার সাহিত্য বাঙালীর নাকে সেই বহুপ্রতীক্ষিত নস্য।

কিন্তু এও কি সম্ভব? যে জাতির মধ্যে এক শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন

সে জাতি কি মৃত ? বাস্তবিক পক্ষে, ইঁহাদের সঙ্গে বাঙালীর বর্ত্তমানের কোন সম্বন্ধ নাই, ইঁহারা বাঙালীর অতীতের শেষ গৌরবের চিহ্ন। আবার একটা উপমা দরকার। গলায়-দড়ি-দিয়া-মরা মৃতদেহের গলার বন্ধন খুলিয়া দিলে দীর্ঘ একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসে। সেই স্বর অনুধাবন করিয়া এ কথা বলা যায় না যে, লোকটা জীবিত। বাঙালী-জাতি একটা মৃতদেহ। পাশ্চাত্য প্রভাবে তাহার জীবনে মুক্তি আসিয়াছে—এ কথা যখন আমরা বলি, সে মুক্তি আর কিছু নয়, তাহার গলার বন্ধনমুক্তি। বন্ধনমুক্ত সেই মৃতদেহ শেষবার সুগভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, রামকৃষ্ণ হইতে রবীন্দ্রনাথ সেই মৃতের আর্ত্তস্বর। ইঁহারা বাঙালী-কণ্ঠের 'পস্‌থুমাস ভয়েস'। অতএব ইহাতে বাঙালীর আশ্বস্ত হইবার কোন কারণ নাই।

বাংলা ভাষা

আজ যে দিকেই তাকাই না কেন, নিৰ্জ্জীবতা ব্যতীত আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে বাংলা দেশকে দ্বিধা করিয়া বাংলা ভাষাকে সংশয়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; সময়েও বাঙালী যেটুকু প্রাণের পরিচয় দিয়াছিল, আজ আর তাহা নাই। সময় হিসাবে কেবল ত্রিশ বৎসরের প্রভেদ। তবে সেদিন বাংলা ভাষার উপরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কর্ত্তৃপক্ষ, আর আজ বাঙালী নিজেই তাহা করিতেছে। এবং সরকার যাহা পারে নাই, কুকীর্ত্তিবিলাসী বাঙালী তাহাতে প্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছে। এক শত ত্রিশ বৎসরের সাধনায় বাংলা গদ্যের একটি 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কাঠামো সৃষ্ট হইয়াছে—পাঁচ কোটি বাঙালীর আত্মপ্রকাশের সাধারণ মুখপত্র।

ইহা বড় কম সফলতা নয়। এমন কি বহুকীর্ত্তিত, বহুনেতাবাঞ্ছিত 'রাষ্ট্রভাষা' হিন্দীও এ গৌরব করিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক আত্মপ্রতিষ্ঠাবিলাসী বাঙালী ইতিমধ্যেই এই ভাষার গাত্রে তিনটি ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে। অতি-অদূরভবিষ্যতে বাংলা ভাষা তিনটি উপভাষায় পরিণত হইবে—(ক) পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা, (খ) মুসলমানী ভাষা, এবং (গ) কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা। তখন বাঙালীর ছেলেকে অভিধান ও ব্যাকরণ সাহায্যে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িতে হইবে।

রেডিও

বাঙালীর ইন্দ্রিয়গ্রামকে নষ্ট করিবার সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টা প্রতিদিন চলিতেছে। রেডিওর ব্যঙ্গস্বর, সকালে বিকালে ও সন্ধ্যায় বাঙালীর কর্ণ মর্দ্দন করিতেছে, কিন্তু মূর্খ বাঙালী আজীবন ইস্কুলের ছেলে, তাই এই কর্ণমর্দ্দনকে সে শিক্ষার উপায় বলিয়া মনে করে। ইহাতে বাঙালী যাহা চায় (যাহা চাওয়া উচিত তাহা নয়), তাহাই ধ্বনিত হয়। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হইলে বুঝিতাম, টাকার জন্য এরূপ হইতেছে। কিন্তু রেডিও সরকারী প্রতিষ্ঠান, ইহাকে ব্যবসায়ের অঙ্গ মনে করা উচিত নয়। তাহা হইলে তো সরকারী কলেজগুলিও অচল হইয়া দাঁড়ায়। আসল কথা, সরকারের ইহাতে মন নাই এবং এই অমনোযোগের সুযোগ লইয়া মূর্খ, অকর্ম্মণ্য, অন্যথা-বেকার এক দল লোক আর্টিস্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া বাঙালীর কর্ণধার হইয়া বসিয়াছে। একমাত্র মনোরঞ্জনই যদি রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য হয়, তবে 'মিশরকুমারী', 'রেশমী রুমাল', 'আলিবাবা'তেই বা আসিয়া

থামিয়া গেলে চলিবে কেন? বিদ্যাসুন্দর, গোপাল উড়ের যাত্রা, ঝুমুর গান, কবির লড়াই ও যৌন-বিদ্যা কেন বাদ পড়িবে? বাঙালী যে এসব ভালবাসে না, এমন তো নহে।

সিনেমা

রেডিওতে যদি বাঙালীর কান নষ্ট করে, সিনেমাতে করিতেছে কান ও চোখ। বাঙালীর শিল্প-জগৎ গুণহীনের গুণপনার স্থান। যাহার অন্য কোন গুণ নাই, সে হইল সিনেমা-আর্টিস্ট। আগে বাড়ির যে ছেলের অন্য কিছু হইত না, সে টোলে যাইত, নতুবা হোমিওপ্যাথি পড়িত, কিংবা ইঞ্জিনীয়ার হইত অর্থাৎ নলকূপ খনন করিত, ইহারই অতি-আধুনিক রূপান্তর সিনেমা-আর্টিস্ট। 'আমি সিনেমা-আর্টিস্ট' বলিলেই বুঝিতে হইবে, আমার অন্য কোন গুণ নাই। এখন এই-জাতীয় লোক বাঙালীর মধ্যে শিক্ষা (সিনেমাও শিক্ষা।) প্রচার করিতেছে। একেবারে অসম্ভব নয়, কারণ শিক্ষাও যে তিন প্রকার—শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা।

সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে একটা সিনেমা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাব শব্দ বাংলা বটে, অর্থ বোধগম্য নয়, অন্তত সিনেমা-জগতের বাহিরে—"মুক্তি প্রতীক্ষায়" "অবদান"। বন্যার প্রবল বেগে সাঁকো ভাঙিয়া গেলে মাঝে মাঝে যেমন থাম ও ভগ্ন-চিহ্ন থাকে—ফাঁকটুকু অনুমানযোগ্য, তেমনই সিনেমা-সাহিত্যের ভাষাতে ভাষা অল্পই, অধিকাংশই ড্যাশ, ফুটকি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি।

বাংলা সিনেমার একমাত্র উদ্দেশ্য, অর্থ এবং তাহার একমাত্র উপায় যৌনতত্ত্ব প্রচার এবং তাহাও বিলাতীর ব্যর্থ অনুকরণ। বাংলা নূতন

ফিল্ম না দেখিয়াও বলা চলে, তাহাতে কি কি আছে,—বারাঙ্গনা, গজল, গাড়োয়ানের গান, মাঝির গান, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালি গান, অন্ধ গায়কের দেহতত্ত্ব, সিঁড়ি, মোটর-ভঙ্গ ও নারীনৃত্য।

শরৎচন্দ্র আজকাল সিনেমা-জগতের চন্দ্র। 'বসুমতী' তাঁহার গ্রন্থাবলী ওজন-দরে প্রাপ্য করিয়া দিয়া বাঙালীর সমূহ ক্ষতি ও নিজের সমূহ লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি সিনেমাওয়ালারা তাঁহার রচনা সাড়ে চারি আনায় বিতরণ করিয়া এই ক্ষতিকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের রচনার বিরুদ্ধে আমার 'ইম্‌মরালিটি'র অভিযোগ নয়, কারণ উপসর্গটুকু ছাড়িয়া দিলে 'ইম্‌মরাল' 'মরাল' হইতে পারে। তাঁহার রচনা 'আন্‌মরাল', জীবনের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থে এমন একটা বাঙালী-জগৎ কল্পিত হইয়াছে, যাহা কোন কালেই বাংলা দেশ নহে। বিশ্বামিত্র যেমন বিশ্বনিয়মের বাহিরে গিয়া ব্যাসকাশী গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে—সেখানে মরিলে গাধা হয়, তেমনই শরৎচন্দ্রের জগৎও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে সে জগৎ সম্বন্ধে ওরকম কোন প্রবাদ নাই, কারণ ব্যাপারটা প্রবাদের চেয়ে সত্য।

খেলা

অস্তিত্বহীন বাঙালী জাতি বড় ক্রীড়ারসিক। ইহাতেই নাকি তাহার জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে। ওয়েলিংটন বলিয়াছিল, ইটনের খেলার মাঠেই নাকি ওয়াটার্লু যুদ্ধের জয় হইয়াছিল। কথাটা শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু ওয়েলিংটন সাহেব ওয়াটার্লু যুদ্ধের সরকারী ইতিহাস লিখিতে কেন অনুমতি দেয় নাই, তাহাও জিজ্ঞাস্য। ইটনের মাঠে

যাহারা হাডু-ডু খেলিয়া ভবিষ্যৎ যুদ্ধজয়ের শিক্ষালাভ করিতেছিল, যাহাদের অধিকাংশ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী-বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল, ওয়াটার্লুর মাঠে তাহারা এমন নির্লজ্জভাবে কামান ফেলিয়া ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গৌরবময় পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল যে, ওয়েলিংটনের ইংরেজী চামড়াতেও সঙ্কোচ অনুভূত হইয়াছিল। সেদিন, যাহারা কোন দিন ইটনের মাঠে পদার্পণ করে নাই, সেই স্কচ ও প্রুশীয় সৈন্য না থাকিলে কি হইত জানি না, তবে ওয়েলিংটন ইটনের মাঠ সম্বন্ধে ওরকম গৌরবময় প্রলাপ বকিতে পারিত না।

ইংরেজ-জাতি খেলা করে, সেই সঙ্গে জীবন যাপন করে। খেলা ও জীবনের প্রভেদ তাহারা জানে। আমাদের জীবন নাই, খেলা আছে। জীবন আমাদের কাছে মিথ্যা, খেলা পরম সত্য। জীবনতন্ত্রে খেলার স্থান আছে, কিন্তু যাহাদের জীবনই নাই, খেলা তাহাদের মনের 'ব্যালান্স' নষ্ট করিয়া দেয়, সামাজিক সম্বন্ধ ধ্বংস করে। হিন্দু-মুসলমানে তিনবার পাণিপথে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধ খেলার মাঠে হইলে বিস্মিত হইব না।

সংবাদপত্র ও মাসিক

সিনেমা, সংবাদপত্র ও মাসিকের মধ্যে বেশ একটা যোগাযোগ আছে, যেমন 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। সিনেমা যে যৌন-সঙ্কেতের দ্বারা দর্শককে উত্তেজিত করিয়া তোলে, সংবাদপত্র ও মাসিকের উপরে সেই যৌন-ব্যাধির ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার। মিথ্যার অপেক্ষা যাহা ঘৃণ্য, সেই অর্দ্ধসত্যের ভাণ্ডারী সাংবাদিক ও সম্পাদকগণ। রচনা ভাল হইয়াছে বলিয়া ফেরত দিবার রীতি একমাত্র বোধ হয় এই

ভারতবর্ষেই আছে। সাংবাদিক গণরাজ্যের সভার ভাঁড়, অর্দ্ধসত্যকে সত্য বলিয়া ভাঁড়াইবার ভার ইহার হাতে; মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে যে পরম কৌশল দরকার, তাহা অবশ্য ইহার নাই।

সংবাদপত্র প্রতিদিন মুড়ি-মিছরিকে সমানভাবে লোকের চোখের সম্মুখে ধরিতে ধরিতে তাহার মনের ভারকেন্দ্র বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। ছাপার অক্ষরে গান্ধী ও গামা, রবীন্দ্রনাথ ও অমরনাথ সমানভাবে দেখা দেয়। মূর্খ পাঠকের মূর্খতাকে সযত্নে জীয়াইয়া রাখাই ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এই অজ্ঞতার উপরেই সাংবাদিকতার বনিয়াদ।

সাহিত্য

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য বলিয়া কিছু নাই। (অবশ্য আমার লেখা ছাড়া; আর সে সম্বন্ধে আমার মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যদিও মূর্খ বাঙালী এ পর্য্যন্ত আমার লেখাকে আদর করিতে পারে নাই; অত্যুচ্চ শ্রেণীর রচনা বুঝিতে মস্তিষ্কের প্রয়োজন। বাঙালীর মস্তিষ্ক-হীনতার ইহা অন্যতম প্রমাণ।) সাহিত্য নামে অবশ্য প্রকাণ্ড ব্যবসায় চলিতেছে, কিন্তু সাদার উপর কালির আঁচড় মাত্রকেই যদি সাহিত্য বলিতে হয়, তবে সদাগরী আফিসের খাতাপত্র, মুদীর হিসাব সাহিত্য নয় কেন? আর মহাজনী হিসাব তো মহাজনী পদাবলীর পার্শ্বে আসন দাবি করিতে পারে।

রঙ্গমঞ্চ

বাংলা দেশটাই রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু এদেশে রঙ্গমঞ্চ নাই। সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ এদেশে জরাসন্ধের মত পৃথক হইয়া আছে; বাংলা দেশে নাটক

অপাঠ্য, আর যাহা পাঠ্য, তাহা অভিনীত হইবার যোগ্য নয়। সমগ্র বাংলা দেশ যদি পৌরাণিক মহাপ্লাবনে (হায়, পুরাণ যদি সত্য হইত !) ডুবিয়া যায়, আর একটি মাত্র রঙ্গমঞ্চ রক্ষা পায়, তবে সেখান হইতে বঙ্গদেশের সব (জগতের নয়, কারণ সমস্ত জগতে যত আছে, বাংলা দেশে তাহার অনেক বেশি। জ্যামিতির নিয়মের ব্যতিক্রম—অংশ সমগ্রের অপেক্ষা বড়) পাপের নমুনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মূর্খতা, অজ্ঞতা, বিজ্ঞতার ভান, মিথ্যাভাষণ, চুরি, জুয়াচুরি, জাল, শঠতা, প্রবঞ্চনা, বিনা মাহিনায় লোক খাটাইবার রীতি, হত্যা, মদ্যাসক্তি ও তদনুরূপ কয়েকটি পাপকে ছাড়িয়া দিলাম; রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থায় ওগুলি দোষের নয়। আমার তো মনে হয়, রঙ্গমঞ্চে বসিয়াই পিনাল-কোডের ধারাগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

রঙ্গমঞ্চের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ দুইটি ; বাংলা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের উদ্ভব হয় নাই , কাব্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্য-সাহিত্যে তেমন কোন মহারথী নাই , যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিতান্তই পদাতিক। যে নাট্য একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ যোগাইতে পারে, সেই নাট্যই শ্রেষ্ঠ। এদেশে যে নাট্যকার জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ আবার এই জাতির মধ্যেই নিহিত আছে। নাট্য বাস্তব-শিল্প ; এই বাস্তব-শিল্পের উদ্ভবের পক্ষে জাতির জীবনে বাস্তবতা অত্যাবশ্যক, বাঙালীর মত এমন অবাস্তব জাতি জগতে দ্বিতীয় নাই।

দ্বিতীয়ত, এদেশে রঙ্গমঞ্চ গোড়া হইতেই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকার কখনও ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করে নাই (কোন কোন নাটক বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া)। সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত কোন জাতীয়, বিশেষ এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠান, গড়িয়া উঠা অসম্ভব।

শিক্ষা-প্রচারের ভার যদি সরকার গ্রহণ না করিত, তবে আজ কি দশা হইত! (গ্রহণ করিয়াও বিশেষ আশাপ্রদ নয়।) এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সরকারী সাহায্য হইতে একপ্রকার বঞ্চিত, তাই তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। ইউরোপের সকল সভ্য দেশেই নাট্যশিল্পকে সরকার উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করে (অবশ্য পরাধীন দেশে ইউরোপের নিয়ম অনুসরণ কেন করিতে হইবে?), কারণ জাতির আত্মপ্রকাশের কোন পন্থাকেই তাহারা হীন মনে করে না। রেডিও যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে পারে, শিক্ষার যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, শিল্পশিক্ষার, কৃষিশিক্ষার, চিকিৎসাশিক্ষার যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, নাটকের কেন থাকিবে না? বে-সরকারী রঙ্গমঞ্চ থাকে থাকুক, সরকারী সাহায্যে, উৎসাহে, নিয়মাধীনে একটি জাতীয় নাট্যশালা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যদের, আত্মচিন্তা করিয়া যেটুকু সময় থাকে, তাহা এদিকে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

যে সমস্ত উপায়ে একটা জাতি উন্নত হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সবগুলিই বাঙালীর কালস্বরূপ হইয়াছে। বাঙালী-অভিমন্যুকে সিনেমা, রেডিও, সংবাদপত্র, খেলা, সাহিত্য, থিয়েটার সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে—ইহার রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

সাহিত্যিক থার্ম্মোপলি

এই ৺ জাতির সব কিছুই অস্বাভাবিক। প্রশংসা করিলে এ রাগ করে; গাল দিলে খুশি হয়; খারাপ জিনিস এখানে পড়িতে পায় না; ভাল জিনিস অচল। আমার একখানি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম —"অধিকাংশ পাঠক মূর্খ।" অনবধানতাবশত একটুখানি বন্ধ

রাখিয়াছিলাম—অধিকাংশ মূর্খ হইলে কিয়দংশ জ্ঞানী, সেই কিয়দংশের সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে বাঙালী পাঠক হৈ-হৈ শব্দে ঢুকিয়া পড়িল। যে পড়িল, সেই নিজকে কিয়দংশের দলে ভাবিয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িল; অনবধানতার সামান্য রন্ধ্রে একটা গোটা জাতি যে এমন করিয়া ঢুকিয়া পড়ে, থার্মোপলির পরে আর তাহা দেখি নাই। লোকে ক্রমশ বিজ্ঞতর হয়; সুতরাং এবার বলিতেছি—বাঙালী, তুমি জাতি হিসাবে মূর্খ, মৃত, মূঢ়, ভণ্ড, অলস, অকর্ম্মণ্য। বঙ্গদেশের স্কন্ধ হইতে এই প্রেতাত্মাটা নামিয়া যাক, দেশে আবার শান্তি আসুক। এই দেশব্যাপী শ্মশানের স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত হইয়া থাক—"এখানে বাঙালী জাতির অস্থি নিহিত। সাবধান, এ মাটি কেহ খনন করিও না; এ জাতির হাড়ে হাড়ে ভেল্কি; ইহার হাড়কেও বিশ্বাস নাই।"

বাংলার বাহিরে বাঙালী

তবে বাঙালীর সভ্যতা (।) একেবারে বিনষ্ট হইবে না। গ্রীস দেশে সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া গেলেও যেমন তাহা অন্যত্র সঞ্চারিত ছিল, তেমনই বাংলার সভ্যতা বাংলার বাহিরে বাঁচিয়া থাকিবে। কাজেই বাঙালীর আশা এখন বাংলার উপরে নয়, বাংলার বাহিরে বাঙালীর উপরে: বাংলার বাহিরে অন্যান্য জাতির সঞ্জীবনী আবহাওয়ায় বাঙালী এমন সর্ব্বতোভাবে পচিয়া উঠিতে পারিবে না—অন্য জাতির স্পর্শ তাহার উপর রসায়নের ক্রিয়া করিবে।

ভূমিকার প্রয়োজন কি?

এখন কথা উঠিতে পারে, নাটক লিখিতে গিয়া এসব কথা বলিবার সার্থকতা কোথায়? আমি যদি তোমার নাকে ঘুষি মারিতে চাই,

তুমি কি নাক বাড়াইয়া দিবে? নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে দিবে না। কিন্তু ঘুষি-মারা আমার আবশ্যক, কাজেই নাটকের নাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ভূমিকার এই অতর্কিত ঘুষি। উত্তরটা তোমার ভাল লাগিল না; কিন্তু ঘুষিটা আরও খারাপ লাগিবে। এই রকম একটা অতর্কিত আঘাত ব্যতীত এ জড়পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চারিত হইবে না। ধর—এই সব কথা যদি আমি বলিতে চাই, বলিবার অবকাশ কোথায়? রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, সাহিত্য, থিয়েটার সমস্ত চৌরমৈত্রীতে বদ্ধ; কাজেই বাধ্য হইয়া নিজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এ বই পড়িতে বসিলে ভুলিয়াও দুই-চারিটা কথা চোখে পড়িবে। অবশ্য ছুরি দিয়া পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু যেখানে মানুষ নিজের গলায় ছুরি দেয়, সেখানে পরের লেখা কাটিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

দ্বিতীয়ত, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমার নূতন নূতন মত আছে, তাহা বুঝাইয়া না দিলে বুঝিবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি—

বার্নার্ড শ ও আমি

বিধাতার দুইটি মূর্ত্তিমান ভূমিকা। বিধাতা-পুরুষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ব্যতীত ইহা দুর্ব্বোধ্য; তাই তিনি জি. বি. এস. ও প্র. না. বি. নামধেয় দুই ভূমিকাপন্থী লেখককে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের রচনা বিশ্বগ্রন্থের পাদটীকা, উপসংহার, শুদ্ধিপত্র ও ভূমিকারূপে চিরকাল (মানুষ-জাতি ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত) বিরাজ করিবে। এই দুইজনের নাটক ইহাদের মতামতের উদাহরণস্বরূপ—ভূমিকা বুঝিলে নাটক পড়িবার প্রয়োজন নাই; আর যদি ভূমিকা না বুঝিতে পার, নাটক পড়িও না, কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

ভারতীয় বিবাহ

'—ঘৃতং পিবেৎ' বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক একখানি অপ-রোমাণ্টিক নাটক। বিবাহতত্ত্বকে নানা দিক হইতে এই নাটকে যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে। আজকাল বিবাহ যে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মূলে আছে শিথিল চিন্তা। দুইটি ভিন্ন-গোত্র ভাবকে আমরা এক করিয়া ফেলিয়া বিপদের সৃষ্টি করিয়াছি। বৈবাহিক প্রেম ও রোমাণ্টিক প্রেম এক পদার্থ নহে। এই রোমাণ্টিক প্রেমের নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ 'পূর্ব্বরাগ'।

সত্য কথা বলিতে কি, ভারতীয় বিবাহের মত রোমাণ্টিক বিবাহ-প্রথা জগতে অল্পই আছে। ইউরোপীয় বিবাহে, প্রেম আগে পরে বিবাহ —ইহাকে বলা চলে প্রেমান্ত বিবাহ; আর ভারতীয় বিবাহে, বিবাহ আগে পরে প্রেম—ইহার নাম বিবাহান্ত প্রেম। যাহাকে কোন দিন জানি নাই, শুনি নাই, চিনি নাই, দেখি নাই, একদিন তাহাকেই বরণ করিয়া লওয়ার মধ্যে, 'স্ট্রেঞ্জনেস' আছে—ইহাই রোমান্সের প্রাণ। কিন্তু এদেশের সামাজিক ব্যবস্থাকর্ত্তারা বুঝিয়াছিল যে, পূর্ব্বরাগ ও বৈবাহিক প্রেম এক জিনিস নয়, হইতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। আমাদের কাব্যে পূর্ব্বরাগ আছে, জীবনেও আছে, কিন্তু বিবাহের সহিত তাহাকে মিছামিছি জড়াইয়া ফেলা হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষে যে বিবাহের 'এক্সপেরিমেণ্ট' হয় নাই, তাহা নয়। এদেশের সভ্যতা ও সমাজ যখন পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে নাই—জাতি-মিশ্রণ ঘটিতেছিল, তখন ভারতবর্ষীয় বিবাহে উদারতা ছিল। কিন্তু তখনও পূর্ব্বরাগকে বিবাহের সহিত মিশাইয়া ফেলা হয় নাই, তাহাকে পূর্ব্বরাগ নাম দিয়া বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় বিবাহের

ওকালতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যে ইউরোপীয় বিবাহের দোহাই আমরা সর্ব্বদা পাড়ি, তাহারও 'এক্সপেরিমেণ্ট' চলিতেছে। একটি পরীক্ষা হইতে অপরটিকে ভাল মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষ যখন সেদেশের লোকের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, জীবনেও অশান্তির অভাব নাই। যদি ভারতীয় বিবাহকে ভ্রান্ত মনে করি, তবে মনে রাখা উচিত, ইউরোপীয় বিবাহও সমান ভ্রান্ত। আসল কথা, নিয়ম করিয়া সমস্যার সমাধান করা যায়—মানুষ এমন অ-জটিল জীব নয়। মানুষ যদি ব্যক্তিহিসাবে মাত্র নয়, জাতি-হিসাবে উন্নত না হয়, তবে ইহার মুক্তি নাই, শান্তি নাই, কোন সমাধান নাই।

বিবাহচ্ছেদের দ্বারা যে সমাধান, তাহা এতই খণ্ড, ক্ষুদ্র ও বালকোচিত যে, তাহাকে নিয়ম বলা চলে না, তাহা ব্যক্তিগত বিধান মাত্র। কোন একটা অঙ্গে ব্যাধি হইলে তাহাকে ছেদ করিয়া ফেলিবার রীতি আছে। কিন্তু এ রীতি বারংবার চালানো যায় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত অধিক নয়, ব্যাধির প্রতিকার কর্ত্তব্য। বিবাহচ্ছেদের মূলে কোন তত্ত্ব নাই, ইহা রুচি মাত্র। আবার ইহার পন্থাও যে খুব দুরূহ তাহা নয়,—হয় মদ, নয় ব্যভিচার। স্বভাবতই লোকের ঝোঁক ওই দিকে, পরিত্যাজ্য বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে মানুষ ও দুইটির একতরের (অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের) সাহায্য লইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক কিনা, তাই অতি-প্রাকৃত ব্যাপারকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু বিবাহচ্ছেদের মুক্তিলাভের এই উপায় অপেক্ষা পুরাকালের অগ্নিপরীক্ষা কেন যে অধিক হাস্যকর, তাহা বুঝিয়া পাই না। আমার তো মনে হয়, বিবাহ-চ্ছেদ থাকুক, কিন্তু তাহার উপায়ের পরিবর্ত্তন হোক। মদ ও ব্যভিচারও

থাকুক। ধরা যাক, নিয়ম হইল—বিবাহচ্ছেদ করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রার্থী এক মাস মদ স্পর্শ করে নাই বা পনরো দিনের মধ্যে ব্যভিচার করে নাই, তবেই বুঝিব যে, প্রার্থিত বিষয়ের জন্য তাহার আগ্রহ আছে। তখন প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। রেল-স্টেশনে 'পকেট-মার হইতে সাবধান হউন' বলিয়া পকেট-মারার যে রঙিন চিত্র দেওয়া হয়, তাহা মুগ্ধভাবে দেখিতে গিয়া যে কত জনের পকেট মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে? বিশেষ ওই সচিত্র 'পকেট-মারা' দেখিয়া নিরীহেরা সুদ্ধ পকেট মারিতে শেখে; সেই রকম বিবাহচ্ছেদের সরল পন্থা দুইটি থাকায় লোকে মদ্যপান ও ব্যভিচার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছে, বিবাহচ্ছেদ তো বাড়িয়া যাইবেই।

ইহা 'পিউরিটান'দের যুগ

আসলে এ যুগটা 'পিউরিটান'দের যুগ। বিবাহ করিয়াই ছেদন করিবার নামান্তর—বিবাহ না করিবার ইচ্ছা। ইউরোপীয় মধ্যযুগকে আমরা কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ বলি; তখন জীবনধারণের নিয়মগুলি কত কঠোর ছিল। কিন্তু ওই কঠোরতার প্রাচীর অত উচ্চ করিয়া গাঁথা হইয়াছিল, তাহা হইতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে, তৎকালে ভোগের জোয়ারের জল অতদূর পর্যন্ত উঠিয়াছিল! না হইলে কঠোরতার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আর আজ মানুষের মন ভিতরে বাহিরে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়াই না এত আয়োজন! মুসোলিনী বিবাহ করিবার জন্য ঘুষকে উপহারের রঙিন কাগজে মুড়িয়া দিতেছেন। হিট্‌লার ঠেঙাইয়া বিবাহ দিতেছেন। রাশিয়াতে বিবাহের সব দ্বার মুক্ত,—বাছারা বিবাহ করুক। এই 'পিউরিটান'দের যুগে আনন্দকে আনন্দ-

বলিয়া দিলে কেহ গ্রহণ করিবে না। তাহাকে কর্ত্তব্যের আবরণে মুড়িয়া দিতে হয়। সেইজন্য বার্নার্ড শ তপ্ত চিম্‌টা হাতে করিয়া মানুষকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কোথায়? তিনশতাব্দীব্যাপী আদর্শ মানব-জীবনের দিকে। তিনি মানব-জীবনকে আনন্দের মনে করেন বলিয়াই দীর্ঘতর করিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এত অল্প দিনের মধ্যে মরিয়া গেলে ইহার কিছুই উপভোগ করা হইল না। অর্থাৎ আমাদের সমস্যাটা জন্মনিয়ন্ত্রণ নহে, মৃত্যুনিয়ন্ত্রণ।

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপটের চিত্রখানির বিষয় বার্নার্ড শ ও প্র. না. বি.। পৃথিবীসুদ্ধ লোক এখন অবশ্য স্বীকার করিয়াছে যে, বার্নার্ড শ ও প্র. না. বি. সমান। কিন্তু প্র. না. বি. নিজে অত্যন্ত বিনয়ী, তিনি নিজেকে বার্নার্ড শ'র সমান মনে করেন না—কিংবা কি ভাবে তিনি বার্নার্ড শ'র সমকক্ষ, চিত্রখানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

পাঠকেরা বইখানি কাড়িয়া লইলে তখনই বোঝা যাইবে, সত্যই তিনি শ'র সমান, না ছোট। অবশ্য এমনও হইতে পারে, তিনি সমানও নন, ছোটও নন—অতএব বড়।

পাত্র-পরিচয়

সর্ব্বেশ্বর সিংহ	ধনী ও রায় বাহাদুর বলিয়া পরিচিত
নগেন্দ্রনাথ	ঐ সেক্রেটারি
ত্রিদিবনারায়ণ	মাকড়দ'র মহারাজকুমার বলিয়া পরিচিত
বিজয়নারায়ণ	ঐ আত্মীয়
নীরজানাথ	মালবিকার প্রণয়ী
কম্‌রেড	পরিচয় নিষ্প্রয়োজন
পরীক্ষিৎ রায়	ডাক্তার
মধু	ঐ কম্পাউণ্ডার
জগন্নাথ	সর্ব্বেশ্বরের পিতা
ভক্তিরাম	ত্রিদিবনারায়ণের পিতা
প্রমীরা	সর্ব্বেশ্বরের কন্যা
মালবিকা	ঐ সেক্রেটারি

—

নানা বিষয়ের শিক্ষক, বয়, ভৃত্য, চাওয়ালা, বাড়িওয়ালা,
পাওনাদারগণ ইত্যাদি

—

স্থান বালিগঞ্জের সানি পার্ক ও কলিকাতার অন্যান্য অংশ

কাল—অকাল

—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বালিগঞ্জের সানি পার্কে সানি ভিলা নামে অট্টালিকা; রায় বাহাদুর সর্ব্বেশ্বর সিংহকে তাহার মালিক বলিয়া লোকে জানে। বড়লোক, আমিরী চাল; সানি ভিলার সুসজ্জিত ড্রয়িং-রূম; একদিন সকালে সর্ব্বেশ্বর ও তাহার সেক্রেটারি নগেন্দ্রনাথ কথাবার্ত্তা বলিতেছে

সর্ব্বেশ্বর। আরে, তুমিও শেষে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে শুরু করলে, যেন সত্যিই আমি রায় বাহাদুর আর লাখপতি।

নগেন্দ্র। দাদা, ঐখানে তোমার একটু কাঁচা র'য়ে গেছে। পাকা আর্টিস্টের মত জীবনটাকে রঙ্গমঞ্চ ব'লে মনে কর না কেন?

সর্ব্বেশ্বর। জীবনটা রঙ্গমঞ্চ ব'লেই তো নেপথ্যের আবশ্যক। সেখানেও সাজপোশাক খুলে রেখে একটু বিশ্রাম করতে পাব না?

নগেন্দ্র। উহুঁ। জীবন-রঙ্গমঞ্চের বিপদ তো ওইখানে। একবার যদি উইংস-এর আড়াল থেকে রাজার হাতের হুঁকো দেখা গেল, অমনই সব মাটি! জীবন-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য একেবারে মৃত্যুর পরে।

সর্ব্বেশ্বর। তার তো অনেক দেরি। কিন্তু এদিকে যে আর হাতে এক মাস সময়। জানই তো, দু মাসের জন্যে এই সানি পার্কের সব-চেয়ে বড় বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম, ধার-ক'রে-আনা কয়েক হাজার টাকার জোরে। এ মাস ফুরলেই এ বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেবে, আবার হতে হবে পুনর্মূষিক।

নগেন্দ্র। যেজন্যে এত আয়োজন, তার অনেকটা তো সফল হয়েছে। প্রমীরার জন্যে তো অনেকগুলি বড়লোক জুটে গেছেন।

সর্ব্বেশ্বর। হ্যাঁ ভাই। তার মধ্যে মাকড়দ'র মহারাজকুমার ত্রিদিবেন্দু-নারায়ণকে আমার খুব পছন্দ—যেমন চেহারা, তেমনই টাকা, তেমনই স্বভাব।

নগেন্দ্র। তা দেখেছি, আমাদের সঙ্গে ধমক দিয়ে ছাড়া কথাই বলেন না। ওতেই বনেদী বংশ ধরা পড়ে।

সর্ব্বেশ্বর। এখন বিয়েটা হয়ে গেলে হয়।

নগেন্দ্র। ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কি রকম আঁচ পেয়েছেন?

সর্ব্বেশ্বর। আমার একমাত্র মেয়ে-জামাই পাবে সব। এই সানি পার্কের বাড়িটা, দেশের জমিদারি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত লাখ টাকা।

নগেন্দ্র। সবই পাবেন, কোন ভয় নেই। বিয়েটা হয়ে যাক। বাবা, একে বলে—হিন্দুবিবাহ, একেবারে কংক্রিটের গাঁথুনি; ফেটে যাবে, তবু ভাঙবার উপায় নেই। এ না হ'লে আর ঋষিদের ত্রিকালজ্ঞ বলে! কিন্তু এখন একটু কাজ কর, প্রমীরাকে বেশ ক'রে একটু কৃষ্টি দিয়ে দাও।

সর্ব্বেশ্বর। ও, সেই নতুন বিলিতী সাবানটার কথা বলছ বুঝি! ও দু বেলা খুব মাখছে।

নগেন্দ্র। আরে না না, কৃষ্টি জান না? সংস্কৃতি বোঝ? চর্য্যা? মনঃপ্রকর্ষ? কাল্‌চার?

সর্ব্বেশ্বর। এগুলো কি সব একই জিনিস?

নগেন্দ্র। সব এক; কেবল স্থানভেদে নাম ভিন্ন। যেমন ধর, বালিগঞ্জে যার নাম—কৃষ্টি, শ্যামবাজারে তাকেই বলে কাল্‌চার? আবার

বিশ্ববিদ্যালয়ে যার নাম—সংস্কৃতি, সাহিত্য-পরিষদে তাকেই বলবে—চর্য্যা। বুঝলে তো?

সর্ব্বেশ্বর। প্রভেদটা বুঝলাম। কিন্তু আসল জিনিসটা তেমনই অবোধ্য র'য়ে গেল।

নগেন্দ্র। ওই যে তুমি প্রথমে সাবান বলেছিলে না, প্রায় তাই। ওর নাম কি একটু ইয়ে, মানে কিনা—সত্যি কথা বলতে কি দাদা, কৃষ্টি যে ঠিক কি জিনিস, তা কেউ জানে না, তবে যে কৃষ্টি পেয়েছে, তাকে দেখলে বোঝা যায়।

সর্ব্বেশ্বর। কেমন ক'রে?

নগেন্দ্র। যখন পথে দেখি, আল্‌স-ধূসর শাড়িগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মেয়েদের কোমর পর্য্যন্ত উঠে একটা প্রান্ত কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলে প'ড়ে আছে, আর সবসুদ্ধ মেয়েটা একটা জীবন্ত ঘূর্ণির মত হু হু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, তখন বুঝতে পারি—হ্যাঁ, এ কৃষ্টি পেয়েছে বটে। আবার যখন দেখি, যুবকটি দু বগলে দুটি তরুণী নিয়ে যুগল-পক্ষভরে উড়ে চলেছে, অথচ মেয়ে দুটির প্রত্যেকের মুখেই একটা নিঃসপত্ন অধিকারের আনন্দ, তখন বুঝি—এরা বহুচর্য্যাপ্রাপ্ত বটে। এই কৃষ্টির প্রভাবে চাই কি মাকরড়দ'র মহারাজকুমারের মন শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে যেতে পারে।

সর্ব্বেশ্বর। এখন উপায়?

নগেন্দ্র। মেয়েকে নানা বিদ্যা শেখাতে হবে। আমি খবর দিয়েছি, সবাই এল ব'লে।

সর্ব্বেশ্বর। কি কি শেখাতে হবে?

নগেন্দ্র। নাচ, গান, বাজনা, বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, মনস্তত্ত্ব,

অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব—

সর্ব্বেশ্বর। এ—ত !

নগেন্দ্র। আরও আছে, দাদা। কৃষ্টি কি সহজ ! অনেক দুধ জ্বাল দিয়ে তবে ক্ষীরটুকু পাওয়া যায়। এতক্ষণে তারা সব এল ব'লে ! আমি চললাম।

প্রস্থান

প্রমীরার প্রবেশ। বয়স বিশ-বাইশ, মুখের সৌন্দর্য্যে যত্নের আতিশয্যের চিহ্ন ; খোঁপাটি জাপানী ধরনে সজ্জিত, হাতে উল বুনিবার সরঞ্জাম

প্রমীরা। বাবা। বাবা।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ, এখন লোক নেই, বাবা বল। কিন্তু ভদ্রলোকদের সম্মুখে কি বলবে মনে আছে তো ?

প্রমীরা। পাপা।

সর্ব্বেশ্বর। আর কি ?

প্রমীরা। ড্যাড।

সর্ব্বেশ্বর। আর কি ?

প্রমীরা। পা'।

সর্ব্বেশ্বর।. বাংলায় বড় জোর কি বলতে পার ?

প্রমীরা। বাপি।

সর্ব্বেশ্বর। এখন কি বলতে এসেছিলে ?

প্রমীরা। কর্ত্তাদাদা কখন যে সব মাটি ক'রে দেন !

সর্ব্বেশ্বর। আঃ, বাবাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কোন সিটুয়েশ্যন বুঝে কাজ করতে পারেন না।

প্রমীরা। ময়লা কাপড়, একমুখ দাড়ি, ছেঁড়া চটি নিয়ে যখন তখন

'দিদি দিদি' ব'লে আমার ড্রয়িং-রুমে এসে হাজির। লজ্জায় আমি মারা যাই আর কি।

সর্ব্বেশ্বর। কড়া ক'রে ব'লে দাও না কেন?

প্রমীরা। কানে যে শুনতে পান না।

সর্ব্বেশ্বর। তাতেই তো রক্ষা। আচ্ছা ক'রে ব'কে দেবে। আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন—লোকটা কে, বলবে—আমাদের পুরনো গোমস্তা। বুঝলে?

প্রমীরা। সে তো বলেছিলাম, না বুঝতে পেরে তিনি হাসতে লাগলেন।

সর্ব্বেশ্বর। কি বিপদেই পড়া গেছে!

প্রমীরা। বয়!

দস্তুরমত পোশাক-পরিহিত বয়-ভৃত্যের প্রবেশ

বয়। হুজুর!

প্রমীরা। সেক্রেটারিকো ইধার বোলাও।

বয়ের প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। বুঝলে মীরা, তোমাকে একটু কৃষ্টি শিখতে হবে?

প্রমীরা। কৃষ্টি মানে কাল্‌চার তো? কিন্তু বাবা, ওকে কৃষ্টি ব'লো না। কাল আমি কৃষ্টি ব'লে আর একটু হ'লেই ঠ'কে গিয়েছিলাম। এদিককার লোক ওকে ব'লে—কাল্‌চার, নয় সংস্কৃতি। তিন বছর আগে এদিকে কৃষ্টি বলত।

সর্ব্বেশ্বর। তা হবে, ভাগ্যিস শুনলাম। ওঁরা সব আসছেন।

প্রমীরার সেক্রেটারি মিস মালবিকার প্রবেশ। বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। চুল বব করিয়া ছাঁটা; মুখে একটা রুক্ষ কোমলতার ভাব; হাতে কয়েকখানা চিঠি

মালবিকা। গুড মর্নিং।

প্রমীরা। মর্নিং। চিঠি কার ?

মালবিকা। মহারাজকুমার লিখেছেন, আজ আসবেন।

প্রমীরা। আর কে ?

মালবিকা। কম্‌রেড মল্লিক।

সর্ব্বেশ্বর। সেই হতভাগা লোকটা বুঝি ?

প্রমীরা। ও চিঠিখানা কার ?

মালবিকা। ওখানা কিছু নয়। ওটা আমার—

প্রমীরা। [স্মিত হাস্যে] ওঃ, বুঝেছি।

সর্ব্বেশ্বর। তোমরা যাও। শিক্ষকরা সব আসছেন। ওঁদের সঙ্গে আমি একটু কথা ব'লে নিই।

প্রমীরা ও মালবিকার প্রস্থান

বয় প্লেটে করিয়া এক গোছা ভিজিটিং-কার্ড লইয়া আসিল

বাবু-লোককো আনে ব'লো।

বয়ের প্রস্থান

নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী এক দল শিক্ষকের প্রবেশ

গুড মর্নিং সার্‌স।

সকলে। গুড মর্নিং।

~~সর্ব্বেশ্বর। বসুন। তারপর কথাবার্ত্তা হবে।~~

সকলের উপবেশন

নৃত্যতত্ত্ববিদ্‌। সানি পার্কের যোগ্য বটে আপনার মেজাজ। এ বাড়িখানা—

সর্ব্বেশ্বর। দীনেরই কুটীর।

নৃত্যতত্ত্ববিদ্‌। কি বিনয়। এত বড় প্রাসাদকে কুটীর বলা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়! আপনার কাল্‌চারের আর বাকি কি ?

আচ্ছা, কোন্‌ রকম নাচ আপনার পছন্দ—উদয়শঙ্করী, অজন্তা, জয়ন্তী ?

সর্ব্বেশ্বর। আচ্ছা, নাচটা কি না শিখলেই নয় ?

নৃত্যতত্ত্ববিদ্‌। সর্ব্বনাশ! নাচ না শিখলে সানি পার্কে টিকতে পারবেন ?

সর্ব্বেশ্বর। কেন ?

নৃত্যতত্ত্ববিদ্‌। এ অঞ্চলের লোকে হয় মোটরে চলে, নয় নেচে চলে, হাঁটতে ভুলেই গিয়েছে। সবাই যখন নেচে চলছে, আপনি না নাচলে পথে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে।

সর্ব্বেশ্বর। ওঃ, বুঝেছি।

নৃত্যতত্ত্ববিদ্‌। বুঝবেনই তো। সানি পার্কের সবচেয়ে বড় বাড়ি যখন আপনার, কৃষ্টির ভিত্তিপত্তন তো আপনার পাকা রকম হয়েই আছে।

সঙ্গীতজ্ঞ। অমনই ওই সঙ্গে সঙ্গীতটাও। আচ্ছা, ধ্রুপদ, না খেয়াল, না গজল ? ~~এই শুনুন নমুনা,~~

তিন রকম নমুনা গাহিলেন

সর্ব্বেশ্বর। ~~তিনটেই তো ভাল। তবে~~ আজকাল রেওয়াজ কোন্‌টার বেশি ?

সঙ্গীতজ্ঞ। এই তো বড়লোকের মত কথা! গজল, মশাই, গজল। আজকাল জন্মোৎসব থেকে মৃত্যুৎসব পর্য্যন্ত কেবলই গজল চলছে।

বাদ্যকর। আরে সাবু, বাজনা ছাড়া নাচগানের কোন মূল্য আছে ? ছোঃ! বাজনা হচ্ছে নাচ-গানের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই শুনুন না, তেরে কেটে তাক—

তবলার বোল কথন

সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু তবলা কি আজকাল তেমন—

বাদ্যকর। বলেন কি? আচ্ছা, তবলা না হয় বাঁশী, এস্‌রাজ, হার্মো-নিয়াম, পিয়ানো, মন্দিরা, খোল, ঢোলক, একটা কিছুই চাই-ই। সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ি থেকে কোন একটা বাজনার শব্দ যদি না শোনা যায়, তবে এ পাড়ায় আপনি একঘরে হয়ে পড়বেন। হ্যাঁ, আমি মশাই সত্যি কথা বলব।

সর্ব্বেশ্বর। বলেন কি? তবে তো আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদ্। মশায়ের বার্নার্ড শ'র নাম শোনা আছে?

সর্ব্বেশ্বর। বিলক্ষণ। সেই যে ক্লাইভ স্ট্রীটের ওদিকে—

অর্থনীতিবিদ্। তিনি কি বলেছেন জানেন? অর্থনীতিই হচ্ছে এ যুগের বাইবেল।

সর্ব্বেশ্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা পড়েছিলাম বটে।

অর্থনীতিবিদ্। তবে আপনার কৃষ্টির তালিকায় ওটাকে বাদ দিচ্ছেন কি ক'রে?

সর্ব্বেশ্বর। বাদ দিলে চলবে কেমন ক'রে?

অর্থনীতিবিদ্। তবেই ধরুন, গ্রেশাম্‌'স ল জানা চাই, ডিসটি-বিউশন অব ওয়েল্‌থ, ল অব পপুলেশন—এসব না জানলে জীবনই বৃথা।

সর্ব্বেশ্বর। যা বলেছেন।

মনস্তত্ত্ববিদ্। কিন্তু মশাই, আধুনিক যুগে খ্রীষ্টকে বাদ দিয়ে বাইবেলকে রাখবার কোন অর্থ হয় না। ফ্রয়েডকে বাদ দিচ্ছেন কেন?

সর্ব্বেশ্বর। সাহেব এসেছেন নাকি?

মনস্তত্ত্ববিদ্। মনের সাব্‌কনশাস অংশ সম্বন্ধে না জানলে পশুর মত বেঁচে থেকে লাভ কি বলুন? সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড কি বলেন, জানেন?

সর্ব্বেশ্বর। ছেলেবেলা অবশ্যই পড়েছিলাম।

মনস্তত্ত্ববিদ্। অবশ্যই পড়েছেন। তবে একটু ঝালিয়ে নেওয়া চাই। অমনই হ্যাভেলক এলিসকেও—

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, বেশ।

নৃতত্ত্ববিদ্। মশাই, অ্যারিস্টক্রেটিক সমাজে ঘোরাফেরা করেন, নৃতত্ত্ব শিখুন, মানুষ চিনতে পারবেন, নইলে দু দিনে ঠ'কে ভূত হয়ে যাবেন।

ভূতত্ত্ববিদ্। ওসব বাজে জিনিস মশাই। যে মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, সে সম্বন্ধে জ্ঞান যদি টনটনে না হয়, তবে পা পিছলে পড়তে কতক্ষণ। ভূতত্ত্ব জানা চাই মশাই।

সর্ব্বেশ্বর। ওটার কি ইংরেজী নাম নেই?

ভূতত্ত্ববিদ্। বিদ্যেটাই ইংরেজী, আর বলেন নাম নেই। জিয়লজি, মশাই, জিয়লজি। হিমালয় পাহাড় কেমন ক'রে তৈরি হ'ল, জানেন?

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে না।

ভূতত্ত্ববিদ্। আচ্ছা, বলুন তো হিমালয় আর বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যে প্রাচীনতর কোন্‌টা?

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, তা তো জানি না।

জ্যোতিষী। না-ই জানলেন। কিন্তু যে আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চলছেন, সে আকাশের বিষয় কিছু শিখে রাখুন। সিলেস্‌চিয়াল ইকোয়েটর কাকে বলে, জানেন?

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে না।

জ্যোতিষী। তবে?

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, এত বিদ্যা যে শেখবার আছে, তা তো জানতাম না!

দার্শনিক। সেইজন্যেই তো আমি এসেছি। সর্ব্বশাস্ত্রের দুধ শুকিয়ে ক্ষীর হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র। এই শাস্ত্র শিখুন, আর কিচ্ছু দরকার হবে না। ধরুন—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, আর জীবাত্মা, পরমাত্মা, জগৎ এবং ব্রহ্ম, মোটামুটি এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হ'লেই হ'ল।

সর্ব্বেশ্বর। তা তো হ'ল। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এত বিদ্যা শেখবার সুযোগ কোথায়?

পদার্থতত্ত্ববিদ্। তবেই দেখুন, আইন্‌স্টাইনকে স্মরণ না ক'রে উপায় নেই। সময় জিনিসটা রিলেটিভ, বুঝেছেন?

সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, বোঝবার দরকার কি, ব'লে যান।

পদার্থতত্ত্ববিদ্। না বুঝলেও ক্ষতি নেই। সোজা কথায় বলতে গেলে, সময়টা রবারের মত—টানলে লম্বা হয়। ধরুন না, ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখছেন—

মনস্তত্ত্ববিদ্। দেখুন স্যর্, ঘুরে ফিরে সেই ফ্রয়েডের থিওরিতে এসে পড়েছেন। বাবা। একে বলে—সাইকোলজি।

বৈয়াকরণ। এতক্ষণ চুপ ক'রে আছি। কিন্তু মশাই, আমি স্পষ্টবাদী লোক। আচ্ছা, বলুন তো, তুদাদি, ভ্বাদি, উনাদি কাকে বলে? সমাস, তদ্ধিৎ, কৃৎ এসবের মানে কি?

সর্ব্বেশ্বর। ওসব তো শুনি নি।

বৈয়াকরণ। তবেই দেখুন। ব্যাকরণ জানেন না, আর শিখতে যাচ্ছেন (~~সাইকোলজি।~~) এতদিন যে বেঁচে আছেন, এই-ই যথেষ্ট।

ভাষাতাত্ত্বিক। মশাই, ভাষা কাকে বলে জানেন?

সর্ব্বেশ্বর। তা জানি বইকি।

ভাষাতাত্ত্বিক। কিচ্ছু জানেন না। বলুন তো, এপেন্‌থেসিস কাকে

বলে? মেটাথেসিস, কম্পেন্‌সেটরি লেংদেনিং? হাঁ ক'রে রইলেন যে। মশাই, এতদিন কি ক'রে অপঘাত মৃত্যু বাঁচিয়ে এসেছেন, তা ভগবানই জানেন! আচ্ছা, বলুন তো—অ।

সর্ব্বেশ্বর। অ—

ভাষাতাত্ত্বিক। হ'ল না, হ'ল না। অ—

সর্ব্বেশ্বর। অ—

ভাষাতাত্ত্বিক। এই তো বর্ণমালার প্রথম বর্ণেই ঠেকে গেলেন, এখনও তো গোটা পঞ্চাশেক বাকি। বলুন অ, মুখ অত ফাঁক নয়; ঠোঁট আর একটু বাঁকুক—অ, অ; উঁহু, হ'ল না।

সর্ব্বেশ্বর। অ—; অ—; ও—; অ—অ—অ—

নৃত্যতত্ত্ববিদ্। ঠিক, ব'সে ব'সে কিছু হবে না। নাচের গোটা দুই ধাপ শিখিয়ে যাই। আচ্ছা, ডান পা তুলুন। উঁহু, অত বেশি নয়।

ভাষাতাত্ত্বিক। পা দিয়ে আপনি যা খুশি করুন, কিন্তু মুখে বলুন অ—; অঃ, আবার বিসর্গ দেন কেন?

সর্ব্বেশ্বর। অঃ, অ। মশাইরা বোধ হয় একটু ভুল করছেন।

ভাষাতাত্ত্বিক। আপনার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! আমি করব ভুল—বুড়ো হলেন, তবু অ বলতে পারেন না!

সর্ব্বেশ্বর। আমি সে কথা বলছি না।

ভাষাতাত্ত্বিক। সেই কথাই বলছেন।

সর্ব্বেশ্বর। এসব তো আমি শিখব না।

ভাষাতাত্ত্বিক। তা শিখবেন কেন। বুড়ো বয়সে ধেই-ধেই ক'রে নাচুনগে।

সর্ব্বেশ্বর। নাচও আমি শিখব না।

নৃত্যতত্ত্ববিদ্। তা নাচবেন কেন? পথে ঠোকাঠুকি খেয়ে মরুন।

সর্ব্বেশ্বর। আপনারা একটু শুনুন, এসব আমার মেয়ের জন্যে—

কেহ কেহ। তবে এতক্ষণ তা বলেন নি কেন?

সর্ব্বেশ্বর। বলবার আর অবসর দিলেন কই? আপনারা সব চলুন, ওই ঘরে দরদস্তুর মেটানো যাক।

[কেহ কেহ। তবু তো এখনও ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ফ্রেঞ্চ, জার্মান বাকি র'য়ে গেল।]

সকলের প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া কথা বলিতে বলিতে প্রমীরা ও মালবিকার প্রবেশ

প্রমীরা। আগ্রাতে—দশ বছর আগে?

মালবিকা। হ্যাঁ, আগ্রাতে, তা প্রায় দশ বছর হবে বইকি।

প্রমীরা। কিন্তু আগ্রাতে কেন?

মালবিকা। আমরা প্রায় দু পুরুষ ধ'রে আগ্রার বাসিন্দা।

প্রমীরা। বুঝলাম। আর একটু খুলে বল্। দেখ্, লোকের সম্মুখে তুই আমার সেক্রেটারি, আড়ালে আমার বন্ধু। সেখানেও সেক্রেটারির মত গম্ভীর হয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

মালবিকা। তোমার মত বড়লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কি সম্ভব? আশা করি, এখন মহারাজকুমারের সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে যায়, তা হ'লে যোগ্য ঘরে পড়। অযোগ্য পরিবারে বিয়ে হ'লে দুঃখের অন্ত থাকে না।

প্রমীরা। তোর দুঃখ কি সেই দুঃখ নাকি?)

মালবিকা। (~~ঠিক তা নয়।~~) তবে শোন। সংসারে ছিলেন শুধু বাবা। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। দিয়েছিলেন স্বাধীন শিক্ষা। তারপরে হঠাৎ কি হ'ল তাঁর মতি, বিয়ে ঠিক ক'রে বসলেন দিল্লীর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্বাধীন বিবাহের সুযোগ খাটাবার

মোটেই পেলাম না অবসর। বিয়ের রাত্রে দু-চার ঘন্টার জন্যে প্রথম পেলাম তার দেখা—

প্রমীরা। বলিস কি! তার আগে দেখিস নি তাকে?

মালবিকা। না। বাসরঘরেই স্বাধীন বুদ্ধি বললে, এ কি করছ? জীবনে এল ধিক্কার। শেষরাত্রে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলাম এলাহাবাদে। সেখানে যমুনার তীরে ফেলে রাখলাম স্যাণ্ডেল-জোড়া আর একখানা চিঠি। কাগজে খবর বের হ'ল, আমি ডুবে আত্মহত্যা করেছি। তখন চ'লে এলাম কলকাতায়। কিছু দিন পরে কাগজে সংবাদ দেখলাম, বাবা গেছেন হার্টফেল ক'রে মারা।

প্রমীরা। আর তোর স্বামী?

মালবিকা। তার কোন খবর পাই নি। এখন তাকে দেখলেও নিশ্চয় চিনতে পারব না—এমন নিশ্চিহ্নভাবে সে স্মৃতি মুছে গেছে।

প্রমীরা। তারপরে?

মালবিকা। তারপরে দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস। কলেজে পড়া শুরু করলাম। আই. এ., বি. এ., এম. এ.। (পথের মোড়ে মোড়ে রত্নাকরের মত পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি। দেখলাম, একজনের অধীনতা কাটাতে গিয়ে দশজনের কাছে অধীন হতে হচ্ছে।) তারপরে সেদিন থেকে তোমার সেক্রেটারি।

প্রমীরা। আচ্ছা, তোর এ ইতিহাস আর কেউ কি জানে?

মালবিকা। কেউ না।

প্রমীরা। আবার তবে তুই বিয়ে কর্ না।

মালবিকা। সেও কি সম্ভব?

প্রমীরা। অসম্ভব কি? মিঃ চৌধুরী তো ফাঁকি নন।

মালবিকা। কে? নীরজাবাবু? ধেৎ।

প্রমীরা। তবে আর সন্দেহ নেই।

মালবিকা। বুঝলি কিসে?

প্রমীরা। ওই ধেৎ শব্দে। মহারাজকুমার যখন আমাকে প্রোপোস করলেন, আমি বলেছিলাম, ধেৎ।

মালবিকা। ইতিমধ্যেই প্রোপোসাল হয়ে গেছে নাকি?

প্রমীরা। তোর অনুমান কি হয়?

বয় দুইখানি কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল

কার কার্ড?

মালবিকা। মহারাজকুমার আর তাঁর আত্মীয়।

প্রমীরা। আর একখানা? নীরজাবাবুর বুঝি?

মালবিকা। সেজন্যে তোমার অসুবিধে হবে না। পাশের ঘরে তাঁকে বসাব।

প্রমীরা। তা বটে, এখানে আনলে আবার তোব অসুবিধে।

মালবিকা। যাও, সাহেবদের নিয়ে এস।

বয়ের প্রস্থান

আমি চললাম।

মালবিকার প্রস্থান

সাহেব-বেশধারী মাকড়দ'র যুবরাজ ত্রিদিবনারায়ণ ও তাহার আত্মীয় বিজয়-নারায়ণের প্রবেশ ও টুপি খুলিয়া অভিবাদন

উভয়ে। গুড মর্নিং।

প্রমীরা। মর্নিং। বসুন।

ত্রিদিব। উঃ, কি ওয়েদার।

বিজয়। বাস্তবিক, ইংল্যাণ্ড ছাড়া এমন ওয়েদার আর দেখি নি, কি বল ত্রিদিব ?

ত্রিদিব। দেখি নি বলতে পারি না। মনে আছে, জার্মানিতে সেবার— ?

বিজয়। কিন্তু তার আগের বারের কথা মনে কর তো—সুইডেনের কথা। হাউ হরিব্‌ল।

ত্রিদিব। কিন্তু রাশ্যার মত এমন হেলিশ ওয়েদার জীবনে দেখি নি।

প্রমীরা। আপনারা দেখছি সমস্ত ইউরোপ ঘুরেছেন।

বিজয়। ইউরোপ। কেন, ত্রিদিব, তোমার [illegible] কথা মনে নেই ?

ত্রিদিব। আঃ, সে কি নীল আকাশ আর সোনার রোদ। কোথায় লাগে দক্ষিণ ফ্রান্স আর ইটালি।

বিজয়। বুঝলেন মিস প্রমীরা, ত্রিদিব তো রাশি রাশি কবিতা লিখে ফেলেছিল।

প্রমীরা। উনি কি কবি ?

বিজয়। কবি ব'লে কবি। একেবারে যাকে বলে আভিজাত্যসম্পন্ন কবি।

ত্রিদিব। আঃ, কি বল যে বিজয়। একটু চুপ কর না।

বিজয়। চুপ করব কেন ? আচ্ছা ত্রিদিব, তোমার শক্তির একটু পরিচয় দাও না। মিস প্রমীরার ভুরুর ওপরে দুটো লাইন কম্পোজ কর না।

প্রমীরা। না না।

বিজয়। লজ্জিত হবেন না। ওর কোন কষ্ট হবে না। গো অন চ্যাপ, গো অন।

ত্রিদিব। কি মুশকিলেই ফেললে, লেট মি ট্রাই—

যুগল ভুরুর আমি খুঁজে মরি মিল,

আকাশের প্রান্তে যেন পাখা-মেলা চিল।

বিজয়। ওয়াণ্ডারফুল!

প্রমীরা। কি সুন্দর কবিতা!

ত্রিদিব। কিন্তু তার চেয়ে আরও সুন্দর আপনার ভ্রূযুগল।

প্রমীরা। কি যে বলেন!

ত্রিদিব। সত্যি কথা বলছি।

বিজয়। ত্রিদিব, এবার ইংরেজীতে দু লাইন—

প্রমীরা। ইংরেজীতেও আপনি লিখতে পারেন?

বিজয়। এর পরে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ানও আছে, আপনি জানেন ও ভাষাগুলো?

প্রমীরা। না।

বিজয়। গো অন ত্রিদিব।

ত্রিদিব। On the life's ocean, shoreless and dark

Rests thy eyebrows like Noah's Ark.

বিজয়। এক্সেলেণ্ট।

প্রমীরা। আপনারা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, একটু বসুন।

বিজয়। পরিশ্রান্ত। বলেন কি? ত্রিদিব জন্মেছে মহাকাব্য লেখবার সামর্থ্য নিয়ে, দু-চার লাইনে ওর কি হয়।

এমন সময় বৃদ্ধ জগন্নাথের মলিন বস্ত্রে, নগ্ন গাত্রে প্রবেশ। প্রমীরা হতবুদ্ধি স্তম্ভিত। বৃদ্ধ কানে খাটো, চোখে কম দেখে

জগন্নাথ। দিদি, দিদি!

প্রমীরা। কি সর্ব্বনাশ! দেখ জগন্নাথ, এখন তুমি যাও।

জগন্নাথ। কি বললে দিদি? যাও? খিদে পেয়েছে, মুড়ি দাও।

প্রমীরা। [স্বগত] সর্ব্বনাশ করলে, প্রেষ্টিজ গেল, মান গেল, বুঝি কুমারও যায়! [প্রকাশ্যে] দেখ জগন্নাথ, ও ঘরে যাও।

ত্রিদিব। এ লোকটি কে? আত্মীয়?

প্রমীরা। কি যে বলেন! বাড়ির বুড়ো গোমস্তা। সারাদিন 'দিদি দিদি' ক'রে অস্থির করে।

জগন্নাথ। দিদি, সবু কই? সে ব্যাটা গেল কোথায়?

প্রমীরা। [স্বগত] বুড়োটা সব মাটি করলে, কি আপদ! ভগবান!

জগন্নাথ। এরা আবার কে?

প্রমীরা। [উচ্চৈঃস্বরে] পা, শীগগির এস। গোমস্তা বুড়ো কি গণ্ডগোল করছে!

বিজয়। [ত্রিদিবের প্রতি] মার্ক ত্রিদিব, পা'! খাঁটি অ্যারিস্টক্র্যাট হে!

দ্রুত সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

প্রমীরা। দেখ, বুড়ো কি করছে!

জগন্নাথ। এই যে সবু!

সর্ব্বেশ্বর। কে তোমার সবু? বুড়োকে বাহাত্তরে পেয়েছে! পুরনো কর্ম্মচারী ব'লে আর কত সহ্য করা যায়!

জগন্নাথ। কে কর্ম্মচারী? বটে রে!

সর্ব্বেশ্বর। মান্য অতিথিদের অপমান!

প্রমীরা। আপনারা মনে কিছু করবেন না। অনেক দিনকার কর্ম্মচারী, তাড়াতে পারি না, আবার আমরা ছাড়া ওকে সেবা করবারও কেউ নেই।

ত্রিদিব। পাগল নাকি?

প্রমীরা। বুড়ো বয়সে পাগলের মতই হয়েছে।

জগন্নাথ। পাগল, কে পাগল? তোরা পাগল।

সর্বেশ্বর। দেখেছেন, পাগলকে 'পাগল' বললে চটে। নাঃ, এখানে আর রাখা যায় না।

সর্বেশ্বর আড়কোলা করিয়া তাহাকে লইয়া চলিল, জগন্নাথ ঝটপট করিতে লাগিল। পাছে বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রমীরা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল

প্রমীরা। আপনারা একটু বসুন।

পিতা-পুত্রীর জগন্নাথকে লইয়া প্রস্থান

বিজয়। দেখেছ হে, কি রকম কোমল ওঁর হৃদয়! বাড়ির বুড়ো গোমস্তার প্রতিও এমন দয়া। এখন তোমার কপাল-জোর।

ত্রিদিব। বাস্তবিক, এমন দরদ দেখি নি। অ্যান এঞ্জেল। অ্যান এঞ্জেল!

বিজয়। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সানি পার্ক; সানি রেষ্টুরেণ্ট, অদূরে সর্বেশ্বরবাবুর বাড়ি সানি ভিলা দেখা যায়। নীরজানাথ বসিয়া চা পান করিতেছে

নীরজা। $a^2+b^2+2ab=(a+b)^2$, $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2$, প্রেমে পড়লেই আমার অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। এমন জিনিস আর আছে! মানুষ যেদিন বস্তু থেকে ভিন্ন ক'রে সংখ্যাকে ভাবতে শিখেছে, সেই দিনই স্বর্গের সিঁড়ির চাবি পেয়েছে। তার

মধ্যে আবার বীজগণিত। a মানে কোন বস্তু নয়; b মানে কোন পদার্থ নয়; কেবল আইডীয়া। হৃদয়ের তার যখন উচ্চ নিখাদে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তখন বস্তু পেছনে প'ড়ে থাকে। তখনই মনে আসে বীজগণিতের ফর্মুলা। বীজগণিত আমার কাছে ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর। মালবিকা আমার কাছে $(a+b)^2$-এর সগোত্র। কোনটাই আর বস্তু নয়, দুটো আইডীয়া মাত্র। মালবিকা—নাঃ, আমার পূর্ব্বাপর ভুলিয়ে দিলে। কোথায় দিল্লী, আগ্রা, লাহোর—সব ভুলে গেছি। এখন কেবল মনে হচ্ছে, সানি পার্কের সানি ভিলা আর সেখানকার মালবিকা। অস্ত্রপরীক্ষার সময়ে অর্জ্জুন যেমন পাখির চোখটির দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে ছিল, আমারও হয়েছে তেমনই, কেবল

"মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,"

আর $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$। হৃদয়াবেগের সুর-সপ্তকের স্বর্গে সঙ্গীত আর বীজগণিত দুই-ই সগোত্র।

চা পান

কম্‌রেডের প্রবেশ। লোকটির গায়ে লাল হাত-কাটা শার্ট; পরনে লাল হাফপ্যান্ট, লাল জুতা মোজা; মাথার চুলও তৈলাভাবে রক্তাভ

কম্‌রেড। এই যে নীরজাবাবু, বীজগণিতের কি ফর্মুলা আওড়াচ্ছিলেন?

নীরজা। বলব কি মশাই, প্রেমে পড়েছি। প্রেমে পড়লেই আমার বীজগণিত মনে প'ড়ে যায়।

কম্‌রেড। সত্যি কথা বলতে কি মশাই, আমিও প্রেমে পড়েছি—প্রমীলার প্রেমে। আপনি?

নীরজা। ওঁরই সেক্রেটারি মালবিকার প্রেমে। কিন্তু আপনি এত কম্যুনিস্ট হয়ে শেষে বড়লোকের মেয়ের প্রেমে পড়লেন?

কম্‌রেড। কেন, বড়লোকের মেয়ে ব'লে সে কি মানুষ নয়?

নীরজা। কিন্তু তার টাকাগুলো কি করবেন?

কম্‌রেড। আমার বিশ্বাস অনুযায়ী খরচ করব।

নীরজা। দেখুন মশাই, এ যুগ বড় খারাপ যুগ, কোন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত ফুটপাথে বসতে হবে।

কম্‌রেড। আমরাও তো তাই চাই। ফুটপাথেই নতুন সভ্যতা গ'ড়ে তুলব।

নীরজা। বাই দি বাই, আপনার নামটি কি? কম্‌রেড ব'লে আর কত ডাকা যায়?

কম্‌রেড। ওইটি মাপ করবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে যেমন সংসার-আশ্রমের নাম বলা নিষেধ, আমাদের পক্ষেও তাই; আমরা হচ্ছি ইকনমিক সন্ন্যাসী। আমরা এখন কম্‌রেড।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া কম্‌রেডকে এক কাপ চা দিয়া গেল, তাহার চা পান

নীরজা। আচ্ছা, আপনারা যে এই সব মতবাদ প্রচার করছেন, গভর্ণমেন্ট যদি—

কম্‌রেড। মরতে হবে, সেজন্যে ভয় কেন?

নীরজা। ওই আর একটি ভুল। মৃত্যু-ভয়টা এককালীন, তাই দেখতে বেশি—যেমন মেয়ের বিয়ের পণের টাকা। আর বেঁচে থাকার ভয় ছেলের পড়াবার খরচের মত, দেখতে বেশি নয়, কিন্তু অনেক দিন ধ'রে টানতে হয়, হিসেব করলে দেখা যাবে, পণের টাকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ও কথা থাকগে—সর্ব্বেশ্বরবাবু কি আপনাকে মেয়ে দেবেন?

কম্‌রেড। কেন দেবেন না? দু দিন পরে আমরাই তো দেশের মালিক। আর তিনি যদি ভুল ক'রে ওই কোথাকার মহারাজ-কুমারকে দিতেই চান, তবে আমি আছি কেন? Vini, vici, vidi। আচ্ছা, উঠি।

ভৃত্য। বাবু, দাম?

কম্‌রেড। দাম! ক্যাপিট্যালিজ্‌মের স্পর্দ্ধায় আর পারি না। দাম! সবুর কর, আর বেশি দেরি নেই। তখন দেখব, কেমন দাম চাও!

প্রস্থান

নীরজা। ওহে, গোলমাল ক'রো না, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

দাম দেওয়া হইলে ভৃত্যের প্রস্থান

আমিও যাই। এখন বোধ হয় মালবিকা একাই আছে। $a^2+b^2+2ab=(a+b)^2$, বীজগণিত আর প্রেম।

প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া ত্রিদিব ও বিজয়ের প্রবেশ; বেশভূষা সাধারণ রকমের; পূর্ব্বের দৃশ্যের মত পারিপাট্য নাই

বিজয়। এই বয়, দু কাপ চা দিয়ে যাও।

বয় চা আনিল

ভাল ক'রে পর্দ্দা টেনে দিয়ে যাও।

পর্দ্দা টানিয়া দিয়া বয়ের প্রস্থান

আরে বাপু, মোটর চালাতে চালাতে হাতে কড়া প'ড়ে গিয়েছে, যদি বিয়েটা হয়ে যায়, সুখে থাকতে পারবি। তার আগে কটা দিন যা বলি, করিস।

ত্রিদিব। কিন্তু মুশকিল কি জান? আমি তো মাকড়দ'র মহারাজ-কুমার, বিয়েটায় যদি সেই অনুপাতে ধুমধাম তারা আশা করে?

বিজয়। আশা করলেই হ'ল। তুই বলবি, তোর বাবা রামনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছেন। তাঁর অমতে গোপনে তুই এ বিয়ে করছিস। কাজেই বেশি ধুমধাম করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। বুড়ো রায় বাহাদুর সব বিশ্বাস করবে। আর একবার বিয়েটা হয়ে গেলে, বাস্—এর নাম হিন্দুবিবাহ। বাবা, এ খ্রীষ্টানী বিয়ে নয় যে, বাতিল ক'রে দেবে।

ত্রিদিব। কিন্তু বুড়োর আছে কি রকম?

বিজয়। যা আছে, তাতে তোর সাত জন্ম বেশ চ'লে যাবে। আমি এ পাড়ার লোকদের কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছি। সানি ভিলা বাড়িটা তার, দেশে আছে জমিদারি, ব্যাঙ্কে আছে টাকা, গ্যারেজে আছে মোটর, ঘরে আছে মেয়ে; আর নেই তার অন্য ছেলে মেয়ে এবং মাথায় বুদ্ধি। এই রেস্টুরেন্টের বয়টা বলছিল, একদিন কি কাজে বুড়োর কাছে গিয়েছিল, বকশিশ পেয়েছিল দশ ~~মোটা একটা~~ টাকা।

ত্রিদিব। দেখা যাক।

বিজয়। না না, আর দেখতে বেশি সময় দিও না। যা হয় দু-চার দিনের মধ্যেই ক'রে ফেল। তার পরে ধীরে-সুস্থে দেখো। সেদিন তোমার ব্যবহারটা বেশ অ্যারিস্টক্র্যাটিক হয়েছিল।

ত্রিদিব। হবে না! বড়লোকের মোটর চালিয়েই তো হাত কড়া ক'রে ফেললাম।

বিজয়। কিন্তু তোমার মেজাজটা আরও একটু রুক্ষ হওয়া দরকার, যেন পৃথিবীতে কিছুই তোমার পছন্দ হচ্ছে না—ভাবটা এই রকম।

ত্রিদিব। কেন?

বিজয়। কেন আবার কি? ছোটলোকই অল্পে সন্তুষ্ট হয়। আর একটা

কথা মনে রেখো—কথা বলবার সময় শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট ক'রে হাওয়ার মধ্যে ছেড়ে দেবে। কথা আরম্ভ করবে বাই-দি-বাই দিয়ে আর শেষ করবে অ্যাণ্ড সো-অন ব'লে। আচ্ছা, বেশ অ্যারিস্ট-ক্র্যাটিকভাবে চাকরকে ডাক দেখি।

ত্রিদিব। বয় !

বিজয়। উঁহু, হ'ল না। এই রকম হবে, বঁয়—চন্দ্রবিন্দু চাই।

ত্রিদিব। বঁয় !

বিজয়। হ্যাঁ। চন্দ্রবিন্দুর আতিশয্য দেখলে তবে তো লোকে মনে করবে, ফরাসী ভাষাটা তোমার আয়ত্ত হয়েছে, তোমার মধ্যে আছে বনেদী বড়লোকের রক্ত।

ত্রিদিব। কিংবা শূর্পণখার।

বিজয়। ঠাট্টা নয় হে, শূর্পণখা ছিল সেকালের সবচেয়ে বড় অ্যারিস্ট-ক্র্যাটের বোন—স্বয়ং রাবণ রাজার। আচ্ছা, চুরুট টানবার সময় ধরবে কি ক'রে ?

ত্রিদিব। কেন ? ডান হাতের তর্জ্জনী আর মধ্যমা দিয়ে চেপে।

বিজয়। ওটা প্রি-ওয়ার কায়দা। আজকাল দেখ নি বড়লোকদের ? ধরবে বাঁ হাতের তর্জ্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে—এই রকম ক'রে।

প্রদর্শন

ত্রিদিব। বেশ।

বিজয়। আর এক কাজ করবে—পকেটে রাখবে গোটা কয়েক ছোট এলাচ, মাঝে মাঝে মুখে দেবে।

ত্রিদিব। কেন ?

বিজয়। তবে তো ওরা বুঝবে, তুমি খেয়ে এসেছ মদ, আর তারই গন্ধ ঢাকবার চেষ্টা করছ এলাচ দিয়ে।

ত্রিদিব। কিন্তু মদ খেলে ওদের ধারণা নীচু হবে না?

বিজয়। তা হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝবে, তুমি বনেদী অ্যারিস্টক্র্যাট। তোমার সম্বন্ধে নৈতিক দিকের পাল্লা যত নেমে পড়বে, অর্থনৈতিক দিকের পাল্লা উঠবে তত উঁচুতে। তোমারও তো তাই দরকার। আচ্ছা, একটু পরীক্ষা হয়ে যাক। মনে কর, তুমি এখানকার খারাপ চা খেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছ, চাকরকে বিরক্ত হয়ে বকছ, প্লেট ভেঙে ফেলছ—আর যাবার আগে ঝন ক'রে গোটা-কয়েক টাকা ফেলে দিয়ে চ'লে গেলে। এই নাও, কাছে টাকা রাখ।

ত্রিদিব। এতগুলো টাকা মিছিমিছি—

বিজয়। জগতে কিছু মিথ্যে হয় না। টাকার জন্যে ভেবো না, আমি তোমাকে যখন যা লাগে দোব, কেবল বিয়ের পরে শোধ ক'রে দিও। নাও, আরম্ভ কর।

ত্রিদিব। [কৃত্রিম অ্যারিস্টক্র্যাটিক অভিনয়] আই সে ড্যাম ইট, ইউ—

বিজয়। মনে থাকে যেন চন্দ্রবিন্দু।

ত্রিদিব। বঁয়।

বয়ের ভীতভাবে প্রবেশ

হোয়ট ডেভিল ডু ইউ মীন?

বয়। হুজুর—

বিজয়। এই ব্যাটা, দেখছিস না, সাহেব রেগে গিয়েছে! বল্, সাহেব—

বয়। সাহেব—

ত্রিদিব। আই সে হ্যাঙ্গ ইট।

কাপ ও প্লেট মাটিতে ছুঁড়িয়া নিক্ষেপ

বয়। সাহেব, মনিব যে বকবে আমাকে।

ত্রিদিব। লে আও তোমারা মনিবকো। আই শ্যাল সেণ্ড হিম টু ডেভিল।

বয়। সাহেব, মাফ কিজিয়ে।

বিজয়। হ্যালো ট্রিডিব, লেট্'স গো।

বয়। সাহেব, কাপ?

ত্রিদিব। ড্যাম ইট।

বয়। সাহেব, পিরিচ?

ত্রিদিব। হ্যাঙ্গ ইট।

বয়। সাহেব, আমাকে—

ত্রিদিব। গো টু হেল।

বিজয়। ওকে কিছু দিয়ে দাও না, গরিব লোক মারা যাবে।

ত্রিদিব। [কয়েকটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া] হিয়ার'স ফর ইউ, ডগ।

বয়ের দন্তবিকাশ ও সেলাম

বিজয়। দ্যাট্'স পার্‌ফেক্ট। ~~চল, খাওয়া যাক।~~

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ির বৈঠকখানা। প্রমীরা একাকী বসিয়া 'রহস্য-পীরামিড' সিরিজের ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস পাঠ করিতেছে। পাশে আলমারিতে ইংরেজী ও বাংলা ক্লাসিক্‌স সজ্জিত

সর্ব্বেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। কি পড়ছ মা? যা বারণ করেছি আবার তাই। তুমি একলা ব'সে যা খুশি পড়, আমার আপত্তি নেই। এখন ওদের আসবার সময় হ'ল, ওসব বই হাতে দেখলে অ্যারিস্টক্র্যাটরা বিরক্ত হবে। ওখানা কি বই?

প্রমীরা। গুম খুন।

সর্ব্বেশ্বর। ওখানা?

প্রমীরা। নরকে নাগর। কেন বাবা, অ্যারিস্টক্র্যাটরা কি এসব বই পড়ে না?

সর্ব্বেশ্বর। পড়ে বইকি, কিন্তু লোকের সামনে পড়ে না। নাও, ওগুলো লুকিয়ে ফেল।

প্রমীরা বইগুলি লুকাইলে সর্ব্বেশ্বর আলমারি খুলিয়া অন্য কয়েকখানা বই বাহির করিলেন

এই নাও, ইংরেজী বই দু-চারখানা ছড়িয়ে রাখ, এই বেকন্‌'স এসেস, এই নাও অ্যাডাম্‌স স্মিথের ওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স। [বাহিরে ভৃত্যের প্রতি] রাম সিং, মহারাজকুমার এলে চট ক'রে খবর দিবি।

প্রমীরা। বাবা, ওসব পড়তে ইচ্ছে করে না।

সর্ব্বেশ্বর। সে কি আর জানি না। ক্লাসিক্‌স মানেই, যে বই লোকে

কেনে অথচ পড়ে না। দেখ মা, আজই কুমারের কাছ থেকে একটা পাকা কথা আদায় ক'রে নেওয়া চাই। আর বড় জোর হাতে মাস-খানেক সময় আছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, কুমারসাহেব আয়া হ্যায়।

প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। চল মা, একটু উপাসনার মত করা যাক। নতজানু হয়ে হাতজোড় ক'রে চোখ বুজে ব'স।

প্রমীরা। কিন্তু ধর্ম্মের ভাব দেখলে অ্যারিস্টক্র্যাটরা বিরক্ত হবে না তো?

সর্ব্বেশ্বর। বড়লোকই বল, আর গরিবই বল, ধর্ম্মকে কেউই পছন্দ করে না; কিন্তু এখনও ধর্ম্মের এইটুকু প্রেস্টিজ আছে যে, তার ভাব দেখলে লোকে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করতে পারে না। [ধর, সত্যি কথা তো সত্যিই কেউ আর বলে না, কিন্তু মজা এই যে, সত্যিবাদী লোককে সবাই মনে মনে এখনও ভয় করে। চোরেরা পরম মিথ্যেবাদী, কিন্তু তারাও নিজেদের মধ্যে সত্যি কথা বলে, নতুবা ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে।] 'সত্যি কথা', 'ধর্ম্ম', ওগুলোকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এখনও কাজ দেয়। নাও, ব'স, ওই যে ওরা এসে পড়ল!

পিতা পুত্রী নতজানু হইয়া যুক্তকরে চোখ বুজিয়া প্রার্থনায় রত; পশ্চাতের দ্বার দিয়া ত্রিদিব ও বিজয়ের প্রবেশ; পিতা পুত্রী যেন উহাদের দেখে নাই

সর্ব্বেশ্বর ও প্রমীরা। [উপসানার সুরে] প্রভু, ধনই বল, মানই বল, আর ধনী আত্মীয়-স্বজনই বল, না চাহিতেই তুমি যথেষ্ট দিয়াছ, সেজন্য যেন গর্ব্ব অনুভব না করি। এ জগতে

তোমার অভয় ক্রোড়ই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সান্ত্বনা। আমার লক্ষ টাকার সম্পত্তি সে তো তোমারই অনুগ্রহ; আমার প্রাসাদোপম সানি ভিলা সে তো তোমারই কুটীর; আমার ব্যাঙ্কের টাকা সে তো তোমারই উচ্ছিষ্ট—

ইহা শুনিয়া বিজয় ত্রিদিবকে ইঙ্গিত করিল—ভাবটা যেন, নিজের কানে শুনিলে তো? ওরা তো জানে না যে, আমরা আসিয়াছি

সর্ব্বেশ্বর। প্রভু, এ সবই মায়া! কেবল তোমারই করুণা জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবতারা। যেন চিরদিন ধার্ম্মিকের সঙ্গেই আমার পারিবারিক মিলন হয়, কেবল ধনীর সঙ্গে নয়, মানীর সঙ্গে নয়—

বিজয় ত্রিদিবকে ইশারা করিল; উভয়ে পিতা-পুত্রীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া উপাসনায় যোগ দিল

বিজয়। [উপাসনার সুরে] প্রভু, কি আশ্চর্য্য এ সংসার! এখানে তুমি যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যকে মিলাইয়া থাক। আমাদের ধনের অহঙ্কার দূর কর, মানের অহঙ্কার দূর কর, আমরা যেন মনে করিতে পারি, এ সংসারে আমরা দরিদ্র, না আছে আমাদের জমিদারি, না আছে টাকাকড়ি, না আছে বাড়িঘর; যা কিছু আছে, তা তোমারই প্রসাদ।

সর্ব্বেশ্বর। [উপাসনার সুরে] হে করুণাময়, হে পরম কারুণিক! ইহা তো কখনও কল্পনাও করি নাই যে, আমাদের মন ছাড়া অপরের মনেও এত অনুতাপের অমৃত তুমি দিয়াছ! [সহসা সর্ব্বেশ্বর ভাবাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিল] প্রভু, পিতা, জগতে প্রকৃত ভর্ত্তা—

বিজয়। [উপাসনার সুরে] অহো, করুণার অবতার, পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্য তুমিই দেখাইলে—জগতে এখনও রাজর্ষি আছে! [সেও

ভাবাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিল] দিন রায় বাহাদুর, আপনার পূত পদরজরেণু দিন।

সর্ব্বেশ্বর। সে কি কথা? আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁরই পদরেণুকণা ভিক্ষা করিয়া লইয়া মাথায় দিয়া ধন্য হই।

সকলের ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম

বিজয়। রায় বাহাদুর, আজ অসময়ে এসে প'ড়ে আপনার মধ্যেকার রাজর্ষিকে দেখে ফেললাম।

সর্ব্বেশ্বর। [চোখ মুছিতে মুছিতে] ভগবানের কি অবিচার! যা গোপনে করতে যাই, তা যে তিনি এমন ক'রে প্রকাশ ক'রে ফেললেন কেন, তিনিই তা জানেন।

বিজয়। এমন ক'রেই তো তিনি অপরাধীর মনে অনুতাপের অমৃত সঞ্চার করেন। আজ এ দৃশ্য না দেখলে কি মনে ঐশ্বর্য্যের প্রতি ধিক্কার জন্মাত?

সর্ব্বেশ্বর। যা বলেছেন! আমার যে টাকাকড়ি আছে, এক এক সময়ে মনে হয়, যেন কিছুই নেই, যেন সবই ফাঁকি!

বিজয়। আচ্ছা, সকলেরই কি এক রকম মনোভাব হয়?

সর্ব্বেশ্বর। কেন?

বিজয়। আমারও মাঝে মাঝে ঠিক ওই কথাই মনে হয়, যেন কিছুই নেই, যেন আমি পথের ভিক্ষুক।

ত্রিদিব। করুণা! করুণা! তাঁর করুণা না হ'লে এমন কথা মনে কখনই হতে পারত না।

সর্ব্বেশ্বর। চলুন, পাশের ঘরে গিয়ে বসা যাক।

ত্রিদিব। চলুন।

সকলের প্রস্থান

যাইবার সময় বিজয় অ্যাডাম্‌স্ স্মিথের বইখানা তুলিয়া লইয়া ত্রিদিবকে গোপনে একটা ইশারা করিল, ভাবটা—দেখলে তো কি রকম কাল্‌চার; অ্যারিষ্টক্র্যাট না হয়ে যায় না

অন্ত দ্বার দিয়া মালবিকা ও নীরজানাথের প্রবেশ

নীরজা। আপনি আমায় অতীত কালকে ভুলিয়ে দিয়েছেন।

মালবিকা। কিন্তু তাই ব'লে ভবিষ্যৎ যেন ভুলে ব'সে থাকবেন না।

নীরজা। ভবিষ্যৎ ভুলতে পারি, কিন্তু আপনাকে কখনও নয়।

মালবিকা। কিন্তু বীজগণিতের ফর্‌মুলাগুলো?

নীরজা। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বীজগণিতের বীজমালা জপ ক'রে চলেছি, তার আবর্ত্তনের মধ্য-মণিটির নাম হচ্ছে মালবিকা।

মালবিকা। আপনি আমাকে 'ডোরা' ব'লে ডাকবেন।

নীরজা। বেশ। ডোরা! ডোরা! কি সুন্দর নাম! ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটি জানেন, স্পেন দেশীয় একটি প্রিয়জনের নাম মনে রাখবার জন্যে তিনি বলেছিলেন—"I must learn Spanish one of these days! ডোরা! বাঃ, সুন্দর!

মালবিকা। কিন্তু আপনাকে কষ্ট ক'রে স্পেনের ভাষা শিখতে হবে না—ওটা তো ইংরেজী নাম।

নীরজা। কে বললে ইংরেজী? ওটা তো বাংলা নাম। ডোরা! ডোর মানে বন্ধন। আপনি মূর্ত্তিমতী ডোরা।

মালবিকা। মনে হচ্ছে, আপনি কবি।

নীরজা। এ কথা আমার আগে কখনও মনে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে, হবেও বা। যদি ইচ্ছে করেন, তবে কবিতা লিখতে শুরু করি।

মালবিকা। তার চেয়ে—দার্জ্জিলিং নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, সেইটে করলেই ভাল হয়।

নীরজা। চলুন না। কিন্তু সবাই যে ভাবে যায়, সে ভাবে নয়। চুরি ক'রে যাওয়া যাক।

মালবিকা। ট্রেনের টিকিট না ক'রে?

নীরজা। তা কেন? কাউকে না ব'লে একদিন গভীর রাত্রে আপনার দোতলার জানলায় রশি বেঁধে উঠব, আর দুজনে সেই রশি বেয়ে নেমে পালাব।

মালবিকা। উঃ, কি সরস পন্থা। চমৎকার আইডীয়া, চরম রোমান্টিক! কিন্তু তার চেয়ে সবাইকে ব'লে দিনের বেলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া কি সুবিধে নয়?

নীরজা। ও কথা আমার মনেই হয় নি। এখন শুনে মনে হচ্ছে, এটাও কিছু কম রোমান্টিক নয়। তার পরে মনে করুন, ট্রেনে না গিয়ে দুজনে ঘোড়ায় ক'রে ছুটেছি—

মালবিকা। শুনেই রোমাঞ্চ হচ্ছে, কিন্তু ট্রেনে ক'রে গেলেই বোধ করি বেশি নিরাপদ হবে, পৌছানো সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, আর খরচও কম।

নীরজা। বাস্তবিক, আপনি কি! ওয়ান আপ দার্জ্জিলিং মেলে যে এত রোমান্স ছিল, তা স্কট, ডুমা, হুগো প'ড়েও তো কখন মনে হয় নি!

মালবিকা। সেদিন আপনার আসবার কথা ছিল, না এসে বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন।

নীরজা। সত্যি? আপনি কি করলেন?

মালবিকা। করব আর কি! চারতলার ছাদের ওপরে উঠে কানিসের ধারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে—

নীরজা। [ব্যস্তভাবে] লাফিয়ে পড়ছিলেন?

মালবিকা। না, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আপনার দেখা নেই। তখন নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানার চাদর তুলে জড়িয়ে—

নীরজা। [ব্যস্তভাবে] কি সর্ব্বনাশ! ফাঁস-টাস লাগান নি তো?

মালবিকা। না। জড়িয়ে ফেলে রেখে নতুন একখানা চাদর পেতে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় শুয়ে বুকের মধ্যে এমন করছিল যে, দম বন্ধ হয়ে—

নীরজা। [ব্যস্তভাবে] কি সর্ব্বনাশ! তখন কি করলেন?

মালবিক। কি আর করব! বুকে খানিকটা তাপিন-তেল মালিশ করলাম।

নীরজা। যাক, তবু ভাল।

মালবিকা। ভাল আর কোথায়? প্রমীরা সব শুনে বললে যে, নীরজা-বাবুর সব কথা মিথ্যে।

নীরজা। কি কথা মিথ্যে? ভালবাসার? আপনাকে ছুঁয়ে বলছি—(চলুন, দার্জ্জিলিং যাওয়া যাক, আজই, এখনই—

মালবিকা। সে কি সম্ভব?

নীরজা। কেন? আরে, ঘোড়ায় চ'ড়ে নয়, ট্রেনে চেপে, ওয়ান আপ—

মালবিকা। অসম্ভব। আপনিই ভেবে দেখুন।

নীরজা। ওহোঃ, ঠিক কথা। এমনই কি ক'রে যাবেন? মালবিকা দেবী—না না, ডোরা, আপনি যদি আমাকে অযোগ্য বিবেচনা না করেন, তবে—)

মালবিকা। ওই যে ওঁরা আসছেন, চলুন, পাশের ঘরে গিয়ে বসা যাক।

উভয়ের প্রস্থান

প্রমীরার প্রবেশ, সে বইগুলি লইয়া সাজাইয়া রাখিতে লাগিল, জানালা দিয়া কমরেডের লাফাইয়া প্রবেশ

কম্‌রেড। এই যে প্রমীরা দেবী। একটা সংবাদ আছে।

প্রমীরা। [ব্যস্তভাবে] কি? দুঃসংবাদ?

কমরেড। না।

প্রমীরা। চোর?

কম্‌রেড। না।

প্রমীরা। আগুন লেগেছে?

কম্‌রেড। আগুন। আগুনই বটে। হ্যাঁ, আগুন লেগেছে।

প্রমীরা। [ব্যস্তভাবে] কোথায়?

কমরেড। রুশিয়ায়।

প্রমীরা। রুশিয়ায়? তবে আপনি সেজন্যে ব্যস্ত কেন?

কম্‌রেড। আমার হৃদয়-রুশিয়ায়। তারই রক্ত-আভায় আমার সাজ-সজ্জা আরক্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমীরা। কিছু বুঝতে পারছি না।

কমরেড। তবে সংক্ষেপে বলি, আপনাকে আমি ভালবাসি।

প্রমীরা। কি সব বাজে বকছেন?

কম্‌রেড। এসব কথা আপনি কখনও শোনেন নি—এমন তো নয়। এই কিছুক্ষণ আগেই ত্রিদিববাবু বোধ হয় এই কথাই বলছিলেন।

প্রমীরা। তাতেই তো আপনার বোঝা উচিত যে, ও কথা আর কারও কাছ থেকে আমার শোনা উচিত নয়।

কম্‌রেড। নাঃ, এদেশের আর আশা নেই।

প্রমীরা। কেন?

কম্‌রেড। তা না হ'লে আপনি এমন কম্‌রেডি-প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন?

সিগারেট টানিতে টানিতে ত্রিদিবের প্রবেশ

ত্রিদিব। মিস্ সিন্‌হা—এই লাল পোশাকী লোকটা কে?

কম্‌রেড। এই রক্ত-পোশাক কি জানেন? জগতের দুঃখ দারিদ্র্য অত্যাচার নিপীড়নের তলে আমাদের রক্ত-পোশাক লাল-কালির আণ্ডারলাইন।

ত্রিদিব। মাই গ—ড!

কম্‌রেড। কিংবা ক্যাপিট্যালিজ্‌মের যে মেল-ট্রেনখানা ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে হু-হু শব্দে এগচ্ছে, আমাদের এই লাল-পোশাক তারই সামনে রক্ত-আলোর সিগ্‌নাল—বলছে, থাম। কিংবা—

ত্রিদিব। কিংবা-তে আর আবশ্যক নেই। কি দরকার?

কম্‌রেড। তবে সেই কথাই হোক। প্রমীরা দেবী, একবার মন খুলে উত্তর দিন। একবার আমার দিকে তাকান, একবার এঁর দিকে—লুক অ্যাট দিস পিক্‌চার অ্যাণ্ড লুক অ্যাট ত্যাট। একজন ক্যাপিট্যালিস্ট, আর একজন কম্যুনিস্ট; একজন স্বার্থবাদী, আর একজন সত্যবাদী; একজন অত্যাচারী আর একজন অত্যাচারিত; একজন নবযুগের হোম-শিখায় আরক্ত, আর একজন বিগতযুগের ভস্মভারে ম্লান, একজন ইংলণ্ড, আর একজন রাশ্যা—সংক্ষেপে, একজন অতীত, অন্যজন ভবিষ্যৎ। আপনি কাকে চান?

ত্রিদিব। বইখানার দাম কত?

কম্‌রেড। বই ?

বিজয়। হ্যাঁ, যে বই থেকে এগুলো মুখস্থ করেছেন।

কম্‌রেড। উঃ, কম্যুনিজ্‌মকে এমন অপমান কেউ করে নি, স্বয়ং হিট্‌লারও নয়। চললাম প্রমীরা দেবী, ~~বাই~~ বাই—

জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া প্রস্থান

ত্রিদিব। কোয়াইট ইন্‌টারেস্টিং। প্রমীরা, আমার কথার উত্তর কি পাব না ?

প্রমীরা। মুখে কি বলব বলুন ?

ত্রিদিব। মনে যা আছে।

প্রমীরা। সে তো আপনি জানেন।

ত্রিদিব। জানি ? সত্যি বলছ ? থ্যাঙ্ক গড। তবে তোমার বাবাকে বলতে পারি ?

প্রমীরা নিরুত্তর

আমি চললাম তোমার বাবার কাছে।

প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া সর্ব্বেশ্বরবাবুর প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। ত্রিদিব কোথায়, মা ?

প্রমীরা। আপনার কাছে গেছেন।

সর্ব্বেশ্বর। কেন ?

প্রমীরা। কি যেন বলতে।

সর্ব্বেশ্বর। কি বলতে ? ওঃ, বুঝেছি। সত্যি নাকি, মা ?

প্রমীরা। হ্যাঁ।

সর্ব্বেশ্বর। বাঁচালে আমাকে, বাঁচালে। নাঃ, ভগবান না থেকে আর

যায় না! কিন্তু এই মাসের মধ্যেই হওয়া চাই। কোন্ দিকে গেছে?

প্রমীরা। বোধ হচ্ছে তেতলায়।

সর্ব্বেশ্বরের ব্যস্তভাবে প্রস্থান

মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। কি প্রমীরা দেবী, মনোরথ যেন পূর্ণ হ'ল।

প্রমীরা। বুঝলি কি ক'রে?

মালবিকা। থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছ।—বোঝা চেপেছে ব'লেই রথ অচল।

প্রমীরা। আর তোর রথ?

মালবিকা। আমার এখনও দুষ্মন্তের রথের মত তাড়া ক'রে চলেছে।

প্রমীরা। আমি তবে তপস্বীর মত সাবধান ক'রে দিই, ভীরু মৃগের ওপরে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিস নি।

মালবিকা। তপস্বীরা কত বড় ভুল করেছিলেন! যে শর মৃগের ওপর দিয়েই যেত, তা পড়ল গিয়ে শকুন্তলার হৃদয়ে।

প্রমীরা। নীরজাবাবু বলেন কি?

মালবিকা। আমাদের নাম অবলা, কারণ আমরা নাকি কিছু বলি না। কিন্তু এ সময়ে ওঁরা যা বলেন, তা আরও বিষম, তার কিছুই অর্থ হয় না।

প্রমীরা। কেন এমনটি হয়?

মালবিকা। যেমন দূর থেকে জনতার কোন কোলাহলের অর্থ বোধগম্য হয় না, অথচ কারও কথা নিরর্থক নয়। ওই সময় পুরুষদের মনের ভাবগুলো হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি ক'রে একসঙ্গে বেরুতে থাকে

ধর, যেমন বেরিয়েছিলেন জতুগৃহদাহের সময়ে পাণ্ডবরা কয়েক ভাই।

প্রমীরা। সার্থক হয়েছিল তোর এম. এ. পাস করা।

মালবিকা। না ভাই। স্কুলের আর জীবনের গ্রন্থ দুখানা এখন মিলিয়ে দেখেছি, দুটোর অনেক ভেদ।

প্রমীরা। তবে কি ও দুখানা এক বই নয়?

মালবিকা। বই একই, তবে সংস্করণ স্বতন্ত্র।

প্রমীরা। কিন্তু নীরজাবাবুকে তোর আগের বিয়ের কথা বলেছিলি?

মালবিকা। যে কথা নিজেই ভুলেছি, তা আর তাকে ব'লে কি লাভ?

প্রমীরা। কিন্তু তিনি যদি জানেন?

মালবিকা। জানবেন আর কেমন ক'রে? তুমি তো আর বলবে না। আসল কথা কি জান, কতকগুলো জিনিস আছে, যা জানলেই গোল, না জানলে কিছু নয়।

প্রমীরা। যেমন—

মালবিকা। যেমন ধর, বিষ, তা না জেনেও খেলে মৃত্যু। কিন্তু ধর এই ব্যাপারটা, চেপে গেলেই মিটে গেল।

প্রমীরা। এটাও বোধ হচ্ছে তোর স্কুলের পাঠ।

মালবিকা। হবেও বা। কিন্তু জীবন-গ্রন্থের সঙ্গে এখনও পাঠভেদ বের হয় নি।

প্রমীরা। তবে ভদ্রলোককে আর না ঘুরিয়ে সব স্থির ক'রে ফেল্, যাতে আমাদের দুজনেরই এক দিনে হতে পারে। আর এক কথা, আমাদের বাড়িতেই হওয়া চাই কিন্তু।

মালবিকা। সে তোর অনুগ্রহ। ~~এবার চুপ কর্, সবাই আসছেন~~

উভয়ের প্রস্থান

[illegible], নগেন্দ্রনাথ, বিজয়, ত্রিদিব ও নীরজার প্রবেশ

নগেন্দ্র। ত্রিদিববাবু, আমার মতে হিন্দুবিবাহ জগতের শ্রেষ্ঠ বিবাহ-পদ্ধতি। একবার বিবাহ হ'লে সারা জীবনের মত পাকা ব্যবস্থা। এর তুলনায় অন্য ধর্ম্মের বিবাহ নেহাত ছেলেখেলা।

ত্রিদিব। আমারও সেই মত। ভাগ্যে হিন্দু হয়ে জন্মেছিলাম।

নগেন্দ্র। এখনও হিন্দুবিবাহের যথেষ্ট প্রচার হয় নি। জানতে পারলে ইউরোপও এই বিবাহপদ্ধতিকে গ্রহণ করবে।

ত্রিদিব। করলে আশ্চর্য্য হব না। মনে আছে বিজয়, সেবার চেকোস্লোভাকিয়ায় গিয়ে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম?

বিজয়। খুব ইম্‌প্রেশন করেছিল—মনে আছে বইকি।

হঠাৎ জানলা দিয়া লাফাইয়া কম্‌রেডের প্রবেশ

কম্‌রেড। কি কথা হচ্ছিল?

ত্রিদিব। হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে।

কম্‌রেড। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবাহ—পান্থ-বিবাহ-পদ্ধতি।

নীরজা। সেটা আবার কি?

কম্‌রেড। পান্থশালার বিবাহের সংক্ষিপ্ত নাম পান্থ—বিবাহ। পান্থশালার ব্যবস্থা যেমন পাকা নয়, তেমনই এ বিয়েও ক্ষণিকের, ভাল না লাগলে ছেড়ে যেতে আপত্তি নেই।

নগেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ!

ত্রিদিব। কি সর্ব্বনাশ!

নগেন্দ্র। ওসব এদেশে চলবে না।

কম্‌রেড। তা জানি। ক্যাপিট্যালিস্টদের কাছে যে এটা ভাল লাগবে না, তা বলাই বাহুল্য।

সর্ব্বেশ্বর। না না, ওসব আলোচনা এখানে চলবে না।

কম্‌রেড। তবে চললাম।

ত্রিদিব। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা ব'লে যান দেখি, আপনি জানলা দিয়ে যাতায়াত করেন কেন?

কম্‌রেড। আপনারা কেন দরজা দিয়ে যাতায়াত করেন?

নীরজা। সত্যি কথা বলতে কি, ওটা একটা সংস্কার।

কম্‌রেড। কু-সংস্কার।

ত্রিদিব। শুধু সংস্কার নয়, সুবিধাও বটে।

কম্‌রেড। তবে শুনুন, এটা আমাদের মতবাদের প্রতীক। এমনই ক'রেই আমরা সব সংস্কারকে লঙ্ঘন করব, এমনই ক'রেই আমরা ক্যাপিট্যালিস্টদের সিন্দুকে ঢুকব।

ত্রিদিব। সিন্দুকে ঢুকবেন জানলা দিয়ে?

কম্‌রেড। না, মায়ামন্ত্র-বলে। খুলবে সিন্দুক, ভাঙবে দরজা, পড়বে অট্টালিকা, ছিঁড়বে শৃঙ্খল, পুড়বে সৌধ—জয় বিশে ডাকাতের জয়। কিন্তু মহিলাদের যে দেখছি না।

জানালা দিয়া প্রস্থান

ত্রিদিব। আচ্ছা মশাই, বিশে ডাকাতের জয়ধ্বনি কেন করলেন?

জানালার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া

কম্‌রেড। আলকাতরা—আলকাতরা।

সকলে সমস্বরে। আলকাতরা!

কম্‌রেড। হ্যাঁ, আলকাতরা। আলকাতরার মধ্যে যেমন গুপ্তভাবে আছে সুগন্ধি আর এসেন্স, তেমনই স্থূল বিশে ডাকাতের আইডীয়ার মধ্যেই আছে লেনিনের সূক্ষ্ম এবং উচ্চ আদর্শ।

প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। কি যে সব কথাবার্ত্তা আজকাল লোকে বলতে শুরু করেছে!

নগেন্দ্র। আপনারা বসুন, বাইরে বোধ হয় ওঁরা এলেন।

ত্রিদিব। কারা?

নগেন্দ্র। প্রমীরা দেবীকে যে সব শিক্ষক নানা বিদ্যা শিক্ষা দেন।

প্রস্থান

ত্রিদিব। কি কি বিষয় উনি শিখছেন?

সর্ব্বেশ্বর। সঙ্গীত থেকে ভূতত্ত্ব; অনেকগুলো বিষয়।

ত্রিদিব। একেই বলে আসল কাল্‌চার।

এক দিক দিয়া প্রমীরা ও অন্য দ্বার দিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ের শিক্ষকদের প্রবেশ—নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, [illegible], দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, [illegible], ভাষাতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি

কি সর্ব্বনাশ! এতগুলো বিষয় একসঙ্গে শেখানো হবে কি ক'রে?

নৃত্যশিক্ষক। কেন হবে না? এতগুলো বিদ্যে যদি একসঙ্গে মাথার মধ্যে থাকতে পারে, তবে একসঙ্গে শেখানো যাবে না কেন?

ত্রিদিব। তা বটে। বিশেষ রাস্তায় দেখেছি কিনা, একজন ছাত্রকে কেন্দ্র ক'রে একই সময়ে জন দশেক শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গীতশিক্ষক। [সগর্ব্বে] তবে? আমরাই বা কি কম? বসুন প্রমীরা দেবী, মাঝখানে। আমরা চার দিকে দাঁড়াই। আপনারা সবাই দেখুন, আমরা ফাঁকি দিচ্ছি কি না।

প্রমীরা মাঝখানে চেয়ারে বসিল; শিক্ষকগণ চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া পাঠ-দান শুরু করিল; অন্য সকলে দর্শক

প্রমীরা। এত বিষয় আমার একসঙ্গে মনে থাকবে কি ক'রে?

সঙ্গীতশিক্ষক। সেজন্যে ভাবনা নেই। কিছু অসুবিধা হ'তে পারে ভেবে আমরা সকলে যুক্তি ক'রে শিক্ষণীয় বিষয় কবিতায় গেঁথে এনেছি, আর তার সঙ্গে বাজনাও থাকবে। [অন্য শিক্ষকের প্রতি] নাও, এবার আরম্ভ কর।

যতক্ষণ এই শিক্ষা চলিবে, ততক্ষণ বাঁশী কিংবা বেহালার সুর এই দৃশ্যের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডরূপে বাজিতে থাকিবে। প্রত্যেক শিক্ষক নিজের বিষয় সম্বন্ধে বলিয়া যাইবে এবং তাহা শুনিয়া প্রমীরা সেই ছত্রটি আবৃত্তি করিবে

সঙ্গীতশিক্ষক। সা রে গা মা পা ধা নি নি
গা রে মা পা পা ধা সা

ইতিহাসশিক্ষক। মরিল ১৬০৫এ আকবর বাদশা॥

বাদ্যশিক্ষক। তেরে কেটে তাক্ তেরে কেটে তাক্ ধানি ধানি ধানি;

প্রাণিতত্ত্ববিদ্। মেরু ও অমেরু দণ্ডী দুই ভাগ প্রাণী॥

দার্শনিক। সর্ব্বং খল্বিদম ব্রহ্ম বেদান্তের সার।

রাসায়নিক। কেমিস্ট্রির আলোক-স্তম্ভ বুন্‌সেন বার্নার
(মরি বুন্‌সেন বার্নার)॥

সঙ্গীতশিক্ষক। [সর্ব্বেশ্বরের প্রতি] কেমন হচ্ছে সার্?

বিজয়। ওয়াণ্ডারফুল! জার্মানিতেও এমনটি দেখি নি, কি বল ত্রিদিব?

ত্রিদিব। সার্টেন্‌লি নট।

অর্থনীতিবিদ্। আধুনিক অর্থনীতি শুধু মুদ্রা বিনিময়।

ভৌগোলিক। ভারত সাগর মধ্যে ট্রেড উইণ্ড বয়॥

পদার্থতত্ত্ববিদ্। ফিজিক্সের শেষ কথা রিলেটিভিটির।

ভাষাতাত্ত্বিক। নাভিস্থল হতে হয় 'অ' ধ্বনি বাহির
(মরি 'অ' ধ্বনি বাহির)॥

প্রমীরা। আমার মাথা ধরেছে, চললাম।

দ্রুত প্রস্থান

নৃতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মাথা ধরল, আমরা যে কিছু বলবারই সুযোগ পেলাম না!

সঙ্গীতশিক্ষক। প্রথম দিনেই এতখানি সফল হব আশা করি নি।

সর্ব্বেশ্বর। কি রকম?

সঙ্গীতশিক্ষক। মাথা ধরেছে দেখেই বুঝতে পারলাম, মগজের মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

বাদ্যশিক্ষক। হবে না? এ রকম সম্মিলিত বিদ্যার যুগপৎ আক্রমণ।

রাসায়নিক। সম্মিলিত বিদ্যা ব'লো না, ওটা রসায়নেই ধরেছে।

দার্শনিক। রেখে দাও তোমার রসায়ন, আমার ব্রহ্ম একাই যথেষ্ট।

ভৌগোলিক। আর আমার ট্রেড উইণ্ড?

ঐতিহাসিক। আর আমার আকবর?

প্রাণিতত্ত্ববিদ্। আর আমার মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী?

ভাষাতাত্ত্বিক। আমি সব শেষে বলেছিলাম, কাজেই মাথা ধরার ক্রেডিট আমার প্রাপ্য।

সকলে। রেখে দাও তোমার 'অ' ধ্বনি।

ভাষাতাত্ত্বিক। বটে। কেন রেখে দোব? বল তো, 'অ'—'অ'—

কেহ কেহ। দূর শালা।

ভাষাতাত্ত্বিক। তবে রে। 'অ'র অপমান।

সকল শিক্ষক কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে তর্ক হাতাহাতিতে গিয়া পৌঁছিল; টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া পড়িল; সুরের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড যথাপূর্ব্ব চলিতে থাকিবে

ত্রিদিব। ওহে বিজয়, সম্মিলিত শিক্ষার ঠেলা তো কোনক্রমে সঙ্গ

করেছিলাম, কিন্তু সম্মিলিত শিক্ষকের আক্রমণ তো ঠেকানো যাবে না। স'রে পড়ি।

বিজয়। সার্টেন্‌লি। জার্মানিতেও এমনটি দেখি নি।

নীরজা, বিজয় ও ত্রিদিবের প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। আপনারা থামুন, থামুন।

কেহ কেহ। তবে রে 'অ'—

অন্য কেহ। তবে রে ব্রহ্ম—

অপর কেহ। দূর শালা, বুন্‌সেন বার্নার—

এইরূপ কোলাহল; সর্ব্বেশ্বরের হাতজোড় ও অনুরোধ, সুরের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড; হঠাৎ যবনিকা পড়িয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

সানি ভিলার ড্রয়িং-রুম; প্রমীরা বৈদেশিক তারকা-তারকিনীদের নাম একখানি কাগজ দেখিয়া মুখস্থ করিতে করিতে দ্রুত পায়চারি করিতেছে

প্রমীরা। জেনেট গেনার, রবার্ট টেলার, রোনাল্ড কল্‌ম্যান্‌, শার্লি টেম্পল; মার্লিন ডিয়েট্রিচ, মে ওয়েস্ট, মারলে ওবেরন, এলিজাবেথ অ্যালেন; ফ্রেডরিক মার্চ, এডি ক্যান্টর, ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস জুন, সিন; গ্রেস মূর, লিলিয়ান গিশ—। নাঃ, ছাই মনেও থাকে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আবার কালকের মত ঠ'কে গেলে বাবা আস্ত রাখবেন না।

[~~পুনরায় আবৃত্তি~~]

মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। ও কি হচ্ছে?

প্রমীরা। হচ্ছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তোকে যে কতক্ষণ থেকে খুঁজছি। বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন, তোদের বিয়ের দিন ঠিক করেছিস ?

মালবিকা। এক রকম হয়েছে বইকি।

প্রমীরা। বেশ। বিয়েটা আমাদের এখানে হ'লে তোদের আপত্তি আছে ?

মালবিকা। আপত্তি আর কি ? ভালই তো হয়। তোদের বিয়ে—

প্রমীরা। ওই একই দিনে হবে। চল্, তা হ'লে বাবাকে গিয়ে বলা যাক। ওই যে, ওঁরা এদিকে আসছেন।

সর্বেশ্বর ও নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ

সর্বেশ্বর। কি মা, যা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলাম সব ঠিক তো ?

প্রমীরা। হ্যাঁ, কোন আপত্তি নেই।

সর্বেশ্বর। তবে তোমরা একটু ও-ঘরে যাও। আমাদের একটু কথা আছে।

প্রমীরা ও মালবিকার প্রস্থান

বুঝলে নগেন, কুমারবাহাদুর বলছিলেন, বিয়েতে তিনি বেশি ধুমধাম করতে চান না। কারণ তাঁর বাপ রামনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে প্রায় ঠিক ক'রে রেখেছেন, এখন যদি তিনি জানতে পারেন, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

নগেন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। একবার বিয়েটা কোনক্রমে হয়ে যাক, তার পরে সারা জীবন ধুমধাম করা যাবে।

সর্বেশ্বর। তিনি বলছিলেন, বিয়েটা আমার এখানেই হোক।

নগেন্দ্র। আমারও সেই মত।

সর্ব্বেশ্বর। ওই সঙ্গে মালবিকার বিয়েটাও হোক নীরজাবাবুর সঙ্গে, প্রমীরা তাই চায়।

নগেন্দ্র। হোক না, এক খরচে হবে, ভাবনা কি?

সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু একটা খরচই তো জোটানো মুশকিল!

নগেন্দ্র। সে তুমি ভেবো না। ধার ক'রে চালানো যাবে। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। এ আর কিছু নয় বাবা, হিন্দু-বিবাহ।

সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু ওরা তো ভেতরের খবর জানতে পারে নি?

নগেন্দ্র। পাগল নাকি? তা হ'লে আর বিয়ের জন্য এত পীড়াপীড়ি করে? আমি কুমারকে বলেছিলাম, মৈমনসিংহের চার-চারটে জমিদার-বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। শীগগির একজন দেখতে আসবে।

সর্ব্বেশ্বর। কুমার কি বললেন?

নগেন্দ্র। তখনই বিয়ের কথা পাকা ক'রে ফেললেন।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ, বিয়েটা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি ঠেকা দিয়ে কোন রকমে চালাও। আর এক কথা, বিয়ের দিন রাত্রে একটু গান-বাজনার আয়োজন ক'রো।

নগেন্দ্র। সেজন্যে ভেবো না। বিয়ে পর্য্যন্ত আমি চালিয়ে দোব।

কমরেডের জানালা দিয়া লাফাইয়া প্রবেশ

কম্‌রেড। মিঃ সিন্‌হা, আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করব।

সর্ব্বেশ্বর। তোমার জমিদারি আছে?

কম্‌রেড। [সগর্ব্বে] না।

সর্ব্বেশ্বর। দেশে বাড়ি আছে?

কম্‌রেড। [সগর্ব্বে] না।

সর্ব্বেশ্বর। কল্‌কাতায় ?

কম্‌রেড। [সগর্ব্বে] না।

সর্ব্বেশ্বর। ব্যাঙ্কে টাকা ?

কম্‌রেড। [সগর্ব্বে] এক পয়সাও না।

সর্ব্বেশ্বর। জমিজমা ?

কম্‌রেড। [সগর্ব্বে] এক ছটাকও নয়।

সর্ব্বেশ্বর। তবে কি আছে ?

কম্‌রেড। [গর্ব্বমিশ্রিত উল্লাসে] কেউ না, কিছু না।

সর্ব্বেশ্বর। তবে ?

কম্‌রেড। তবে আর কি ? শুধু আপনি আছেন, আমি আছি, আর আছেন মিস প্রমীরা।

সর্ব্বেশ্বর। এবার যেতে পার।

কম্‌রেড। আপনার মেয়ে ?

সর্ব্বেশ্বর। আমার কাছেই থাকবে।

কম্‌রেড। ঠিক বলছেন ? তবে বিয়ে দেবেন না ? জানেন, আমি প্রভিশনাল সোশ্যালিস্ট। আমার এ কোট-প্যাণ্টের রঙ পাকা নয়। ধুয়ে ফেলব—ধুয়ে ফেলব, মাথায় তেল দোব। উঃ, কি ভুলই করেছি ! England, with all thy faults I love thee still !

সবেগে জানালা দিয়া প্রস্থান

বিজয় ও ত্রিদিবের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। এই যে, আসুন কুমারবাহাদুর।

ত্রিদিব। আর আমাকে কুমারবাহাদুর বলবেন না, ওটা ভাল দেখায় না।

সর্ব্বেশ্বর। সে কথা ঠিক, তোমরা তো এখন ঘরের লোক। ব'স বাবা, আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সর্ব্বেশ্বর ও নগেন্দ্রনাথের প্রস্থান

ত্রিদিব। ওহে, নামগুলো আর একবার আবৃত্তি করা যাক; মোৎসার্ট, হ্যাণ্ডেল, বিটোভেন—

বিজয়। বিটোফেন।

ত্রিদিব। আচ্ছা, বিটোফেন, চোপিন—

বিজয়। মাটি করেছে, চোপিন নয়, শোপাঁ।

ত্রিদিব। বেশ, শোপাঁ, বাগ্‌নার, ঠিক হচ্ছে তো?

বিজয়। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লে হয়।

প্রমীরা, মালবিকা ও নীরজানাথের প্রবেশ

নীরজা। ভাল তো কুমারবাহাদুর?

ত্রিদিব। চ'লে যাচ্ছে এক রকম।

নীরজা। কালকে যে দেখি নি?

ত্রিদিব। কাল মহারাজা রামনারায়ণ সিঙের বাড়িতে এক পার্টি ছিল। সেখানে বিটোভেনের একটা সোনাটা যা শুনলুম—কি আর বলব নীরজাবাবু।

নীরজা। বিটোভেন নয়, বিটোফেন।

বিজয়। [তাড়াতাড়ি] নীরজাবাবু, ওটা প্রি-ওয়ার উচ্চারণ। রাশিয়ার বিপ্লবের পরে ওরা আবার বিটোভেন বলতে শুরু করেছে।

নীরজা। তা হবে। আমাদের বই-পড়া বিদ্যে—

বিজয়। যুদ্ধের আগে আমরা প্রাগে গিয়ে শুনেছিলাম বিটোফেন; যুদ্ধের পরে সেই প্রাগে গিয়ে শুনি, ওরা বলছে—বিটোভেন। যুদ্ধের পরে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে, সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না।

নীরজা। তা হবে।

ত্রিদিব। কিন্তু বিজয়, তুমি বিটোফেন, মোৎসার্ট, বাগ্‌নার, হ্যাণ্ডল যতই বল না কেন, চোপ্যার মত কেউ নয়।

নীরজা। চোপ্যা? আমি তো জানতুম শোপ্যা।

বিজয়। [তাড়াতাড়ি] আমরাও তাই জানতাম, নীরজাবাবু। কিন্তু ইউরোপে কখন যে কি বদল হচ্ছে, তার ঠিক নেই। পোলাণ্ডের নতুন আইন প্রবর্ত্তনের পর থেকে শোপ্যা বলা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। কজন অ্যারিস্টক্র্যাট শোপ্যা বলেছিল, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতে তারা বের্নে গিয়ে রয়েছে।

নীরজা। বের্নে? সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী?

বিজয়। নীরজাবাবু, ভাগ্যিস আপনি ওদেশে যান নি। সুইজারল্যাণ্ড নয়, সুইট্‌জারল্যাণ্ড। সুইজারল্যাণ্ড বললে ওদেশে এখন জরিমানা দিতে হয়।

নীরজা। কি বিপদ!

বিজয়। বিপদ ব'লে বিপদ। সেবার আমরা বার্লিন ব'লে এক শো মার্ক জরিমানা দিলাম। বলতে হবে, বের্লিন।

নীরজা। এটা বুঝি নাজি গভর্মেণ্টের আইন?

বিজয়। পাঁচ শো মার্ক জরিমানা হ'ল আপনার।

নীরজা। কেন?

বিজয়। নাজি নয়, নাৎসি। ইহুদীরা বলে—নাজি। আর এরিয়ানরা বলে— নাৎসি। ইউরোপ বড় গোলমেলে দেশ, মশাই।

প্রমীরা। অমন দেশে না যাওয়াই ভাল।

বিজয়। এ কথা আপনার বলা চলে না, মিস সিন্‌হা। ত্রিদিব তো ঠিক করেছে, বিয়ে ক'রেই মধুচন্দ্র যাপন করতে যাবে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে।

নীরজা। বলেন কি [illegible]? শুনেছি, ও দেশে মেঘ আর কুয়াশায় চাঁদ দেখাই যায় না!

বিজয়। আকাশের চাঁদ নাই দেখা গেল। বিজ্ঞান আর ডিমোক্র্যাসি মিলে সে সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছে।

নীরজা। কি রকম?

বিজয়। একটা মোটা রকম ফী দিলেই গভর্মেণ্ট থেকে আকাশে কৃত্রিম চাঁদের ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আপনারা বাড়ির ছাদে ব'সে দেখুন। মনে আছে ত্রিদিব, সেবার সেই—

ত্রিদিব। ওঃ, সে দৃশ্য ভোলবার নয়।

মালবিকা। কি দৃশ্য?

বিজয়। সেবার আমরা সুইট্‌জারল্যাণ্ড গিয়ে দেখি, শহরের একটা পার্কে বোধ হয় হাজার জোড়া নতুন বর বধূ; কেউ চেয়ারে ব'সে, কেউ ঘুরছে—

নীরজা। বলেন কি, এক দিনে এত বিয়ে?

বিজয়। বোধ হয় ওদের দেশে শারদা-আইন-জাতীয় একটা কোন আইন পাস হচ্ছিল, ঠিক তার পূর্ব্বেই এই বৈবাহিক মরসুম। তার পরে শুনুন—আমরা পার্কে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম, জিজ্ঞেস করে, তোমাদের পত্নী কোথায়? শেষে ব্যাপার শুনলাম, সেখানে

সেদিন কেবল বর-বধূর প্রবেশ। আকাশে তাকিয়ে দেখি, একেবারে পূর্ণিমার চাঁদ। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মেঘ কেটে যেতে দেখি, দূরে আর একটা চাঁদ! ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়, ওখানে কিছুই অসম্ভব নয়। শেষে হয়তো শুনব যে, রোমান সম্রাটদের সময় থেকে ওখানে দুটো ক'রেই চাঁদ উঠছে। পরে জানলাম, একটা আসল একটা নকল। কিন্তু বলব কি মশাই, প্রভেদ বোঝবার উপায় নেই!

নীরজা। বিয়ে করতে হ'লে ওদেশেই করা উচিত।

প্রমীরা। আমি তো ওদেশে গেলে উচ্চারণের ভুলের জন্যে জরিমানা দিতে দিতেই মারা যাব।

বিজয়। সে ভয় নেই, মিস সিন্‌হা। ওরা শিভ্যাল্‌রি জানে। মহিলাদের জরিমানা করবার আইন নেই। সেবার আমাদের সামনেই জার্মানিতে এক মজার কাণ্ড ঘটল। একটি চীনে মহিলা—জানেন তো চীনে স্ত্রী-পুরুষের পোশাক প্রায় একই রকম, পথে হিট্‌লারকে দেখে 'হিতু' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠেছিল। সবাই স্তম্ভিত। হিট্‌লার তলোয়ার খুলে তার দিকে এগিয়ে গেল। আমরা ভাবলাম, মেয়েটা ম'ল এবার। কিন্তু হিট্‌লার যেই কাছ গিয়ে বুঝলে, অপরাধী মহিলা, অমনই তলোয়ার খাপের মধ্যে পুরে রেখে, ডান হাত দিয়ে তার চিবুকটি একটু নেড়ে দিয়ে বললে—ইউ লেডি? নট ফাইন। মেয়েটি ভাবলে, তাকে নট ফাইন মানে, সুন্দর বলা হয় নি। সে এক মহাতর্ক। খবর শুনে চীন দেশের মহিলারা উঠল ক্ষেপে। শেষে হিট্‌লার চীন-জার্মানির মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি ক'রে ওদের ঠাণ্ডা করে।

প্রমীরা। স্বাধীন দেশে জন্মাবার কত সুবিধে!

মালবিকা। কিংবা ভাষা না জানবার কত অসুবিধে!

বিজয়। কিছুই কিছু নয়। সেদিন অপরাধী যদি মহিলা না হ'ত, তবে দেখতেন চীনের রক্তে বেলিনের ফুটপাথ হলদে হয়ে যে'ত।

প্রমীরা। রক্তে হলদে? সে কি রকম?

বিজয়। ওরা পীত জাতি কিনা, কাজেই হলদে।

মালবিকা। বুঝেছি, যেমন লোহিত সাগর লাল।

নীরজা। মিস সিন্‌হা, একটা গান করুন না?

বিজয়। আমারও তাই ইচ্ছে।

নীরজা। তবে আর কি?

প্রমীরা সলজ্জ আপত্তির সঙ্গে একখানি গান গাহিল

ত্রিদিব। ব্রেভো!

বিজয়। কোথায় লাগে বিটোভেন!

প্রমীরা। কি যে বলছেন।

বৃদ্ধ জগন্নাথের প্রবেশ

জগন্নাথ। দিদির গান বড় মিঠে।

প্রমীরা। আচ্ছা, হয়েছে, এখন যাও।

জগন্নাথ। যাব কেন? লুচি খাব না? দিদির যে রাজার সঙ্গে বিয়ে। কি দিদি, সত্যি নাকি?

প্রমীরা। [স্বগত] এই রে, সব বুঝি মাটি করে। [প্রকাশ্যে] পাপা, এদিকে একবার আসুন। দেখুন বুড়োটা কি করছে!

জগন্নাথ। আর আমি যে বাবার বাবা।

দ্রুত সর্ব্বেশ্বর ও নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। এই বুড়ো, বড়লোকদের সামনে কি অসভ্যতা করছ?

জগন্নাথ। বড়লোক ব'লে বড়লোক, একবারে রাজা। আর আমরা গরিব।

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] আজ সর্ব্বনাশ করলে।

নগেন্দ্র। [হাসিয়া] দেখছেন কুমারবাহাদুর, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ফলে কি রকম ক'রে মানুষের মজ্জার মধ্যে বিনয়-গুণ ঢুকে পড়েছে!

জগন্নাথ। তোমাদের মধ্যে রাজা কে?

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] হায় হায়, সব গেল!

জগন্নাথ। আমাদের টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, জাঁকজমক সব মিথ্যে।

নগেন্দ্র। [হাসিয়া] দেখছেন কুমারবাহাদুর, ভারতবর্ষের লোকের মনে বেদান্তের প্রভাব কত গভীর! শঙ্করাচার্য্যের কথা মনে করুন —ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

জগন্নাথ। আমাদের আর সব মিথ্যা, সত্যি কেবল এই দিদিমণি।

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] ভগবান, বাঁচাও।

নগেন্দ্র। এইজন্যেই অমর কবি চণ্ডীদাস বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

জগন্নাথ। রাজাবাহাদুর, আমি তোমার দাদাশ্বশুর।

সর্ব্বেশ্বর। চুপ বুড়ো, ভদ্রলোকের সম্মুখে যা-তা বলছ?

জগন্নাথ। বটে, যা-তা! আমি তোর বাবা।

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] নাঃ, সব গেল!

নগেন্দ্র। আজ বড় বাড়াবাড়ি করছে! [জনান্তিকে সর্ব্বেশ্বরের প্রতি] দাঁড়াও, আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

নগেন্দ্রনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল—যেন মৃগী রোগের আক্রমণ। সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল

সর্ব্বেশ্বর। জল! জল।

ত্রিদিব। পাখা। বাতাস।

বিজয়। ডাক্তার। ডাক্তার।

জগন্নাথের ভীতভাবে প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। কোন চিন্তা নেই, বিজয়বাবু; ত্রিদিববাবু, ভাববেন না; এখনই সেরে যাবে, এমন মাঝে মাঝে হয়। যাও, তোমরা এখান থেকে যাও।

প্রমীরা ও মালবিকার প্রস্থান

তোমরা বাইরে যাও বাবা। ও এখনই সেরে উঠবে। এ কদিন খুব খাটুনি যাচ্ছে, তাতেই। তার ওপরে আবার বুড়োর উপদ্রব।

বিজয়। বুড়োটাকে বিদায় ক'রে দেন না কেন?

সর্ব্বেশ্বর। অনেক দিনের পুরনো কর্ম্মচারী, তার ওপরে আবার একটু পাগলাটে ধরনের, মনে দয়া হয়।

ত্রিদিব। আচ্ছা, আমরা তা হ'লে আসি।

নীরজা, ত্রিদিব ও বিজয়ের প্রস্থান

নগেন্দ্র। [উঠিয়া] গেছে সব? দেখলে, কেমন সব দিক বাঁচিয়ে দিলাম।

সর্ব্বেশ্বর। ওঃ, তুমি যে আজ কি উপকার করলে! এখন বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচা যায়। চল, বাইরে যাই, ওদিকে না আবার একটা গণ্ডগোল ঘটে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সানি ভিলার বৈঠকখানা। অন্যান্য সব পূর্ব্বোক্তরূপ। এক দিকের দরজা দিয়া কথা বলিতে বলিতে একজন পাওনাদার ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। আর ভাবনা নেই হে, এবার মহারাজকুমার আমার জামাই। তোমার সব পাওনা মিটিয়ে দোব।

পাওনাদার। আজ্ঞে, সেই ভরসাতেই তো ছিলাম এতদিন। ভগবানের কৃপায় যখন বিয়েটা হয়ে গেছে, তখন আর আমাকে ঘোরাবেন না. অনেকগুলো টাকা—

সর্ব্বেশ্বর। না, আর দেরি করব না। তবে কি জান, নতুন জামাই. প্রথম দিনেই তো টাকা চাওয়া যায় না।

পাওনাদার। তা তো বটে।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ, আর একটা কথা।—টাকার তাগিদ দিতে এখানে এসো না, আমি বরঞ্চ তোমার ওদিকে যাব। হঠাৎ বাবাজী যদি এসব কথা শুনতে পায়, তবে বড় মুশকিল হবে।

পাওনাদার। জামাইবাবু কতদিন আর আছেন?

সর্ব্বেশ্বর। বুড়ো মহারাজের অমতে বিয়ে করাতে কুমারের ওপর তিনি বড় রেগে গেছেন। সেদিন চিঠি লিখেছেন, কুমারকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন, ভয় দেখিয়ে—

পাওনাদার। কি সর্ব্বনাশ! আমার পাওনা টাকাগুলো?

সর্ব্বেশ্বর। কোন ভয় নেই। একমাত্র ছেলে, বাপের অমতে বিয়ে করলে তারা প্রথমে ও রকম রেগেই থাকে।

পাওনাদার। আজ্ঞে, তা বটে।

সর্ব্বেশ্বর। তবে চল বাইরে যাওয়া যাক। তাগিদ দিতে এখানে এসো না—মনে থাকবে তো ?

পাওনাদার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উভয়ের এক দ্বার দিয়া প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া কথা বলিতে বলিতে ত্রিদিব ও তাহার পাওনাদারের প্রবেশ

পাওনাদার। দেখুন, জমিদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখিয়ে অনেক দিন আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন, আর তো বিলম্ব করতে পারি না।

ত্রিদিব। পার না ? কেন, বিয়ে কি হয় নি ?

পাওনাদার। বিয়ে হয়েছে, কিন্তু টাকা তো পেলাম না।

ত্রিদিব। পাবে হে, পাবে। শ্বশুরমশাইয়ের যা কিছু দেখছ, এখন সবই তো আমার। তাই ব'লে বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই তো আর টাকা চাওয়া যায় না !

পাওনাদার। কিন্তু আমার পাওনাদারেরা তো আমার জামাই নয়, তারা টাকা চাইতে মোটেই সঙ্কোচ করে না।

ত্রিদিব। আরে বাবু, এত দিন সবুর করতে পারলে আর দশ দিন পার না ?

পাওনাদার। আচ্ছা, তাই হবে। দশ দিন পরে আবার আসব।

ত্রিদিব। না না, এখানে তাগিদ দিতে এসো না। শ্বশুরমশাই জানলে মহা মুশকিল হবে। বরঞ্চ আমিই তোমার ওদিকে যাব।

এক দ্বার দিয়া উভয়ের প্রস্থান ও অন্য দ্বার দিয়া প্রমীরার প্রবেশ

প্রমীরা। সকালবেলাতেই উনি কোথায় গেলেন ! নাঃ। একটু যদি স্থির হয়ে বসেন ! দুটো কথা বলবার সময় পাই না ! বিয়ের পরে এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মালবিকা কেমন বিয়ের

পরদিনই চ'লে গেল নীরজাবাবুর সঙ্গে, কালকে তাদের সংসার দেখে এলুম। শুনছি, শীগগিরই ওরা বাড়ি ভাড়া দিয়ে, জমিদারির একটা ব্যবস্থা ক'রে বিলেতে যাবে বেড়াতে। আর আমার যেমন কপাল! দেখি, যদি তেতলায় থাকেন!

(রমোবার প্রস্থান ও) অন্য দ্বার দিয়া (ত্রিদিব ও) বিজয়ের প্রবেশ

ত্রিদিব। ওহে বিজয়, আর তো এখানে টেকা যায় না!

বিজয়। কেন, শ্বশুরমশাই কিছু বলেছেন?

ত্রিদিব। তিনি নন, তাঁর কন্যা। সর্ব্বদা খোঁচাচ্ছে, চল শ্বশুরবাড়িতে। আর কিছুদিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তার পরে যা হয় হবে।

বিজয়। সে ব্যবস্থা আমি ঠিক ক'রে এসেছি। আমাদের যতিকে মনে আছে তো? সে মাকড়দ'র বুড়ো মহারাজার দেওয়ান সেজে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছবে।

ত্রিদিব। তারপরে?

বিজয়। এসে সর্ব্বেশ্বরবাবু আর তোমাকে শাসিয়ে যাবে। সর্ব্বেশ্বরবাবু তার সম্পত্তি জামাইয়ের নামে লিখে না দিলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন—এই ব'লে সে ভয়ানক রাগারাগি করবে। বুঝলে? তাতে ফল হবে এই যে, রায় বাহাদুরের সম্পত্তি তোমার হাতের মধ্যে গিয়ে পড়বে শীগগির, আর যতদিন না পড়ছে, তুমি থাকিবে এখানে।

ত্রিদিব। যাক, তবে কিছুদিন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বিজয়। তোমার হাতে ওখানা কিসের চিঠি?

ত্রিদিব। মিঃ রায়ের—আমার মনিব। শালা লিখছে যে, আর বেশি দিন কামাই করলে সে অন্য ড্রাইভার দেখবে।

বিজয়। দেখুক না। এখন রায়ের মত কত জনকে তুমি ড্রাইভার রাখতে পার।

ত্রিদিব। ইচ্ছে আছে, ব্যাটাকে একদিন আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দোব, মাঝে মাঝে এমন অপমান করত।

(পিছন হইতে প্রমীরা নীরবে প্রবেশ করিল, ত্রিদিব ও বিজয় তাহাকে দেখিতে পায় নাই)

মোটর-ড্রাইভারদের যে কি দুঃখ, তা বুঝেছি। মোটরে চাপলেই মাথা ঘুরে যায়।

বিজয়। যাক, এতদিন ছিলে তুমি পদাতিক, এবার হতে চললে রথী, দেখা যাবে।

ত্রিদিব। তার চেয়ে বল, ছিলাম সারথি, হব রথী—

হঠাৎ প্রমীরাকে দেখিয়া কথা ঘুরাইয়া লইল

বুঝলে বিজয়, [আবেগের সহিত] আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অত্যাচারিত মোটর-ড্রাইভারদের দুঃখ আর সহ্য হয় না। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বিজয় ইতিমধ্যে প্রমীরাকে দেখিয়া সব কথা বুঝিয়াছে; উভয়ে প্রমীরাকে দেখিয়াছে, কিন্তু যেন দেখে নাই ভাব

বিজয়। আমি কতদিন থেকে তোমাকে বলছি, প্রথমে তোমার ড্রাইভারদের দিয়েই কাজ আরম্ভ কর না কেন? দেখ নি আমেরিকায়? এবার ওরা মোটর-ড্রাইভারদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রেসিডেন্টের জন্যে একজনকে দাঁড় করাবে।

ত্রিদিব। হুর্‌রে-রা, এই তো চাই।

প্রমীরা। [অগ্রসর হইয়া আসিয়া] তবে ইউরোপের বদলে আমেরিকায়

চল না কেন? নিজের চোখে দেখে এসে এখানে সেই অনুসারে কাজ কর।

ত্রিদিব। বেশ তো, এক জায়গায় গেলেই হ'ল। তোমারই তো ইচ্ছে ছিল ইউরোপে যাবার।

প্রমীরা। আমার ইচ্ছে কি সাধে! নীরজাবাবু আর মালবিকা এই মাসের শেষে যাচ্ছে যে! তারা বাড়িঘর ভাড়া দিয়ে জমিদারির ব্যবস্থা ক'রেই রওনা হবে।

বিজয়। ত্রিদিবের অবশ্য বাড়ি-ঘর-জমিদারির ভাবনা নেই, সে ব্যবস্থা আপনিই হবে।

প্রমীরা। তবে আর দেরি ক'রে লাভ কি?

বিজয়। চল না ত্রিদিব, ও ঘরে গিয়ে ব'সে একটা হিসেবপত্র করা যাক।

ত্রিদিব। বেশ তো। হাতে এখন কাজ নেই—চল, সব ঠিক ক'রে ফেলা যাক।

তিনজনের প্রস্থান এবং সর্ব্বেশ্বর ও নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। ওহে, পাওনাদারদের তো আর ঠেকানো যায় না।

নগেন্দ্র। জামাই বলে কি?

সর্ব্বেশ্বর। আহা, বাবাজী বড় বিপদেই পড়েছে। রাজাবাহাদুর এখনও তাকে ক্ষমা করেন নি। বাবাজী বড়ই চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

নগেন্দ্র। ও রকম হয়েই থাকে। কিন্তু তুমি ভয় পেও না, একে বলে—হিন্দুবিবাহ; একবার যখন গলাধঃকরণ হয়েছে, ব্যবস্থা করতেই হবে।

সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু বাড়িওয়ালাই সবচেয়ে বেশি গোলমাল করছে;

প্রায়ই তাগিদ দিতে আসে ; সর্ব্বদা ভয় হয়, কখন জামাতাবাবাজীর সামনে গিয়ে পড়ে।

নগেন্দ্র। সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িভাড়ার জন্যেই আমি ভাবছি ; অন্যদের আরও কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

এমন সময় পিছন হইতে ত্রিদিব প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই

সর্ব্বেশ্বর। আমিও বাড়িভাড়ার প্রবলেম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যাটার যে রকম ভাব, কখন যে কি ক'রে বসে, তার ঠিক নেই।

নগেন্দ্র। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। তীরে এসে তো তরী ডোবানো চলে না।

এমন সময়ে ত্রিদিবকে দেখিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই ভাব

আমি গভর্মেণ্ট এবং কর্পোরেশন দু জায়গাতেই এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি, তারা বলে যে, বড়লোকদের তারা অসন্তুষ্ট করতে ভয় পায়।

সর্ব্বেশ্বর। [ব্যাপার বুঝিয়া] সে কথা মিথ্যে নয়। ধর, আমি যদি এ বাড়িখানা ভাড়া দিতাম, তবে কি ভাড়ার জন্যে তাগিদ দিতাম না ?

নগেন্দ্র। আহা, সে কথা হচ্ছে না। তাগিদ দেবার তো একটা নিয়ম থাকা চাই।

ত্রিদিব। [অগ্রসর হইয়া আসিয়া] যা বলেছেন। আসল কথা সব জিনিসের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকা দরকার। আপনারা যেমন বাড়িভাড়ার জন্যে ভাবছেন, আমি তেমনই ভাবছি মোটর-ড্রাইভারদের জন্যে।

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] আমি যে কেন ভাবছি, তা আমিই জানি।

ত্রিদিব। মোটর-ড্রাইভারদের ওপরে যে অত্যাচার হয়, তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সর্ব্বেশ্বর। ঠিক বাবা, তোমার মত লোক যদি ওদের জন্যে লাগে, তবে কিছু সুবিধে করতে পারবে।

ত্রিদিব। [স্বগত] আমি যে কেন করছি, তা আমিই জানি।

নগেন্দ্র। অযথা অত্যাচার ক'রেই তো বড়লোক সব ধ্বংস হতে চলল।

সর্ব্বেশ্বর। সত্যি কথা বলতে কি, যদিও আমি বাড়িওয়ালাদেরই একজন, তবু বাড়িভাড়া দেবার দুঃখ যে কি, তা মনে প্রাণে জানি।

ত্রিদিব। আমারও প্রায় সেই কথা। যদিও আমি মোটরের মালিক, তবু মোটর-ড্রাইভারদের দুঃখ এখনও ভুলতে পারি নি।

নগেন্দ্র। এই তো চাই। আপনারা শ্বশুর-জামাই যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তবেই গরিবরা বাঁচবে। সব শ্বশুর-জামাই যদি এ রকম হয়, তবে কি দেশের এ অবস্থা আর থাকবে ?

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] সব শ্বশুর এ রকম হ'লেই জামাইদের সর্ব্বনাশ।

ত্রিদিব। [স্বগত] সব জামাই এ রকম হ'লেই শ্বশুরদের অবস্থা কাহিল।

নগেন্দ্র। চলুন, শুভস্য শীঘ্রং। বড়লোকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কি করতে পারি, একবার ভেবে দেখা যাক।

ত্রিদিব। ঠিক। আমরা যদি ধনীদের এখন থেকে সাবধান না ক'রে দিই, তবে দরিদ্ররা একদিন বিদ্রোহ ক'রে আমাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তখন ?

নগেন্দ্র। চলুন, একটা ব্যবস্থাপত্র রচনা করা যাক।

সর্ব্বেশ্বর। চল, চল। [স্বগত] আবার কখন কে পাওনাদার এসে পড়ে, স'রে পড়া যাক।)

(সকলের প্রস্থান—৩) অন্য দ্বার দিয়া বাড়িওয়ালার প্রবেশ

বাড়িওয়ালা। এ তো ভারি মুশকিল হ'ল। দু মাসের বাড়িভাড়া পাওনা, অথচ এলে দেখাই পাওয়া যায় না। দেখা পেলেও লম্বা-চওড়া কথা বলে! কোথাকার রাজকুমার হয়েছে জামাই, সেই নাকি দেবে সব টাকা! আর তো দেরি করতে পারি না, নালিশ করতেই হবে।

অন্য এক ব্যক্তির প্রবেশ

এক ব্যক্তি। মশাই, এখানে ত্রিদিব রায় থাকে?

বাড়িওয়ালা। [বিরক্তি সহকারে] কি জানি মশায়, জানি না।

এক ব্যক্তি। এটা তো রায় বাহাদুর সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ি বটে?

বাড়িওয়ালা। [মুখভঙ্গী করিয়া] বটে—রায় বাহাদুরের চোদ্দ পুরুষের ভিটে।

এক ব্যক্তি। চোদ্দ পুরুষের বাড়ি! উঁহু, এ বাড়ি তো অত পুরনো ব'লে মনে হয় না।

বাড়িওয়ালা। তবু ভাল। মশাই, এ বাড়ি আমার।

এক ব্যক্তি। আপনি বুঝি রায় বাহাদুরের—

বাড়িওয়ালা। বাপ।

এক ব্যক্তি। তবে এত চটেন কেন?

বাড়িওয়ালা। চটব না? ব্যাটা দু মাসের ভাড়া বাকি ফেলেছে, আর লোকের কাছে বলে কিনা—বাড়ির মালিক সে!

এক ব্যক্তি। বাড়ির মালিক সে নয়? আমরা তো তাই জানি।

বাড়িওয়ালা। আপনার মাথা আর আমার মুণ্ডু।

এক ব্যক্তি। কিন্তু বাড়িটা তাঁর ?

বাড়িওয়ালা। না না না, আমার। দেখছেন না ভাড়ার তাগিদে এসেছি ? ব্যাটা বলে কিনা, তার জামাই দেবে।

এক ব্যক্তি। তার জামাই ? সে পাবে কোথায় ?

বাড়িওয়ালা। সে নাকি কোথাকার রাজকুমার।

এক ব্যক্তি। ত্রিদিব রায় রাজকুমার ? আরে, সে যে আমার মনিবের মোটর চালায়।

বাড়িওয়ালা। [বসিয়া পড়িয়া] মশাই, আমি তো আর চলতে পারছি না।

এক ব্যক্তি। কেন ?

বাড়িওয়ালা। কেন ? বুঝতে পারছেন না ? আমি আশায় ছিলাম, জামাই দেবে টাকা। এখন শুনছি, সে মোটর-ড্রাইভার।

এক ব্যক্তি। আমি শুনেছি, সে কোথাকার এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমার মনিব আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছেন, সে কাজ করবে, না অন্য ড্রাইভার রাখবেন, তাই জিজ্ঞেস করতে। লোকটা মোটর চালায় ভাল।

বাড়িওয়ালা। শুধু মোটর কেন ? জুচ্চুরির ব্যবসাও তো বেশ চালাচ্ছে। নাঃ, আমি আজই নালিশ ঠুকে দিচ্ছি।

এক ব্যক্তি। কিন্তু আমি কি করি ? তার তো দেখা পেলাম না।

প্রস্থানোদ্যত

বাড়িওয়ালা। কিন্তু জেনে রাখুন, বাড়িটার মালিক আমি।

প্রস্থান

এক ব্যক্তি। যাই, মনিবকে সব কথা গিয়ে বলিগে।

তাহার প্রস্থান (~~ও ত্রিদিবের বন্ধু~~ মতিলালের মাকড়দ'র দেওয়ানের ছদ্মবেশে প্রবেশ ; দেওয়ান বৃদ্ধ ; সঙ্গে সর্বেশ্বর

মতিলাল। হ্যাঁ, দলিল তৈরি হয়ে গেছে।

সর্ব্বেশ্বর। কি সর্ব্বনাশ!

মতিলাল। এখন সর্ব্বনাশ বললে চলবে কেন? আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে—এ কথা কি বোঝবার তার বয়স হয় নি?

সর্ব্বেশ্বর। মহারাজ আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র ও পুত্রবধূকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন, এ কি মহারাজের মত কাজ হ'ল?

মতিলাল। হ'ল না? বামনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে কুমারের বিবাহ স্থির।—নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সরিফপুর পরগণা নিয়ে তিনি সাধাসাধি করছিলেন। আর এরই মধ্যে কুমার এই কাণ্ড ক'রে বসলেন।

ত্রিদিবের প্রবেশ

এই যে কুমারবাহাদুর! সব শুনেছেন বোধ করি?

ত্রিদিব। শুনেছি বইকি। বাবার যা ইচ্ছে করুনগে, আমি যা কর্ত্তব্য বোধ করেছি, তাই করেছি।

মতিলাল। কিন্তু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'লে চলবে কি ক'রে?

ত্রিদিব। জগতের সর্ব্বহারাদের দলে আমি যোগ দোব।

মতিলাল। তা হ'লে আমি মহারাজকে সেই কথাই গিয়ে বলি?

সর্ব্বেশ্বর। আহা বাবাজী, অত চঞ্চল হ'য়ো না, একটু স্থির হও।

ত্রিদিব। কেন, এত ভয় কিসের? পৃথিবীতে তাঁর ছাড়া আর কারও কি সম্পত্তি নেই?

মতিলাল। তবে আমি সেই কথাই মহারাজকে গিয়ে বলি।

মতিলাল প্রস্থানোদ্যত হইলে সর্ব্বেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল

ত্রিদিব। বলুন গিয়ে; আমি কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করব না। আমি চললাম।

ত্রিদিব প্রস্থানোদ্যত হইলে সর্ব্বেশ্বর আর এক হাতে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল

মতিলাল। ছাড়ুন, আমি চললাম।

ত্রিদিব। ছাড়ুন, আমি চললাম।

সর্ব্বেশ্বর। [দুইজনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে] আহা কুমার! আহা দেওয়ানজী!

মতিলাল। ছাড়ুন।

ত্রিদিব। ছাড়ুন।

সর্ব্বেশ্বর। আচ্ছা, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

মতিলাল। আছে বইকি। আপনার যাবতীয় সম্পত্তি যদি কন্যা-জামাতার নামে দানপত্র ক'রে দেন, তবেই মহারাজ কুমারকে ক্ষমা করবেন।

সর্ব্বেশ্বর। এর জন্যে ভাবনা কি? আমার যা কিছু আছে, তা তো সবই এদের।

মতিলাল। শুধু কথায় মহারাজ ভিজবেন না। দানপত্রের দলিল দেখলে তবে মহারাজ ত্যাজ্যপুত্র করবার দলিল বাতিল করবেন।

ত্রিদিব। না না, সে কিছুতেই হবে না।

সর্ব্বেশ্বর। আহা, থাম না।

মতিলাল। আহা, ছাড়ুন না।

সর্ব্বেশ্বর। আচ্ছা, তাই হবে।

মতিলাল। শুধু কথা নয়, কাজ চাই।

সর্ব্বেশ্বর। আচ্ছা, আপনারা ও ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

মতিলাল। কাজ চাই, কাজ—এখনই।

প্রস্থান

ত্রিদিব। না না, সে কিছুতেই হবে না।

প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। সর্ব্বনাশ! এখন যে দু কূল যায়, করি কি?

নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ

ওহে নগেন, সব শুনেছ তো? এখন করি কি?

নগেন্দ্র। কোন ভয় নেই। সবচেয়ে পাকা দলিল হয়ে গেছে, তা আর বাতিল হতে পারে না।

সর্ব্বেশ্বর। কোথায়? কি?

নগেন্দ্র। বিয়ে হে, বিয়ে। যাকে বলে—হিন্দুবিবাহ। এ দলিল আর কেঁচে যাবার উপায় নেই। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কি ব্যবস্থাই না ক'রে গেছেন। দু দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু দেওয়ানজী যে ব'সে রইলেন।

নগেন্দ্র। বেশ তো, আমরাও আর এক ঘরে গিয়ে বসিগে। অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে? চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীরজানাথের নিজ বাড়ি; বৃহৎ সুন্দর ও সুসজ্জিত। তাহারই একটি ড্রইং-রুমে সকালবেলায় নীরজানাথ ও মালবিকা কথাবার্ত্তা বলিতেছে। মালবিকা বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত, নীরজানাথের বাড়িতে থাকিবার পরিচ্ছদ

নীরজা। এত সকালেই কোথায় চললে?

মালবিকা। সকাল কোথায়? আটটা বাজে যে! তোমার মত ঘুমিয়ে কাটালে আমার চলে কই?

নীরজা। ঘুমিয়ে কি আর সাধে কাটাই! উই আর সাচ স্টাফ অ্যাট ড্রীম্‌স আর মেড অন।

মালবিকা। স্বপ্ন নিয়ে কাটালে কাজ চলে না।

নীরজা। কাজ নাই চলল, স্বপ্নটাই চলুক না। কিন্তু তোমার এত ব্যস্ততা কেন? এখন তো তুমি আর প্রাইভেট সেক্রেটারি নও, ইচ্ছে করলে পাঁচজন রাখতে পার।

মালবিকা। আরও চারজন? একজনকে নিয়েই মুশকিলে পড়েছি! কিন্তু বাজে কথা থাক্। বাড়ি ভাড়া দেবার কি করলে?

নীরজা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। কালকে একজন এসে আড়াই-শো টাকা ব'লে গেছে।

মালবিকা। না না, এত বড় বাড়ি আড়াইশো টাকায় দেওয়া চলবে না। আমার এক বন্ধু বাড়ি খুঁজছিল, পছন্দ হ'লে সে তিনশো পর্য্যন্ত দেবে বলেছে।

নীরজা। তুমি বুঝি তারই কাছে চললে? কিন্তু এত তাড়া কেন?

মালবিকা। এখনও বলছ তাড়া কেন? বিয়ে হ'লে পুরুষমানুষ সব প্রতিজ্ঞা ভুলে যায় দেখছি।

নীরজা। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, মেয়েমানুষে পুরুষের বিয়ের আগেকার সব প্রতিজ্ঞাকে কি ক'রে সত্যি মনে করে।

মালবিকা। বটে! এখন বুঝি চালাকি। সে সব হবে না, আমি পাস-পোর্টের জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ভাড়া দাও, জমিদারির বন্দোবস্ত ক'রে ফেল, অন্তত দুটি বছর ইউরোপে আর আমেরিকায় ঘুরতে হবে।

নীরজা। তবু ভাল যে, একেবারে দ্বাদশ বছরের জন্যে বনবাস নয়।

মালবিকা। না না, ঠাট্টা নয়। ত্রিদিববাবুর কথা শুনলে রাগে

গা জ্ব'লে যায়। কথায় কথায় জার্মানি আর সুইট্জারল্যাণ্ড! ওরাও শিগগির রওনা হবে; কিন্তু ওদের আগে আমাদের যাওয়া চাই।

নীরজা। সে তো বুঝলাম, কিন্তু বিদেশে খরচ অনেক, চালাবে কি ক'রে?

মালবিকা। কেন, বাড়িটা ভাড়া হ'লে মাসে শ-তিনেক পাওয়া যাবে, তা ছাড়া জমিদারির আয় আছে, সে আমি দেখব এখন। তুমি একটু ওঠ। আমি চললাম।

মালবিকার দ্রুত প্রস্থান; নীরজানাথ কৌচের উপর অলসভাবে শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে

নীরজা। নাঃ, আরামে দেশের ছেলে দেশে থাকব, না কোথায় এখন বিদেশে ছুটতে হবে। বিয়ে হবার আগে ছিলাম গাড়ির মত আস্তাবলে প'ড়ে আরামে, এখন সঙ্গে দিয়েছে একটা ঘোড়া জুতে, আর বিশ্রাম নেই। উঠি, নায়েবকে কলকাতায় আসবার জন্যে একটা তার ক'রে দিই।

শম্ভু নামক ভৃত্যের প্রবেশ

শম্ভু। বাবু, এক বাবু দেখা করতে এসেছেন।

নীরজা। কোন্ বাবু আবার? আচ্ছা, নিয়ে আয়।

ভৃত্যের প্রস্থান

কে আবার এল? একটু আরাম করতে দেবে না।

উকিল রমানাথবাবুর প্রবেশ

রমানাথ। মিঃ চৌধুরী, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, তবে আমার এইটুকু পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে যে, আপনার জ্ঞাতি ভ্রাতা নিখিলবাবু আমার মক্কেল।

নীরজা। বসুন, বসুন। নিখিল এখন আছে কোথায়? অনেকদিন তার খবর জানি না।

রমানাথ। তিনি কানপুরেই থাকেন। আপনি ও-অঞ্চল অনেকদিন ছেড়েছেন, তাই খোঁজ-খবর রাখেন না। নিখিলবাবুর চিঠি পেয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

নীরজা। [হাসিয়া] কি, বিয়ের জন্যে কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স জানাতে নাকি?

রমানাথ। হ্যাঁ—এক রকম, প্রায় সেই রকমই। আসল কথা কি জানেন, কন্‌গ্রাচুলেশনসও জানাতে তিনি লিখেছেন বটে।

নীরজা। তা হ'লে এ ছাড়া অন্য কথাও আছে দেখছি।

রমানাথ। হ্যাঁ, একটু ছিল বইকি। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, ইট ইজ আওয়ার প্রফেশন।

নীরজা। অফ কোর্স।

রমানাথ। মন্দাকিনী দেবীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল, অবশ্যই মনে আছে?

নীরজা। বিলক্ষণ। ব'লে যান।

রমানাথ। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, সে বিয়ে খুব সুখের হয় নি।

নীরজা। হ্যাঁ, সে একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার। তারপরে?

রমানাথ। আপনাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

নীরজা। তাতে কি হয়েছে?

রমানাথ। আপনার ফাদার আপনার ওপরে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন?

নীরজা। হ্যাঁ, তাঁর ধারণা হয়েছিল, আমার দোষেই ব্যাপারটা হয়েছে।

রমানাথ। হ্যাঁ, নিখিলবাবুর কাছে শুনেছি, তিনি খুব একগুঁয়ে আর খেয়ালী লোক ছিলেন। তার পরে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল, তা বোধ হয় আপনি জানেন না?

নীরজা। না, বিশেষ কিছুই জানি না। সেই ব্যাপারের পর আমি ও-অঞ্চল ছেড়ে বাংলা দেশে এসেছি।

রমানাথ। খেয়ালী লোকের স্বভাব যা হয় তাই হয়েছে। মৃত্যুর সময়ে তিনি এক শর্ত্তে দানপত্র ক'রে গিয়েছিলেন— বোধ হয় আপনাকে দণ্ড দেবার জন্যেই।

নীরজা। কি ব্যাপার?

রমানাথ। দানপত্রটা এই রকমের—

নীরজা। বলুন, খুলে বলুন।

রমানাথ। সেই দানপত্রের প্রধান শর্ত্ত ছিল এই যে—আপনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ না করা পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি বাড়িঘর আপনারই থাকবে—

নীরজা। আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করলে?

রমানাথ। যাবতীয় সম্পত্তি, জমিদারি, বাড়িঘর আপনার জ্ঞাতি ভ্রাতা নিখিলবাবু পাবেন।

নীরজা। [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া] নিখিল বুঝি সেইজন্যেই আপনাকে পাঠিয়েছে?

রমানাথ। আই হোপ, ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড।

নীরজা। হুঁ। নিখিল সংবাদটা এরই মধ্যে পেয়েছে?

রমানাথ। নিজের স্বার্থের জন্যে সবাই খোঁজ-খবর রাখে। আমাকে তিনি লিখেছিলেন ব্যাপারটার তদন্ত করতে। আমি তো প্রথমে একটু মুশকিলেই পড়েছিলাম।

নীরজা। কেন?

রমানাথ। দলিলে আপনার নাম নৃপনাথ, কিন্তু এখানে আপনি নীরজা নামে পরিচিত।

নীরজা। মা ছোটবেলায় নীরজা নামে ডাকতেন। অবশ্য নৃপনাথ নামেই আমি পরিচিত। কিন্তু বিয়ের সেই দুর্ঘটনার পর থেকে আমি নীরজাই ব্যবহার ক'রে আসছি।

রমানাথ। নিখিলবাবুকে আমি কি লিখব তা হ'লে ?

নীরজা। কিন্তু তার আগে একবার দলিলখানা আমার দেখা দরকার।

রমানাথ। [দলিল বাহির করিয়া] এই যে, দলিলের একখানা কপি নিখিলবাবু পাঠিয়েছেন।

নীরজা। [দলিলখানা লইয়া পাঠ করিয়া] হুঁ। দলিলখানা আমি রাখতে পারি কি ?

রমানাথ। এখানা আপনাকে দেবার জন্যেই নিখিলবাবু পাঠিয়েছেন।

নীরজা। হুঁ।

রমানাথ। নিখিলবাবুকে কি ইন্‌স্ট্রাক্‌শন পাঠাব বলুন ?

নীরজা। আইন যখন আপনাদের দিকে, তখন আর ভাবনা কিসের ?

রমানাথ। আমি তা হ'লে উঠি। আই হোপ, ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দিস ট্রাব্‌ল।

নীরজা। অফ কোর্স নট।

রমানাথ প্রস্থান করিল। নীরজা দলিলখানা হাতে করিয়া মূঢ়ের মত বসিয়া র'হল। মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। বেশ, এখনও তেমনই চুপ ক'রে ব'সে আছ! এ কি, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ? অসুখ করেছে নাকি ?

নীরজা তাড়াতাড়ি দলিলখানা লুকাইয়া ফেলিল

নীরজা। না না, বেশ আছি।

মালবিকা। তবে ওঠ, পাশের ঘরে মিসেস রায়কে বসিয়ে রেখেছি।

সে তিনশো টাকা দিতেই রাজি হয়েছে। যাও, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক কর গিয়ে।

নীরজা। হুঁ।

মালবিকা। হুঁ কি? ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনলাম, তার তাড়া আছে—

নীরজা। আমার নেই।

মালবিকা। তার মানে?

নীরজা। বাড়ি ভাড়া দোব না।

মালবিকা। সে কি কথা?

নীরজা। হুঁ।

মালবিকা। ও আবার কি রকম? বাড়িভাড়া না পেলে শুধু জমিদারির আয়ে বিদেশে চলবে?

নীরজা। জমিদারিরও ব্যবস্থা করব না।

মালবিকা। তা হ'লে বিদেশে যাবে কি ক'রে?

নীরজা। যাব না।

মালবিকা। বাঃ। কি হয়েছে তোমার, বল তো?

নীরজা। বলব, যদি ক্ষমা কর।

মালবিকা। সব ক্ষমা করব, যদি তাড়াতাড়ি এই কাজগুলো সেরে ফেল।

নীরজা। এখনই সংবাদ পেলাম, বাবা মৃত্যুর সময়ে বাড়িঘর জমিদারি সব আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার নামে দানপত্র ক'রে গেছেন।

মালবিকা। কি যে বলছ!

নীরজা। একবর্ণও মিথ্যে নয়।

মালবিকা। তোমার পৈতৃক সম্পত্তি, দান করলেই হ'ল? মামলা কর।

নীরজা। সে যুক্তি চলবে না। বাবা সব নিজে রোজগার করেছিলেন।

মালবিকা। [বসিয়া পড়িয়া] আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নীরজা। হুঁ।

মালবিকা। কেন হঠাৎ এ খেয়াল তাঁর হ'ল?

নীরজা। ক্ষমা করতে পারবে তো?

মালবিকা। বল, বল।

নীরজা। আমি এর আগে একবার বিয়ে করেছিলাম।

মালবিকা। [চমকিয়া উঠিয়া] বিয়ে করেছিলে? সে স্ত্রী—?

নীরজা। মারা গেছে।

মালবিকা। [খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া] তারপরে?

নীরজা। বাবা রেগে গিয়ে এই দানপত্র ক'রে গেছেন—দ্বিতীয় বার বিয়ে করলে আমি কিছুই পাব না।

মালবিকা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

মালবিকা। তোমরা সবাই এক রকম, মিথ্যেবাদী, শঠ, কাপুরুষ—সকলে।

নীরজা। আর কে?

মালবিকা। তুমি, তুমি, তুমি—

মালবিকা সবেগে প্রস্থান করিল। নীরজা মূঢ়ের মত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল

তৃতীয় দৃশ্য

সানি ভিলার একটি সুসজ্জিত কক্ষ; কক্ষটি নির্জ্জন; এক দিক দিয়া পতিরামের প্রবেশ; পতিরাম একেবারে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ; হাতে লাঠি; বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, কেহ নাই; ঘরের সাজসজ্জা বড়লোকের বাড়ির মত দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল; সে ত্রিদিবের পিতা

পতিরাম। আরে, এ যে বড়লোকের বাড়ি। শুনেছিলাম, ত্রিদিব জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেছে। জমিদার, তাতে আর সন্দেহ নেই। কত বড় আয়না! কত বড় ঘড়ি! যাক, ত্রিদিব এখন সুখে থাকবে। দু দিন বাদে সবই তো তার। আমিও একটা ঘরে জায়গা ক'রে নোব। একেই বলে—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! কিন্তু কাউকে যে দেখছি না?

জগন্নাথের প্রবেশ

মশাই, এটা কি সানি ভিলা?

জগন্নাথ। আজ্ঞে হ্যা। কাকে চান?

পতিরাম। ত্রিদিবকুমার?

জগন্নাথ। ওরা সব বেড়াতে গেছে। বড়লোকের ব্যাপার। [স্বগত] রাজার ছেলে নিয়ে কারবার, না বেড়ালে চলে।

পতিরাম। [স্বগত] বাবা। জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেছে, যাবেন না এখন বেড়াতে!

জগন্নাথ। [স্বগত] এ লোকটা কে? হয়তো রাজবাড়ির চাকর হবে। বসতে বলা যাক, নইলে হয়তো চ'টে যাবে। [প্রকাশ্যে] বসুন, বসুন, ওরা সবাই এল ব'লে।

পতিরাম। [স্বগত] এ লোকটা কে? হয়তো জমিদারের চাকর হবে। কাজ নেই বাপু চটিয়ে, বসা যাক।

জগন্নাথ। মশাইয়ের কি করা হয়?

পতিরাম। বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর কি করব বলুন? যখন গায়ে শক্তি ছিল, চোখে দেখতে পেতাম, কানে শুনতাম, করতাম ইস্কুল-মাস্টারি।

জগন্নাথ। তারপরে?

পতিরাম। বয়স হ'ল চোখের দৃষ্টি গেল, কানের শক্তি গেল, দিলে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে, তখন আবার নতুন ক'রে চাকরি খুঁজতে লাগলাম।

জগন্নাথ। বটে! বটে! ও অবস্থায় কি চাকরি জুটল?

পতিরাম। ও অবস্থায় কি আর চাকরি মেলে? অনেকদিন ঘুরলাম। কেউ রাখতে চায় না, বলে—আমাকে দিয়ে আর কি কাজ হবে?

জগন্নাথ। তখন?

পতিরাম। ভগবান আছেন মশাই, ভগবান আছেন। অদৃষ্টে চাকরি জুটে গেল—এক মাসিক-পত্রের সম্পাদকের কাজ।

জগন্নাথ। বলেন কি? মাসিক-পত্রের সম্পাদক? চোখে দেখতে, কানে শুনতে পান না, তবু—

পতিরাম। ওকেই বলে—অদৃষ্ট, দাদা। শুনলাম, ও কাজ নাকি বেশি দেখতে শুনতে পেলে চলে না। ওরা আমার মতই একজন লোক খুঁজছিল।

জগন্নাথ। কাগজ কেমন চলল?

পতিরাম। ওরে বাপ রে, তার পর থেকে গ্রাহকের সংখ্যা হু-হু শব্দে বেড়ে চলল। এখন সেখানা বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক।

জগন্নাথ। তা হ'লে এখনও আপনি সম্পাদক?

পতিরাম। না দাদা, চাকরি গেছে। কি বুদ্ধি হ'ল! ভাল ক'রে কাজ করবার জন্যে চোখ কাটালাম, দৃষ্টি ফিরে পেলাম। দেখে কাগজের স্বত্বাধিকারী রেগে আমাকে বিদায় ক'রে দিলেন, আর তাঁকেই বা দোষ দিই কি ক'রে। দৃষ্টি ফিরে পাবার পর থেকে কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা কমছিল।

জগন্নাথ। এখন কি করবেন?

পতিরাম। বুড়ো বয়েসে আর চাকরি করব না। এখন ঠিক করেছি, ইস্কুলের জন্যে পাঠ্য-পুস্তক লিখতে আরম্ভ করব।

জগন্নাথ। পারবেন?

পতিরাম। ও ছাড়া আর কিছুই এখন পারব না। বার্দ্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলে। এখন শিশুদের বই বেশ সহজে লিখতে পারব।

জগন্নাথ। [হাসিয়া] তারপরে আবার যদি চোখের দৃষ্টি যায়, মাসিক-পত্রের সম্পাদকগিরি তো আছেই। কি বলেন?

পতিরাম। সে আর বলতে। কিন্তু ওরা আসবে কখন?

জগন্নাথ। ওই বোধ হচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ।)

এক দিক দিয়া সর্ব্বেশ্বর ও ত্রিদিবের প্রবেশ, তাহারা উভয়ের পিতাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল

পতিরাম ও জগন্নাথ, ত্রিদিব ও সর্ব্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়া

পতিরাম, জগন্নাথ। [যুগপৎ—পরস্পরের প্রতি] এই যে আমার ছেলে, ও মশাই, এই দেখুন।

পতিরাম। এখন হয়েছে জমিদারের জামাই।

জগন্নাথ। এখন হয়েছে রাজার শ্বশুর।

ত্রিদিব, সর্ব্বেশ্বর। [যুগপৎ] কি বাজে বকছেন? বুড়োদের নিয়ে মহা মুশকিল। বাজার-সরকারদের নিয়ে—

পতিরাম, জগন্নাথ। [যুগপৎ] তবে রে ব্যাটা! কে তোর বাজার-সরকার?

পতিরাম। না হয় হয়েছিস জমিদারের জামাই।

জগন্নাথ। না হয় হয়েছিস রাজার শ্বশুর।

পতিরাম, জগন্নাথ। [যুগপৎ] তাই ব'লে বাপকে অস্বীকার করবি?

ত্রিদিব, সর্ব্বেশ্বর। [যুগপৎ] কে কার বাপ?

পতিরাম। [জগন্নাথের প্রতি] দেখেছেন মশাই, বড়লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে কি আস্পর্দ্ধা।

জগন্নাথ। [পতিরামের প্রতি] শুনছেন মশাই, কি আস্পর্দ্ধা রাজার শ্বশুর হয়ে।

পতিরাম, জগন্নাথ। [যুগপৎ] বাপকে অস্বীকার।

ত্রিদিব, সর্ব্বেশ্বর। কি যে বকছ তুমি?

জগন্নাথ। বটে! আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে।

পতিরাম। দেখ ব্যাটা, সব ফাঁস ক'রে দোব। জানেন মশাই, ব্যাটা করে—মোটর-ড্রাইভারি।

জগন্নাথ। [হাসিয়া] এ বাড়িঘর আমাদের নয়, সব ভাড়া। জমিদার আবার কে?

ত্রিদিব সর্ব্বেশ্বর নিজ নিজ পিতার মুখ চাপিয়া ধরিল, তাহারা ছটফট করিতে করিতে অস্ফুটভাবে কি সব বলিতে লাগিল

ত্রিদিব ও সর্ব্বেশ্বর। চুপ, চুপ, বুড়ো।

পতিরাম। বটে রে। বুড়ো। 'বাপ' বলতে পারিস না?

জগন্নাথ। সত্যি কথা বলব না? ওর কোন পুরুষে জমিদার নয়।

সর্ব্বেশ্বর। চুপ।

জগন্নাথ। চুপ করব—আগে 'বাপ' বল্।

ত্রিদিব। বের হও বলছি। এ আমার শ্বশুরবাড়ি।

পতিরাম। চোদ্দ পুরুষের শ্বশুরবাড়ি। শুনছিস না, এ বাড়ি ভাড়া।

সর্ব্বেশ্বর। বাবা ত্রিদিব, তুমি ও পাগলের কথা বিশ্বাস ক'রো না।

ত্রিদিব। আপনিও করবেন না। ঃ বুড়োটা অমন ক'রেই ব'লে থাকে।

বাড়িওয়ালা ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির প্রবেশ

বাড়িওয়ালা। যাক, পাওয়া গেছে।

এক ব্যক্তি। এই যে ত্রিদিববাবু।

সর্ব্বেশ্বর ও ত্রিদিবের মহাব্যস্ত ভাব

ত্রিদিব। হবে, হবে, পরে হবে।

সর্ব্বেশ্বর। এখন যান, এখন যান।

বাড়িওয়ালা। দু মাসের ভাড়া বাকি, শোধ ক'রে দিন, যাচ্ছি।

জগন্নাথ। শুনলেন তো মশাই, এ বাড়ি কার?

এক ব্যক্তি। ত্রিদিববাবু, আপনি চাকরি করবেন, না বাবু অন্য ড্রাইভার দেখবেন?

পতিরাম। শুনলেন তো মশাই, আমার কথা সত্য কি না?

ত্রিদিব ও সর্ব্বেশ্বর নিজেদের সম্মান রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা করিল

ত্রিদিব ও সর্ব্বেশ্বর। এখন ঠাট্টার সময় নয়, মনে রাখবেন।

বাড়িওয়ালা। ওরে বাবা! এ যে দুপুরে ডাকাতি! বাড়িভাড়া চাইতে এলে বলে ঠাট্টা!

এক ব্যক্তি। মোটর-ড্রাইভারের মুখে এমন বড় বড় কথা তো শুনি নি!

বাড়িওয়ালা। মোটর-ড্রাইভার কে? ওই জামাই? হায় হায়! আমি তো জানি, উনি হচ্ছেন রাজকুমার, ভাড়া দেবেন উনিই।

পতিরাম। [নিজেকে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে] আর এই যে আমি স্বয়ং রাজা বাহাদুর।

বাড়িওয়ালা। সর্ব্বনাশ হয়েছে! যাই উকিলের বাড়িতে।

প্রস্থান

এক ব্যক্তি। সবই বুঝলাম, যাই, বাবুকে বলিগে।

প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। বাবাজী, এসব কি শুনছি?

ত্রিদিব। শ্বশুরমশাই, আমিও তো ওই প্রশ্ন করতে পারি।

সর্ব্বেশ্বর ও ত্রিদিবের দুই দিক দিয়া প্রস্থান

জগন্নাথ। আসুন আসুন, রাজা বাদশা সব মিথ্যে। তবু ভাল যে, ছেলে ফিরে পাওয়া গেল। একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যান।

জগন্নাথ ও পতিরামের প্রস্থান

প্রমীরার সবেগে প্রবেশ; সে আসিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া নীরবে কিছুক্ষণ টেবিলের উপর মাথা নত করিয়া রহিল; তারপরে উঠিয়া চুল হইতে ফুল ও কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া সজোরে মেঝের উপরে নিক্ষেপ করিয়া সবেগেই প্রস্থান করিল। অন্য দ্বার দিয়া মালবিকার ও পিছনে নীরজার প্রবেশ

মালবিকা। যাও যাও, ভণ্ড কাপুরুষ! যাও এখান থেকে।

নীরজা। শোন মালবিকা।

মালবিকা। যাও বলছি।

নীরজার প্রস্থান ও প্রমীরার প্রবেশ

প্রমীরা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রমীরা। সব শুনেছি। ভণ্ড, কাপুরুষ, নির্লজ্জ—

মালবিকা। তুই তা হ'লে এর মধ্যেই শুনেছিস? বিয়ে যে করেছিল, তা ব'লে নি কেন?

প্রমীরা। কি সর্ব্বনাশ! আবার বিয়েও করেছিল নাকি? আমি তো শুনলাম, জমিদারির কথাই মিথ্যে।

মালবিকা। কি সর্ব্বনাশ। জমিদারিও মিথ্যে নাকি? পুরুষমানুষকে আর বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

প্রমীরা। ওর বুড়ো বাপ এসেছিল।

মালবিকা। আবার বাপ এল কোত্থেকে? তুই কার কথা বলছিস?

প্রমীরা। আমার স্বামীর। তুই কার কথা ভাবছিস?

মালবিকা। আমার স্বামীর।

প্রমীরা। নীরজাবাবু?

মালবিকা। ত্রিদিববাবু?

প্রমীরা। নীরজাবাবু আগে বিয়ে করেছিলেন। সে স্ত্রী তো নেই, তোর ভাবনা কিসের?

মালবিকা। কিন্তু ত্রিদিববাবুর জমিদারির কথা কি বলছিস?

প্রমীরা। সব মিথ্যে।

মালবিকা। কি বলিস?

প্রমীরা। কিন্তু নীরজাবাবুর জমিদারি তো মিথ্যে নয়।

মালবিকা। প্রায় মিথ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।

প্রমীরা। চল্, ও ঘরে চল্।

উভয়ের প্রস্থান

ঘর কিছুক্ষণ নির্জ্জন ; ঘড়িতে নয়টা বাজিল

এক দ্বার দিয়া মালবিকার ও অন্য দ্বার দিয়া নীরজার প্রবেশ

মালবিকা। আবার এসেছ ? যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।

নীরজা। শোন, রাগ ক'রো না। আমাদের সমাজে পুরুষের দুবার বিয়ে করা তো অন্যায় নয়। তার ওপরে সে স্ত্রী বেঁচে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে পেয়ে তার কথা আর মনেই হয় না।

মালবিকা নীরব

তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের কাছে তাকে কি মনে থাকে। আর অনেক যন্ত্রণাও সে দিয়েছে।

মালবিকা। তুমি না যাবে তো আমি চললাম।

মালবিকার সবেগে প্রস্থান। নীরজা হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল

নীরজা। নাঃ, কিছুতেই তো শান্ত হয় না। পুরুষের দুবার বিয়ে করায় যে স্ত্রীর এত রাগ হতে পারে, তা জানতাম না। কি করি ?

ত্রিদিবের প্রবেশ

ত্রিদিব। কিছু মনে করবেন না নীরজাবাবু, পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

নীরজা। বেশ করেছেন। কিন্তু কি করি মশাই ? উনি তো মারমূর্ত্তি !

ত্রিদিব। আপনার আগের বিয়েতে উনি যদি রাগ করেন, তা হ'লে আপনিও তো রাগ করতে পারেন।

নীরজা। রাগ করবার কোন একটা ছুতো পেলে তো বেঁচে যাই, বলুন না—কি উপলক্ষ্যে রাগ করি।

ত্রিদিব। কেন, আপনি কি জানেন না যে, উনিও আগে একবার বিয়ে করেছিলেন?

নীরজা। [চমকিত হইয়া] কে? মালবিকা?

ত্রিদিব। আপনি জানেন না?

নীরজা। মালবিকা? আগে বিয়ে করেছিল? কি বলছেন?

ত্রিদিব। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনছি। আপনাকে ব'লে তো অন্যায় করলাম দেখছি!

নীরজা। অন্যায় কিছুমাত্র নয়।

ত্রিদিব। আপনি হয়তো আমাকে অবিশ্বাস করছেন? আমার স্ত্রীকে ডেকে প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি।

নীরজা। না না, প্রমাণের আর প্রয়োজন নেই।

ত্রিদিব। আমি তাঁকে ডেকে আনছি।

প্রস্থান

নীরজা। [উচ্চৈঃস্বরে] না না, তার দরকার নেই। [নিম্নস্বরে] উঃ, কি ভীষণ! ভগবান!

সে টেবিলের উপর হাতে ভর করিয়া মাথা নত করিয়া রহিল ; কক্ষের আলো কমিয়া ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল ; নির্জ্জন কক্ষে তাহার নিশ্বাসের শব্দ ও ঘড়ির টিকটিক-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সন্ধ্যা আসন্ন ; নীরজানাথের বাড়ির বৈঠকখানায় নীরজানাথ একাকী সোফার উপর চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া আছে, কখনও বা উঠিয়া নীরবে পায়চারি করিতেছে, আবার বসিতেছে। ঘরের এক পাশে টেবিলের উপর একখানি বড় আয়না।

ঘরে আলো জলে নাই

নীরজা। কে সে? কি নাম? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। সে আজও বেঁচে আছে, না মরেছে? কেমন তাকে দেখতে? সে কি করে? কে সে?

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া

"অত চুপি চুপি কেন কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
ওগো কাছে এসে ধীরে ফিরে যাও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরন!"

ঠিক, ঠিক। Frailty thy name is woman!

ত্রিদিবের প্রবেশ

এই যে ত্রিদিববাবু, আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু।

ত্রিদিব। দেখুন নীরজাবাবু, আমার বিষম বিপদ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আপনার দুরবস্থা দেখে নিজের বিপদ প্রায় ভুলেই গেছি।

নীরজা। ত্রিদিববাবু, আমার মত বিপদ যেন কারও না হয়। জতুগৃহ-দাহের কথা জানেন, এ হয়েছে আমার সেই রকম। চারদিকে

আগুন, বের হবার পথ নেই। যেখানে যাই, এ আগুন থাকে সঙ্গে—একেবারে বুকের মধ্যে।

ত্রিদিব। নীরজাবাবু, আপনি যতটা চিন্তা করছেন, হয়তো অতখানি চিন্তার কিছু নেই। আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ তো চলছে, মনে করুন না, আপনার পত্নী বিধবা ছিলেন।

নীরজা। যারা বিধবা-বিবাহ করে, তারা জেনে শুনেই করে। আমি চাই নিঃসপত্ন অধিকার, ভবিষ্যৎ-অতীতের কোন সূচনা তাতে থাকবে না। আমার মধ্যে লক্ষ যুগের সুপ্ত আদিম পুরুষ জেগে উঠেছে, সে চায় ছিঁড়ে নিতে, সে চায় কেড়ে নিতে, সে চায় একাধিপত্য,—ভাগে ব্যবসা করতে সে জানে না।

ত্রিদিব। কিন্তু—

নীরজা। কিন্তু নয় ত্রিদিববাবু, এ আমার নিদ্রাকে হরণ করেছে, স্বপ্নকে বিষাক্ত করেছে, আর জাগরণকে, জীবনকে বিভীষিকায় করেছে পূর্ণ। ত্রিদিববাবু, রাত্রে ঘুমতে পারি না, আমার শয্যায় তার স্মৃতি বিচ্ছেদ রচনা ক'রে শুয়ে থাকে। সারা দিন যেন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। ক্ষুধার অন্ন, তাও যেন নিজের হাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে তুলে দিচ্ছি। ওই দেখুন, ওই দেখুন সে—

আয়নায় নিজের ছায়া দেখাইল

ত্রিদিব। কোথায়? ও তো আপনার ছায়া।

নীরজা। ওঃ, তাই বটে। কিন্তু সে যে আমাকে ছায়ার মতই অনুসরণ করছে। আচ্ছা ত্রিদিববাবু, ছায়া সত্য, না কায়া সত্য?

ত্রিদিব। ছায়া আবার সত্য হয় নাকি?

নীরজা। হয়, হয়। শোনেন নি ?—

"ছায়ারে যে সত্য জানে, আমি সেই কবি
আপন আলোকচারী।"

কবিরা নেহাত পাগল, কি বলেন ?

ত্রিদিব। চলুন, অন্ধকার ঘর ছেড়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

নীরজা। বেড়িয়ে ? আচ্ছা, বেশ, চলুন। তমসো মা জ্যোতির্গময়। কি বলেন ত্রিদিববাবু ? চলুন।

উভয়ের প্রস্থান এবং মালবিকা ও প্রমীরার প্রবেশ, মালবিকাকে দেখিয়া মনে হয়, সে শিলাহত পদ্মের বন

প্রমীরা। ভাই, আমারই দোষ। আমি কখনও মনে করতে পারি নি, ও কথাটা তিনি নীরজাবাবুকে বলবেন। আমি বিশ্বাসের উপযুক্ত ফলই পেয়েছি।

মালবিকা। না না, ত্রিদিববাবুর দোষ কি ? উনিও তো বিয়ে করেছিলেন, তবে আমার বেলাতেই বা দোষ হবে কেন ?

প্রমীরা। বাস্তবিক, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা যায় না দেখ'ছ। উনিও কি কম বিশ্বাসঘাতকতা আমার সঙ্গে করেছেন।

মালবিকা। আমি ওঁর বিয়ের জন্যে তত ভাবছি না, ভাবছি আসন্ন দারিদ্র্যের জন্যে।

প্রমীরা। কিন্তু দারিদ্র্য তো পাপ নয়।

মালবিকা। কে বললে পাপ নয় ? দারিদ্র্যের চেয়ে বড় পাপ কি আছে ? সব পাপের মূলে দারিদ্র্য।

প্রমীরা। ওটা আমাদের দেশের কথা নয়।

মালবিকা। সেইজন্যেই তো এ দেশের আজ এই দশা। এ দেশ হয়ে পড়েছে পৃথিবীর ধর্ম্মশালা। যত সব ভিক্ষুক এখানে জড়

হয়েছে। আমি ধর্ম্ম চাই না, মুক্তি চাই না, আবার দরিদ্র হতেও চাই না।

প্রমীরা। না না, অমন কথা বলিস নি। পরকালে—

মালবিকা। নরক? দারিদ্র্যের চেয়ে বড় নরক যন্ত্রণা আর কিছু আছে? দেবতাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে, কিছু দিন পরে দৈত্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য সরিয়ে নাও, দেখবে, দেবতারা এ ওর পকেট মারছে।

প্রমীরা। চল্, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, মন ভাল হবে।

মালবিকা না না, তুই যা। আমি একটু বিশ্রাম করি।

প্রমীরা। তুই বেশি ভাবিস না।

প্রমীরার প্রস্থান

মালবিকা। [বসিয়া] মিথ্যে কথা, আমি দারিদ্র্যকে ভয় করি না। কিন্তু উনি কেন এমন বঞ্চনা করলেন? কে সে? কি তার নাম? বেঁচে আছে, না সত্যি মরেছে? সুন্দরী? আমার চেয়েও? বটে।

সে ধীরে ধীরে আয়না যুক্ত টেবিলের নিকটে গিয়ে দাঁড়াইল; আয়নায় একবার নিজের ছায়া দেখিয়া ম্লানভাবে হাসিল। চুলের বিন্যাস ঠিক করিয়া লইল। তারপরে টেবিলে রক্ষিত নিজের ফোটোখানি লইয়া আবেগের সঙ্গে তাহা ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিয়া দিল

[সেই চিত্রের প্রতি] দূর। দূর। দূর। লজ্জা নেই? এখনও হাসি? [নিজের মনে] কে সে? কি তার নাম? জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায় না। কি প্রবঞ্চক, মাগো।

পিছন হইতে নীরজার প্রবেশ

নীরজা। আমি প্রবঞ্চক? আর তুমি কি?

মালবিকা। আমি যা খুশি তাই। সর, পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও। মেয়েমানুষের সঙ্গে বলপ্রয়োগ!

নীরজা। মেয়েমানুষের বল যে আরও ভীষণ. তাকে বলে কৌশল, তাকে বলে কুটিলতা, তাকে বলে মিথ্যাচার।

মালবিকা। বল বল, আরও যদি কিছু থাকে বল।

নীরজা। বলবার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু ইচ্ছে নেই।

মালবিকা। বটে, অনিচ্ছা! বাক্যে আবার অরুচি কবে থেকে হ'ল?

নীরজা। তা জানি, কথাকে তোমরা ভয় পাও না। মনে হয় দেখি, কলকাতা শহরের এই বাড়ির মধ্যে লক্ষ বৎসর আগেকার এক গুহা-মানব বেরিয়ে এসেছে, হাতে তার দণ্ড, মুখে তার হিংস্রতা, মনে তার হিংসা, লক্ষ যুগ আগেকার দুরন্ত সেই আদিম মানুষ।

মালবিকা। কি, আমাকে খুন করবে নাকি?

নীরজা। না, অত সহজে আমার যন্ত্রণার অবসান হবে না। আমি ফাঁসি যেতে চাই না।

মালবিকা। আর আমার—

নীরজা। যে বিষপাত্র মুখে তুলেছি, তার তলানিটুকু পর্যন্ত পান করতে হবে।

মালবিকা। আমার ভয় করছে, পথ ছাড়।

নীরজা। [সজোরে] না। দাঁড়াও!

মালবিকা কি বলিল, বোঝা গেল না

[হঠাৎ করুণ সুরে] মালবিকা, মালবিকা, বাঁচাও, বল সে কে?

মালবিকা নীরব

তাকে কি ভালবাসতে? এখনও বাস?

মালবিকা। না।

নীরজা। তবে বল সে কে? কোথায় আছে?

মালবিকা। জানি না।

নীরজা। মিথ্যেবাদী।

মালবিকা। পথ ছাড়। যাও, যাও।

নীরজা। এ যে দরজা—নরকের দ্বার।

মালবিকা। নরক? বাইরে, না ভেতরে?

প্রস্থান

মালবিকা চলিয়া গেলে নীরজা একাকী সোফার উপরে বসিয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কেবল আয়নার উপরে একটু আলো পড়িয়া জলজল করিতেছে; কিছুক্ষণ পরে সে লাফাইয়া উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল; হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল

নীরজা। কে তুমি? কে তুমি? [হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া] কই, কেউ না। মায়া, [আয়নার নিজের ক্ষীণ ছায়া দেখিয়া] না ছায়া? এই যে এতক্ষণে দেখা পেয়েছি, এবার, এবার—

এই সময়ে অন্য দ্বার দিয়া নীরজার অলক্ষিতে মালবিকা আসিয়া আয়নার পিছনে দাঁড়াইল, নীরজা তাহাকে দেখিতে পাইল না

[ছায়ার প্রতি] এবার। এবার। [আয়নার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল] কেন তুমি এলে আমার আর তার মাঝখানে? কে তুমি? কি তোমার নাম? [একটু থামিয়া] এ কি আমারই ছায়া? আমিই আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি? [টেবিল হইতে কাচের একটি পেপার-ওয়েট তুলিয়া লইয়া ছায়ার প্রতি] ছায়া, তুমি কায়ার চেয়েও সত্য? যাও, যাও, যাও বলছি। [স্বগত] মালবিকা, ডোরা, মালবিকা, এ কি করলে? কেন শুনলাম? [ভগবান, মানুষকে চিন্তা করবার শক্তি কেন দিলে? বিধাতা, এমন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে এক ফোঁটা মন ফেলে দিয়ে সব

নষ্ট ক'রে দিয়েছ !] [ছায়ার প্রতি] আঃ, এখনও দাঁড়িয়ে ? যাও, যাও, সর বলছি। বটে ! তবে দূর হও।

[কাচের গোলকটি সজোরে আয়নার উপর নিক্ষেপ করিল। আয়নার কাচ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।] মালবিকা সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া টেবিলের পিছন হইতে সরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া নীরজা মুহূর্ত্তখানেক স্তম্ভিত থাকিয়া তাহার দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া ছুটিয়া গেল

মালবিকা, ডোরা, এই যে তুমি। [আজ আর সে নেই,] এস এস, বুকে এস।

মালবিকা। [নীরজার দিকে ছুটিয়া আসিল] প্রিয়তম !

নীরজা। [কাছে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া] প্রিয়তম ? বলি, সুন্দরী, কত জনকে এর আগে ওই নামে ডেকেছ ?

মালবিকা। তুমি পাষণ্ড।

নীরজা। অয়ি কোমলহৃদয়ে, বলি, কত জন এর আগে ওই কোমলতা অনুভব করেছে ?

মালবিকা। উঃ, থাম, থাম।

নীরজা। বটে ! নাঃ, কোথাও শান্তি নেই।

নীরজার দ্রুত প্রস্থানের পর মালবিকা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিল

মালবিকা। নাঃ, মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই। মাগো—

মালবিকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অন্য দ্বার দিয়া নীরজার প্রবেশ

নীরজা। উঃ, বিধাতা, এ কি শাস্তি !

সোফার উপরে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার পরীক্ষিৎ রায় এম. বি-র ডিস্পেন্সারি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মালবিকা পায়চারি করিতেছে

মালবিকা। লেক, না বিষ? বিষ, না লেক? লেকে অনেক অসুবিধে। হয়তো দু দিন পর ভেসে উঠবে, মাছে খানিকটা খেয়ে দিয়েছে, জলে ফুলে উঠেছে। মাঃ, মাগো, সে পারব না। তার চেয়ে বিষ অনেক ভাল। ডাক্তারবাবু লোকটি বেশ সহৃদয়; চট ক'রে আমার মনের কথা ধ'রে ফেললেন।

কম্পাউণ্ডার মধুর প্রবেশ, হাতে একটি ঔষধের মোড়ক

মধু। এই যে ওষুধ।

মালবিকা। ঠিক জিনিস দিয়েছ তো?

মধু। আমি আজ সাতাশ বছর এই কাজ করছি, ভুল হবার উপায় কি?

মালবিকা। বিস্বাদ হবে না তো?

মধু। বাপ রে, এসব ওযুধ কি বিস্বাদ হ'লে চলে!

মালবিকা। কতক্ষণ লাগবে?

মধু। আমার ডাক্তারবাবুর ওযুধে বেশি সময় তো লাগে না।

মালবিকা। কি রকম?

মধু। এই দেখুন না কেন, আমার দুই ভাগ্নে অসুখে ভুগছিল, অন্য ডাক্তার তিন মাসেও কিছু ক'রে উঠতে যখন পারলে না, ডাক্তারবাবুকে দেখালাম। বাস্, তিন দিনে—

মালবিকা। সারিয়ে দিলেন?

মধু। আজ্ঞে না, মেরে ফেললেন।

মালবিকা। মেরে ফেললেন?

মধু। আজ্ঞে! আপনার আশ্চর্য্য লাগছে? ডাক্তার আর সেনাপতির কাছ থেকে আমরা আশা করি তৎপরতা, সত্বরতা। আমাদের ডাক্তারবাবুর মধ্যে ওটি পাবেন। —

মালবিকা। এই নাও ফী আর দাম।

টাকা দিয়া মালবিকার প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া ডাক্তার পরীক্ষিৎ রায়ের প্রবেশ। দীর্ঘ, রোগা, মলিন কোট প্যান্ট, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, যেন একখানি সজীব ল্যান্সেট

পরীক্ষিৎ। ওরে মধু, দে, টাকা দে।

মধু। এই নিন, কর্ত্তা।

পরীক্ষিৎ। এক টাকা কি রে? আমি আড়াল থেকে দু টাকার শব্দ শুনলাম।

মধু। দু টাকা, না দশ টাকা!

পরীক্ষিৎ। না না, দে মাইরি, বিরক্ত করিস নি।

মধু। আচ্ছা, ও টাকাটা আমি মাইনের মধ্যে কেটে নিলাম।

পরীক্ষিৎ। এখন দে, সে পরে হবে।

মধু বিরক্তভাবে টাকা দিল

দেখ্, তুই একটু দেখিস, কেউ যেন না এসে পড়ে। আমি ততক্ষণ চট ক'রে জুতোটা ব্রাশ ক'রে নিই, বড্ড ময়লা হয়েছে।

ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া জুতার কালি লাগাইল; মধু গুনগুন সুরে গান করিতে করিতে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করিল

বাহিরে কড়া নাড়িবার শব্দ; ডাক্তার মুখে আঙুল দিয়া মধুকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিল

[চাপা গলায়] দেখ, আমি পাশের ঘরে গেলাম। রুগী এলে বসিয়ে বলবি, ডাক্তারবাবু খুব ব্যস্ত, রুগী দেখছেন; ভিজিট আট টাকা, রাজি না হ'লে বলবি, দু টাকা। আর আমি যখন এসে রুগী দেখতে থাকব, তুই সেই সময় মোটরের হর্নটা বাজাবি। বলবি—বাবু, বালিগঞ্জ থেকে মোটর এসেছে। বুঝলি?

মধু। আজ্ঞে হাঁ, আর যদি পাওনাদার আসে?

পরীক্ষিৎ। আঃ, কি যে অলুক্ষণে কথা বলিস!

ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। নীরজানাথের প্রবেশ

নীরজা। ডাক্তারবাবু আছেন?

মধু। ডাক্তারবাবু? হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু বড ব্যস্ত।

নীরজা। রুগী দেখছেন বুঝি?

মধু। হ্যাঁ, সকালবেলায় অনেক রুগী আসে। আপনি?

নীরজা। আমার নিজের একটা ওষুধের জন্যে।

মধু। ডাক্তারবাবু আজকাল ফী আট টাকা করেছেন।

নীরজা। সেজন্যে বাধবে না।

মধু। আপনি বসুন একটু।

নীরজানাথের উপবেশন ও মধুর প্রস্থান

নীরজা। ছুরি, না দড়ি? লেক, না বিষ? লেকটা নতুন বটে, কিন্তু দুজন না হ'লে ওখানে ডুবে সুখ নেই। না, একলা ডুবে ওখানকার ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করব না। কিন্তু লেকের জলকল্লোল যেন হৃদয়ের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি।—

I hear lake-water lapping with low sounds by
the shore
I hear it in the deep heart's core.

—যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও—সলিল মাঝে!

লোকের পথ কবিত্বের পথ। কিন্তু তার চেয়ে বিজ্ঞানের পথই অনেক সুগম। পটাসিয়াম সায়ানাইড! সায়ানাইড—

পরীক্ষিতের প্রবেশ

এই যে ডাক্তারবাবু।

পরীক্ষিৎ। বসুন, ব্যাপার কি?

নীরজা। ডাক্তারবাবু, আমি জীবন-ব্যাধির ওষুধ চাই।

ডাক্তার সমস্ত পাশের ঘর হইতে শুনিয়াছে

পরীক্ষিৎ। বুঝেছি। আপনি সিঙ্গ্‌ল না ডাব্‌ল?

নীরজা। তার মানে?

পরীক্ষিৎ। অর্থাৎ আপনি একা যাচ্ছেন, না সহযাত্রিনী কেউ আছে?

নীরজা। ডাক্তারবাবু, সহযাত্রিনীই যদি থাকবে, তবে আর যাব কেন?

পরীক্ষিৎ। তিনি কি আগে গেছেন?

নীরজা। তার কাছ থেকে দূরে যাবার জন্যেই তো চলেছি।

পরীক্ষিৎ। তা হ'লে তিনি থাকলেন। এক কাজ করুন, আপনাকে ওষুধ দুজনের মত দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে যদি দেখেন যে, তাঁর মত বদলেছে, তখন আবার ওষুধের জন্যে ছুটোছুটি করবেন। এ যেন স্টেশনে গিয়ে দেখা যে, টিকিটের টাকা নেই। ও কিছু নয়, রেগুলারিটি এবং পাঙ্‌চুয়ালিটি হচ্ছে ডাক্তারদের মটো।)

নীরজা। দিন, কিন্তু আমি একাই যাব।

পরীক্ষিৎ। কম্পাউণ্ডার, সেই সাদা পাউডারটা নিয়ে এসে দাও।

মধুর প্রবেশ ও প্রস্থান। পাশের ঘর হইতে মোটা স্বর হন বাজিল

নাঃ, আর পারি না। সকালবেলা থেকে তাড়া দেওয়া শুরু করেছে। এই মধু, হরে, রামা, কে আছিস, ব'লে দে, আমি যেতে পারব না।

মধু। [পাশের ঘর হইতে] কিছুতেই ছাড়ছে না, বড্ড কাঁদাকাটি করছে।

পরীক্ষিৎ। [বিরক্তি সহকারে] আচ্ছা, অপেক্ষা করতে বল্, আর ব'লে দে—ডবল ফী চাই।

নীরজা। এঁরা কি সবাই জীবন-ব্যাধির ওষুধ চান নাকি?

পরীক্ষিৎ। আর মশাই, ঢাকুরিয়া লেক হবার পর থেকে কেউ কি আমাদের কাছে আসে? সবাই নিজের নিজের পথ দেখে। কর্পোরেশনের কি যে দরকার ছিল ওই লেকটা তৈরি করবার! কেবল আমাদের ব্যবসা মাটি করা! এবার আমরা ডাক্তারেরা মিলে একজন ডাক্তারকে ক'রে দোব মেয়র। বোজাতে হবে ওই লেক।

নীরজা। মানুষের ম'তি, কেউ কেউ লেকে তো যাবেই।

পরীক্ষিৎ। [মনুষ্যত্বের অপমানে বিরক্তিসহ] মানুষ? তারা মানুষ? আপনি তাদের মানুষ বলেন? মানুষ হ'লেও তারা এই সভ্যযুগের উপযুক্ত মানুষ নয়। আদিম বর্ব্বরেরাও জলে ডুবে মরত। তাদের সঙ্গে তবে তফাত কোথায় বলুন? সাঁওতাল, কোল, ভীল এরাও তো জলে ডুবে মরে, এদের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর প্রভেদ কোথায় তা হ'লে? আজকাল কলেজে যে কি শিক্ষাই দিচ্ছে।

নীরজা নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল

[বর্ব্বরতায় বিরক্ত হইয়া] আসল কথা কি জানেন? মনে মনে আমরা বর্ব্বরই র'য়ে গেছি; বিজ্ঞানের মহিমা কেবল আমাদের মুখে। দরকারের বেলা—সেই দড়ি, নয় জল, বড় জোর কেরোসিন তেল আর আগুন। [সভ্যতায় গর্ব্বিত] কেন,

পটাসিয়াম সায়ানাইড কি নেই? আর্সেনিক নেই? ইন্‌জেকশন নেই? পেটেণ্ট ওষুধও কি নেই? আমরা আছি কি জন্যে? মেডিক্যাল কলেজ আছে কি জন্যে? আমাদের যে স্বরাজ হচ্ছে না, উচিত দণ্ডই হচ্ছে। এখনও একশো বছর ইংরেজের অধীনে থাকা দরকার।

নীরজা। অনেকে হয়তো ওষুধের দাম দিতে পারে না।

পরীক্ষিৎ। মাপ করবেন, আপনি নিশ্চয় অর্থনীতি পড়েন নি। যারা অকালে আত্মহত্যা করছে, তারা চিরকালের জন্যে ডাক্তারকে ফাঁকি দিচ্ছে। বর্ব্বরগুলো, ভেবে দেখিস না, বেঁচে থাকলে কত টাকা ডাক্তারকে দিতে হ'ত? যাবার বেলা, অন্তত তার কিছু দিয়ে যা ডাক্তারকে।

নীরজা। কিন্তু আমার ওষুধটা?

পরীক্ষিৎ। কম্পাউণ্ডার, শিগগির। আপনার কথা স্বতন্ত্র। মরতে অনেককে দেখেছি, কিন্তু এমন বিজ্ঞান-অনুমোদিত পন্থায় কাউকে মরতে দেখি নি। আপনি যাচ্ছেন যান। কিন্তু এই ব'লে দিচ্ছি, আপনি ম'রে অমর হবেন; বিজ্ঞানের জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি নিজে আপনার সমাধির ওপরে শ্বেত পাথরে খোদাই ক'রে দোব—"Here lies one who believed in a doctor.

মধু ঔষধ আনিয়া দিল, নীরজা টাকা দিল

নীরজা। স্বাদ কি রকম?

পরীক্ষিৎ। মিষ্টি। মশাই, প্রাণদানের ওষুধ কুইনিন তেতো, প্রাণ-হরণের ওষুধ পটাসিয়াম সায়ানাইড মিষ্টি। আমরা বৈজ্ঞানিক ব'লে যে আমাদের সেন্স অব হিউমার নেই, এ বলতে পারবেন না।

নীরজা। আমি উঠি তা হ'লে।

পরীক্ষিৎ। আহা, বসুন না। এখন তো আপনাকে মুক্তপুরুষ বললেই হয়, সংসারের বন্ধন বা কাজ কিছুই আর আপনার নেই। আমার একটা নতুন থিওরি আছে—একটু শোনাব। আজকাল ব্যস্ততার যুগে মনোযোগী শ্রোতা পাওয়া বড়ই কঠিন।

নীরজা। বেশ তো, বলুন না।

পরীক্ষিৎ। কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরুবার সময় সাহেব ডাক্তার পিঠ চাপড়ে বললে, ডক্টর রায়, বড়ই হার্ড টাইম্‌স পড়েছে, যদি ব্যবসায় থ্রাইভ করতে চাও, তবে ডিস্‌কভার ইওর ওন মেথড অব ট্রিট্‌মেণ্ট। কথাটা মনে লাগল। ভেবে ভেবে আমার নিজের ট্রিট্‌মেণ্ট বের করেছি। সব রোগের মূল হচ্ছে অতিভোজন, বুঝলেন, ভোজন কমালেই মানুষের ওজন বাড়বে। কিন্তু ভোজন কমবে কি ক'রে? রুগী কি ইচ্ছে ক'রে খাওয়া কমাবে? তা হয় না। তাই ভোজনের মূলে আঘাত করতে হবে।

নীরজা। কোথায়, পেটে?

পরীক্ষিৎ। না, দাঁতে। গোটাকয়েক দাঁত তুলে দিলেই খাওয়া আপনি কমবে।

নীরজা। পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন?

পরীক্ষিৎ। সুযোগ পাচ্ছি না। আমাদের দেশের লোকের বিজ্ঞানের ওপর মোটে শ্রদ্ধা নেই।

নীরজা। তবে?

পরীক্ষিৎ। এক কাজ করা যাক, আসুন, [দ্রুত উঠিয়া দাঁত তুলিবার যন্ত্র লইয়া নীরজার কাছে গিয়া] আপনার গোটাকয়েক দাঁত তুলে দিই।

নীরজা। [চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া] না না, সেকি হয় ?

পরীক্ষিৎ। কেন হবে না ? আপনার তো আর দাঁতের আবশ্যক নেই। এখন তো আপনি মুক্তপুরুষ।

নীরজা। না না, সে হতে পারে না।

পরীক্ষিৎ। নাঃ, এখনও আপনার দেহজ্ঞান দূর হয় নি দেখছি।

নীরজা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আসি।

দ্রুত প্রস্থান

পরীক্ষিৎ। [সন্দিগ্ধভাবে] উঁহু, উনি ওষুধ নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে খেতে পারবেন না।

দ্রুত সর্ব্বেশ্বরের বাড়ির ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ডাক্তারবাবু !

পরীক্ষিৎ। কি চাই ?

ভৃত্য। শিগগির একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

পরীক্ষিৎ। কোথায় ? কি হয়েছে ?

ভৃত্য। সানি ভিলায় ; বাবুর কি যেন হয়েছে।

পরীক্ষিৎ। আমার তো সময় হবে না।

ভৃত্য। বাবু যে ছটফট করছেন।

পরীক্ষিৎ। আচ্ছা, চল তবে, যাচ্ছি, কিন্তু ডবল ফী লাগবে।

ভৃত্য। সে হবে। আপনি আসুন, আমি চললাম।

সর্ব্বেশ্বরের ভৃত্যের প্রস্থান ও মধুর প্রবেশ

পরীক্ষিৎ। আজ কি হ'ল রে মধু, এক দিনে তিনটে কল !

মধু। বড় ভয় করছে বাবু, সাবধান হয়ে যাবেন ; পথে যেন গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়বেন না।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সানি ভিলার বৈঠকখানা; সর্ব্বেশ্বর সিংহ পাগলের মত ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে; কখনও চেয়ারে বসিতেছে, কখনও সোফায় শুইতেছে, কখনও বা পায়চারি করিতেছে; মুখে "হায় হায়, গেল গেল, মলাম মলাম, বাঁচাও বাঁচাও" রব; দুই হাতে বুক চাপড়াইতেছে ও চুল ছিঁড়িতেছে। * * * সর্ব্বেশ্বর প্রস্থান করিল; অন্য দ্বার দিয়া পরীক্ষিৎ ও ভৃত্য প্রবেশ করিল; পরীক্ষিতের পকেটে ষ্টেথোস্কোপ ও দাঁত তুলিবার যন্ত্র দেখা যাইতেছে

পরীক্ষিৎ। রুগী কোথায়?

ভৃত্য। এই তো এখানেই ছিলেন; বোধ হয় ওঘরে গেছেন। আপনি বসুন, আমি দেখে আসি। [চলিয়া গেল ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া] দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনি যে ডাক্তার এ কথা প্রকাশ করবেন না, বাবু ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করেছিলেন।

পরীক্ষিৎ। সে আমি জানি। [~~তুমি যাও~~]

ব্লাডপ্রেসার। বড়লোক—খায় অনেক, কিছু নয়, গোটাকয়েক দাঁত তুলে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[জগন্নাথের প্রবেশ; ডাক্তার তাহাকেই রোগী ভাবিল

দেখি, একবার এদিকে আসুন তো।

জগন্নাথ। কেন বাপু?

পরীক্ষিৎ। কিছু না, আসুন। আচ্ছা, হাঁ করুন তো।

জগন্নাথের তথাকরণ

দেখুন, আপনাকে আজ ক্যাস্টর অয়েল খেতে হবে।

জগন্নাথ। তুমি বুঝি ডাক্তার।

পরীক্ষিৎ। ঠিক ধরেছেন দেখি।

জগন্নাথ। ধরব না। বনেদী ডাক্তার একেবারে। তুমি বুঝি বিলিতী পাস।

পরীক্ষিৎ। বুঝলেন কি ক'রে?

জগন্নাথ। দিশী বিদ্যায় তো এমন চিকিৎসা হয় না? ছেলের অসুখের চিকিৎসা কর তুমি বাপকে ওষুধ খাইয়ে! বিলিতী পাস ছাড়া এমনটি অসম্ভব।

পরীক্ষিৎ। কেন, আপনার অসুখ নয়?

জগন্নাথ। কি জানি বাপু! তুমি যখন বলছ, হতেও পারে।

পরীক্ষিৎ। আপনার ছেলে কোথায়।

জগন্নাথ। ওই ঘরে।

পরীক্ষিৎ। চলুন, তবে সেখানে যাওয়া যাক।

উভয়ের প্রস্থান ও অন্য দ্বার দিয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ; সে শোফায় শুইয়া—"হায় হায়, গেল গেল, মলাম মলাম, বাঁচাও বাঁচাও" এই সব বলিতেছে। পরীক্ষিৎ নিঃশব্দে রোগীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, রোগী তাহাকে দেখিতে পাইল না; ডাক্তার তাহাকে গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, যেন ব্লাডপ্রেসারের সব লক্ষণ মিলিয়া যাইতেছে

সর্ব্বেশ্বর। হায় হায়, বুক গেল, বুক গেল।

পরীক্ষিৎ। ব্যথাটা কোথায় বলুন তো?

সর্ব্বেশ্বর। কে তুমি?

পরীক্ষিৎ। কেউ নই।

সর্ব্বেশ্বর। আমাকে বাঁচাও তুমি।

পরীক্ষিৎ। সেইজন্যেই তো এসেছি।

সর্ব্বেশ্বর। দাও দাও; তুমি এর ওষুধ জান?

পরীক্ষিৎ। জানি বইকি। [স্বগত] ব্লাডপ্রেসার ছাড়া আর কিছু নয়। দাঁত সবগুলোই আছে ; গোটাকয়েক তুলে দিতে হবে।

সর্ব্বেশ্বর। উঃ, বুক যে গেল !

পরীক্ষিৎ। তৃষ্ণায় ?

সর্ব্বেশ্বর। না, ব্যথায়।

পরীক্ষিৎ। ব্যথাটা ডান বুকে, না বাঁ বুকে ?

সর্ব্বেশ্বর। সারা বুকে।

পরীক্ষিৎ। [স্বগত] ভয়াবহ ব্লাডপ্রেসার !

সর্ব্বেশ্বর। কি করব বল তো ?

পরীক্ষিৎ। আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করছি।

সর্ব্বেশ্বর। পারবে তুমি ? পারবে ? কি করবে ?

পরীক্ষিৎ। কিছু নয়, গোটাকয়েক দাঁত তুলে দোব।

সর্ব্বেশ্বর। কার ?

পরীক্ষিৎ। কেন ? আপনার।

সর্ব্বেশ্বর। আমার দাঁত ? কেন ?

পরীক্ষিৎ। আপনার সিরিয়াস ব্লাডপ্রেসার হয়েছে।

সর্ব্বেশ্বর। তোমার মাথা।

পরীক্ষিৎ। একটু কষ্ট সহ্য করুন, এখনই সব ক'মে যাবে।

সর্ব্বেশ্বর। আমার কি হয়েছে বল তো ?

পরীক্ষিৎ। আপনি ল্যাটিন বোঝেন ?

সর্ব্বেশ্বর। না।

পরীক্ষিৎ। গ্রীক ?

সর্ব্বেশ্বর। না।

পরীক্ষিৎ। তবে কি ক'রে বলব ?

সর্ব্বেশ্বর। বাংলায় বল না।

পরীক্ষিৎ। ব্লাডপ্রেসার।

সর্ব্বেশ্বর। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি বুঝি ডাক্তার ?

পরীক্ষিৎ। এটা বুঝতে এতক্ষণ লাগল ?

সর্ব্বেশ্বর। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

পরীক্ষিৎ। কেন ?

সর্ব্বেশ্বর। আমি মেয়ের দুঃখে ছটফট করছি, আর তুমি বলছ ব্লাডপ্রেসার।

পরীক্ষিৎ। তা হ'লে কোন অসুখ হয় নি ?

সর্ব্বেশ্বর। মনের যন্ত্রণা, ডাক্তার, মনের যন্ত্রণা।

পরীক্ষিৎ। [কিছুমাত্র না দমিয়া] তা হোক না। কটা দাঁত তুলে দিই, মনের যন্ত্রণাও ক'মে যাবে দেখবেন।

সর্ব্বেশ্বর। কি ক'রে ?

পরীক্ষিৎ। [সগর্ব্বে] দেহের যন্ত্রণা এত বেশি হবে যে, তাতে মনের যন্ত্রণা চাপা প'ড়ে যাবে।

সর্ব্বেশ্বর। ওরে ডাকাত রে, ডাকাত।

পরীক্ষিৎ। ডাকাত নয়, ডাক্তার।

সর্ব্বেশ্বর। ডাকাত।

পরীক্ষিৎ। ডাক্তার।

সর্ব্বেশ্বর। বের হও বলছি।

পরীক্ষিৎ। আমার ফী—ডবল ফী ?

সর্ব্বেশ্বর। তোমার মাথা।

পরীক্ষিৎ। আপনার ব্লাডপ্রেসার।

উভয়ে বিতর্ক করিতে করিতে প্রস্থান করিল

প্রমীরার প্রবেশ

প্রমীরা। বাবা কোথায়? সেই সকাল থেকে ছটফট করছেন। কোথায় গেলেন আবার?

সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

বাবা, এখন কেমন আছ?

সর্ব্বেশ্বর। দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী, আমার সামনে থেকে দূর হ। নিজেও ডুবলি, আমাকেও ডোবালি।

প্রমীরা। তুমি নিজের কথাই ভাবছ; আমার কথা একবার ভেবে দেখেছ কি?

সর্ব্বেশ্বর। তোর কথা তুই ভাব্‌ গে—পোড়ারমুখী।

প্রমীরা। আমারই দোষ! কিন্তু এ রকম ফাঁকি দিতে আমাকে শেখালে কে?

সর্ব্বেশ্বর। বটে! বটে! ভাল করতে গিয়ে আমার দোষ হ'ল?

প্রমীরা। উঃ, মাগো, আমার কি হবে এখন?

সর্ব্বেশ্বর। কেন? রাজার বউ হয়েছিস, আর বিষ কেনবার পয়সাও জোটে না?

প্রমীরা। হ্যাঁ, ঠিক কথাই মনে করিয়ে দিয়েছ। এত দিনে একটা সত্যিকারের শিক্ষা দিলে।

প্রস্থান

সর্ব্বেশ্বর। [বসিয়া পড়িয়া] উঃ ভগবান!

মালবিক্কার ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। প্রমীরা-দিদিমণির চিঠি।

সর্ব্বেশ্বর। দে, আমাকে দে।

ভৃত্য। অন্য কাউকে দিতে নিষেধ আছে।

সর্ব্বেশ্বর। দে দে। [চিঠি লইয়া] যা, ঠিক হয়েছে।

ভৃত্যের প্রস্থান। সর্ব্বেশ্বর চিঠি পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল

এ কি সর্ব্বনাশ! মালবিকা বিষ খেয়েছে! ওরে বাপ রে, আজ-কালকার মেয়েরা কি ভীষণ। [সজোরে] ওরে, দেখ্ দেখ্, মীরা কোথায় গেল, তাকে যে আমি রাগের মাথায় কি সব বললাম। [ভৃত্যদের প্রতি] ওরে, দেখ্ দেখ্, তোদের দিদিমণি কোথায় গেল।

প্রমীরার প্রবেশ

প্রমীরা। কি হয়েছে, ডাকছ কেন?

সর্ব্বেশ্বর। আয় মা, আয়, কাছে ব'স্। রাগের মাথায় কত কি বলেছি।

প্রমীরা। ও কার চিঠি, বাবা?

সর্ব্বেশ্বর। এই দেখ্, মালবিকা কি সর্ব্বনাশ করেছে।

প্রমীরা। কি করেছে?

সর্ব্বেশ্বর। বিষ খেয়েছে।

প্রমীরা। [একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া] মালবিকা—বিষ—উঃ, ভগবান!

নীরজার ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ত্রিদিববাবুর নামে চিঠি আছে।

প্রমীরা। দেখি।

ভৃত্য। না দিদিমণি, বাবুকে ছাড়া এ চিঠি আর কাউকে দেওয়া নিষেধ।

প্রমীরা। [চিঠি লইয়া] যা যা, ঠিক হয়েছে।

ভৃত্যের প্রস্থান। প্রমীরা চিঠি পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

বাবা, নীরজাবাবুও বিষ খেয়েছেন।

সর্ব্বেশ্বর। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় আছি আমরা? কি হবে?

প্রমীরা। ওঁকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না! একবার দেখে আসি।

ত্রিদিবের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। এস বাবা, এস।

ত্রিদিব। ব্যাপার কি?

প্রমীরা। এই দেখ, নীরজাবাবু বিষ খেয়েছেন।

ত্রিদিব। নীরজা—বিষ?

সর্ব্বেশ্বর। মালবিকাও বিষ—

ত্রিদিব। মালবিকা—বিষ—কি সর্ব্বনাশ!

প্রমীরা। চল, শিগগির যাওয়া যাক।

~~ত্রিদিব। আর গিয়ে কি হবে? এতক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।~~

দ্রুত জগন্নাথের প্রবেশ; সে 'বিষ বিষ' শুনিয়াছে, তাহার বিশ্বাস প্রমীরা-ত্রিদিব বিষ পান করিয়াছে

জগন্নাথ। হায় হায়, সর্ব্বনাশ হ'ল। ওরে, ডাক্তার ডাক্—ডাক্তার।

সর্ব্বেশ্বর। ডাক্তার এখানে এসে কি করবে?

জগন্নাথ। কেন দাদা, কেন দিদি, তোরা এমন করলি? কে তোদের এমন দুর্ব্বুদ্ধি দিয়েছিল? কেন তোরা বিষ খেতে গেলি?

সর্ব্বেশ্বর। না না, আপনি ভুল করছেন। ওরা বিষ খায় নি।

জগন্নাথ। যাক, বাঁচালে। একটা গল্প বলি শোন।—এক ছিল রাজা, তার দুই রাণী—তারা দুই সতীন, সুয়ো আর দুয়ো—দুজনে সর্ব্বদা চুলোচুলি, মারামারি; রাজা বলে, দুজনে ভাব ক'রে নাও, নইলে দুজনকেই দোব বনে পাঠিয়ে; তারা কিন্তু শোনে না, দুজনকে

ছেড়ে দুজনে থাকতে পারে না ; আবার কাছাকাছি থাকলে করবে ঝগড়া।—এক রাণীর নাম জীবন, আর এক রাণীর নাম মরণ। হাঁ—হাঁ, কেমন গল্প ?

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল
অন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল

চতুর্থ দৃশ্য

নীরজানাথের বাড়ির বৈঠকখানা, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।
মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। মাথা ঘুরছে, শরীর দুর্ব্বল মনে হচ্ছে—এই তো কেবল কয়েক মিনিট হ'ল খেয়েছি! আঃ, আর কিছুক্ষণের মধ্যে সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। বেচারী ভদ্রলোককে এই কদিনে মিছিমিছি অনেক কষ্ট দিয়েছি—এখন দুঃখ হচ্ছে। যাই, সব পরিষ্কার ক'রে খুলে একখানা চিঠি রেখে যাই, তা নইলে ভদ্রলোককে আবার বিরক্ত করবে।

মালবিকার প্রস্থান ও অন্য দ্বার দিয়া নীরজানাথের প্রবেশ, কিছুক্ষণ সে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, বাহির হইতে কোকিলের ডাক শোনা যাইতেছে

নীরজা। [ম্লান হাসিয়া] পৃথিবীতে এখনও কোকিল আছে দেখছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি থাকব না, কিন্তু কোকিলের গান তেমনই থাকবে।—

Still wouldst thou sing, and I have ears in vain—
To thy high requiem become a sad—

ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করিয়া শোফায় বসিল

ইস্‌, মাথাটা ঘুরছে, শরীরের মধ্যে ঝী-ঝী করছে। আমি গেলে মালবিকার কি অবস্থা হবে? আর যাই হোক, টাকার কষ্ট যেন না হয়। বাড়িঘর জমিদারি পাবে না বটে, কিন্তু আমার যা নগদ টাকা ছিল, তা তুলে এনেছি, বেচারাকে দিয়ে যাব; কিছু দিন চলবে।

পকেট হইতে এক তাড়া নোট ও চিঠি বাহির করিয়া

যাই, ওকে সব দিয়ে আসি।

নীরজার প্রস্থান ও মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। টেবিলের ওপরে সব লিখে ঠিক ক'রে রেখে এসেছি।

ঘরের এক প্রান্তে একখানি চেয়ারে বসিল

অন্য দ্বার দিয়া নীরজার প্রবেশ, সে ঘরের অন্য প্রান্তে একখানি চেয়ারে বসিল

নীরজা। কি, তোমার শরীর খারাপ নাকি?

মালবিকা। না, বেশ আছি। [স্বগত] ভদ্রলোক কল্পনাও করতে পারবে না যে, কি করেছি আমি। [প্রকাশ্যে] তোমার কি অসুখ করেছে?

নীরজা। অসুখ? কই, না। [স্বগত। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে যে, সব অসুখের সীমান্তে এসে পৌঁছেছি। আচ্ছা, আমি গেলে কি ওর কষ্ট হবে?

মালবিকা। [স্বগত] আচ্ছা, আমি গেলে কি ওঁর দুঃখ হবে না? দুঃখ কেন হবে? ওঁর কি আর কেউ নেই? [প্রকাশ্যে] তুমি কিছু খেলে না?

নীরজা। না, ক্ষিদে নেই। [স্বগত] চরম খাদ্য খেয়েছি। [প্রকাশ্যে]

হ্যাঁ, দেখ, আমি কিছু দিনের জন্যে দূরে যাচ্ছি, এই কাগজপত্রগুলো রাখ; দরকারী জিনিস আছে, পরে দেখো।

নোটের তাড়া ও কাগজপত্র তাহার হাতে দিল; উহার সঙ্গে যে নিজের প্রথম বিবাহ-সম্পর্কিত দলিলখানা গেল, তাহা লক্ষ্য করিল না

মালবিকা। [স্বগত] আমিও দূর দেশে যাচ্ছি। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, আমি এগুলো ও-ঘরে রেখে আসি।

মালবিকার প্রস্থান। নীরজা নীরবে বসিয়া রহিল

নীরজা। [আবৃত্তি]

যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
যেদিন বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে—

নীরজা শোফার উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রিতভাবে বসিয়া রহিল। মালবিকা বিবাহের দলিলখানা হাতে করিয়া ছুটিয়া প্রবেশ করিল

মালবিকা। [চীৎকার করিয়া] এ দলিল তুমি কোথায় পেলে?

নীরজা। [লাফাইয়া উঠিয়া] এ কি, তুমি কোথায় পেলে এ দলিল?

মালবিকা। এই যে এখনই দিলে।

নীরজা। কি সর্ব্বনাশ। দাও দাও, ফিরিয়ে দাও।

মালবিকা। [সরিয়া গিয়া] থাম, থাম। নৃপনাথ চৌধুরী তোমার কে হয়?

নীরজা। কেন, কি দরকার তোমার?

মালবিকা। বল, সে কোথায় আছে? কোথায় গেলে তার দেখা পাব?

নীরজা। কেন, কেন? তাকে কেন?

মালবিকা। মন্দাকিনী তাকে দেখতে চায়।

নীরজা। মন্দাকিনী! মন্দাকিনী—কোথায় সে? সে তো অনেক দিন মরেছে।

মালবিকা। না না, সে হতভাগিনী মরে নি। এই যে সে।

নীরজা। তুমি?

মালবিকা। বল, এবার নৃপনাথ কোথায়?

নীরজা। মন্দা, মন্দা, এই যে নৃপনাথ।

মালবিকা। তুমি নৃপনাথ?

নীরজা। তুমি মন্দাকিনী?

দুইজনে মূঢ়ের মত এই কথাগুলি আবৃত্তি করিল; কয়েক মুহূর্ত্ত পর যেন তাহারা কথাগুলির অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। তখন উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিল

মন্দা, মন্দা, মন্দাকিনী।

মালবিকা। স্বামী!

আলিঙ্গন শিথিল করিয়া হঠাৎ দুইজনে যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিল

মালবিকা ও নীরজা। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই; আলো চাই, বাতাস চাই, হীনতম হয়েও বাঁচতে চাই। উঃ, ভগবান!

মালবিকা। তুমি কি—

নীরজা। হ্যাঁ, বিষ খেয়েছি। তুমি?

মালবিকা। বিষ—বিষ—আর সময় নেই।

উভয়ে বসিয়া পড়িল

নীরজা। ভগবান, তোমার এ কি বিচার? শেষ মুহূর্ত্তে এ কি পরিহাস?

মালবিকা। এমন ক'রে কেনই বা দেখা হ'ল? আর দেখা হ'লই যদি, কেনই বা যেতে হবে? [চীৎকার করিয়া] না না, আমি যাব না, আমি মরব না, মরব না, আমি বাঁচতে চাই।

নীরজা। না না, সব মিথ্যে। ভগবান নেই, ভগবান নেই। কোন্ সে শনি মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে জুয়া খেলছে! আমাদের বুক ফেটে যখন রক্ত পড়ছে, চোখ ফেটে যখন অশ্রু পড়ছে, তখন দেখি ওষ্ঠে তার হাসি! [মালবিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া] আমি তোমায় ছাড়ব না, কখখনও না। যদি মরতেই হয়, এক মৃত্যুর তলে দুজনে তলিয়ে যাব।

উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। মধুর প্রবেশ

মধু। [স্বগত] এই যে, অনেক খুঁজে দেখা পেয়েছি, দুজনেই এক জায়গায়! এখনও বেঁচে আছে দেখছি, না জানি আমায় কতই দুষছে। [প্রকাশ্যে] স্যার্, স্যার্, যদি কিছু মনে না করেন—

নীরজা ও মালবিকা। কে? কে? ওঃ, সেই লোকটা।

নীরজা। পালাও এখান থেকে, স্টুপিড, রাস্কেল, মিথ্যেবাদী, ভণ্ড।

মধু। আজ্ঞে, সব দোষ স্বীকার করছি। একটা ভুল হয়ে গেছে, তা ব'লে কি—

নীরজা। বটে! তা ব'লে—? তোমাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

মধু। দেখুন, আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট। আপনারা বকছেন, আবার ডাক্তারবাবু বকবেন, যখন জানতে পারবেন, তাঁর ওষুধে ফল হয় নি।

নীরজা। ওষুধে ফল! তাই ব'লে আবার আলাপ জমাতে এসেছ।

মধু। আজ্ঞে, শুধু আলাপ নয়। এবার ঠিক ওষুধ এনেছি।

নীরজা। তুমি খাওগে।

মধু। আজ্ঞে, রাগ করবেন না, দাম দিতে হবে না, শুধু অনুগ্রহ ক'রে খেয়ে ফেলুন। [ঔষধের শিশি বাহির করিতে করিতে]

আমি যে ভুল ওষুধ দিয়েছি, তা জানলে ডাক্তারবাবু আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।

নীরজা। ওটা কি ওষুধ ?

মধু। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

মালবিকা। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

নীরজা। তবে আমাদের কি ওষুধ দিয়েছিলে ?

মধু। বলতে ভয় করে, শুনলে চ'টে যাবেন।

নীরজা। শিগগির বল।

মধু। আজ্ঞে, যদি রাগ না করেন—

নীরজা তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিল

এমন ভুল আর কখনও করি নি, আর কখনও হবে না।

নীরজা। শিগগির—শিগগির বল।

মধু। পটাসিয়াম ব্রোমাইড।

নীরজা। বিষ নয় ?

মধু। আজ্ঞে না, কিন্তু সেজন্যে উদ্বিগ্ন হবেন না, এবার আর ভুল হবে না। এই নিন, [শিশি প্রদর্শন] লেবেল প'ড়ে দেখুন।

নীরজা। আমরা মরব না।

মধু। সে আপনাদের ইচ্ছে। কিন্তু মরবার এমন সুযোগ আর পাবেন না। ওষুধ নিন, দাম যা লাগে আমি দোব।

নীরজা। [মধুর অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া] মন্দা, মন্দা! ভগবান আছেন—আমরা মরব না।

মধু। [স্বগত] মরবে না বটে, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

প্রস্থান

মালবিকা। প্রিয়তম, এত সুখ—এ তো স্বপ্ন নয়?

নীরজা। এ যে গভীর রাত্রি—হতেও পারে স্বপ্ন।

উভয়ে জানালার কাছে আসিয়া জানালা খুলিয়া দিল—ঘরে একসঙ্গে জ্যোৎস্না, কোকিলের গান ও রজনীগন্ধার গন্ধ প্রবেশ করিল

মন্দা, বোধ হয় এ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

মালবিকা। আমার কথা বলতে ভয় করছে, পাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়।

নীরজা। দেখছ, চাঁদের জ্যোৎস্না!

মালবিকা। আর কেমন ফুলের গন্ধ!

নীরজা। শুনছ, ওই কোকিলের গান!

মালবিকা। আঃ, পৃথিবী কেমন সুন্দর!

নীরজা। আর জীবন কেমন মধুময়!

মালবিকা ও নীরজা। আবার যেন সব নতুন ক'রে দেখতে পেলাম।

নীরজার স্কন্ধে মাথা দিয়া মালবিকা নীরবে জানালার ধারে জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া রহিল; জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ ও কোকিলের গান

পঞ্চম দৃশ্য

সানি ভিলার দোতলার সম্মুখের গাড়ি-বারান্দা; কয়েকখানা চেয়ার সজ্জিত। সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। [ভৃত্যদের প্রতি] এই, কে আছিস?

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর!

সর্ব্বেশ্বর। মীরাকে ডাক তো।

ভৃত্যের প্রস্থান

ওদের কি হ'ল জানা গেল না। উঃ, কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড! কি সব ছেলেমেয়ে হয়েছে আজকালকার! কথায় কথায় বিষ খেয়ে বসে! এখন এরা কিছু না ক'রে বসে! কাল সারা রাত যে কি দুশ্চিন্তায় কেটেছে!

প্রমীরার প্রবেশ

প্রমীরা। কি বাবা?

সর্ব্বেশ্বর। ওদের খবর পেলে?

প্রমীরা। কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—যাওয়া হয় নি। আজ এখনই যাচ্ছি।

সর্ব্বেশ্বর। আর গিয়ে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

প্রমীরা। তবু একবার—

সর্ব্বেশ্বর। যাওয়া উচিত বইকি। কিন্তু মা, তোমরা আবার বিপদ বাধিয়ে ব'সো না। আমি চললাম, বাড়িওয়ালা ব'সে আছে, দেখা ক'রে আসি।

প্রস্থান

প্রমীরা। ইস, মালবিকা যে এমন সর্ব্বনাশ ক'রে বসবে, তা কল্পনাও করতে পারি নি। কাল সারা রাত্রি ওঁকে চোখে চোখে ক'রে কাটিয়েছি।

ত্রিদিবের প্রবেশ

ত্রিদিব। মীরা, কাল রাত্রে জীবনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয়েছে। ওদের বিষপানের সংবাদে আমার চোখের ওপর থেকে কালো একখানা যবনিকা স'রে গেল। বুঝলাম, জীবন আমাদের পরীক্ষা

করে মহাদেবের মত ; পরীক্ষা করে তার দারিদ্র্য দিয়ে, ছিন্নকন্থা দিয়ে, অস্থিমালা দিয়ে, শ্মশানের ভস্ম দিয়ে। ভয় পেয়ে যারা পিছিয়ে যায়, তারা মরে। আর যারা টিকে থাকে, তারা দেখতে পায় জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার চোখের সম্মুখে ঝুলছিল—বিরাট বিশ্বব্যাপী এক ছিন্নকন্থা।) মালবিকা-নীরজা ম'রে আমাকে বাঁচিয়ে গেছে। তাদের মৃত্যুর সংবাদে জীবনের সম্পদ আমার চোখে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এবার তুমি কি বল ?

প্রমীরা। প্রিয়তম, তোমার চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে শেখাও।

ত্রিদিব। [প্রমীরাকে নিকটে টানিয়া লইয়া] আঃ, এতক্ষণে আমি সুখী। আজ আমি সকলের সম্মুখে সগর্ব্বে স্বীকার করতে পারি, আমি মোটরের মালিক নই, আমি মোটরের চালক।

প্রমীরা। ছাড়, বাবা আসছেন।

সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। এই যে বাবা ত্রিদিব! তোমার কাছে একটা কথা স্বীকার না করলে মনে শান্তি পাচ্ছি না। আমি গরিব,—রাজা নই, রায় বাহাদুর নই, সামান্য দরিদ্র লোক।

ত্রিদিব। [সগর্ব্বে] কিন্তু আমার চেয়ে গরিব নন। আমি মোটর-ড্রাইভার।

প্রমীরা। চল, একবার ওদের ওখান থেকে আসা যাক।

সর্ব্বেশ্বর। হ্যাঁ, একবার ঘুরে এস। কিন্তু তোমরা বাবা কিছু ক'রে ব'সো না। না না, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই ; তোমাদের একা ছেড়ে দেওয়া কিছু নয়।

ত্রিদিব। না, জীবনের সঙ্গে আমাদের আপস হয়ে গেছে।

সর্ব্বেশ্বর। চল, আর দেরি নয়।

সকলে প্রস্থান করিল। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া চেয়ারগুলি পাতিয়া মুছিয়া পুনরায় সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল; অন্য দ্বার দিয়া মালবিকা ও নীরজার প্রবেশ। এক রাত্রিতে অনেক পরিবর্ত্তন তাহাদের ঘটিয়াছে; পূর্ব্বের চপলতা ও চটুলতার চিহ্নও নাই। জীবন-নির্ঝরিণীতে তাহাদের অভিষেক হইয়াছে

মালবিকা। কই, কেউ নেই!

নীরজা। দেখ, আমার অনুমান ভুল নয়। ত্রিদিব আর প্রমীরার মধ্যে ছাড়াছাড়ি নিশ্চয় হয়েছে, ওদের মধ্যে যে রকম মনোমালিন্য দেখেছিলাম—

মালবিকা। আমাদের কর্ত্তব্য তা হ'লে ওদের মধ্যে মিল করিয়ে দেওয়া।

নীরজা। কিন্তু ওদের পাচ্ছ কোথায়? ওরা কি আর এখানে আছে? হয়তো কে কোথায় পালিয়েছে!

সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ

সর্ব্বেশ্বর। আরে, আমার লাঠিটা গেল কোথায়?

সর্ব্বেশ্বর হঠাৎ মালবিকা ও নীরজাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই-এক মিনিট মুখ দিয়া কথা সরিল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া

তুমি, তোমরা—কোত্থেকে—কি রকম—তা হ'লে ওসব মিথ্যে?

নীরজা। না, সত্যি।

সর্ব্বেশ্বর। সত্যি—বিষ—

নীরজা। না, সত্যি—জীবন।

সর্ব্বেশ্বর। আরে, খুলে বল—তোমরা বেঁচে আছ কি না!

নীরজা। মরব কেন?

সর্ব্বেশ্বর। আরে, আমিও তো তাই বলি ; [উচ্চৈঃস্বরে] মীরা, মীরা, দেখে যাও।

প্রমীরা ও ত্রিদিবের প্রবেশ

প্রমীরা ও ত্রিদিব। এ কি, তোমরা বেঁচে!

নীরজা। না, মরেছি।

সর্ব্বেশ্বর। সে আবার কি?

নীরজা। নীরজা-মালবিকা মরেছে।

প্রমীরা। খুলে বলুন। বুঝতে পারছি না।

নীরজা। নীরজা-মালবিকা মরেছে। আমরা নৃপনাথ আর মন্দাকিনী।

সকলে বিস্মিত, প্রমীরা যেন কিছু একটা অনুমান করিতেছে

আগে আমি একবার বিয়ে করেছিলাম। সে একেই—

প্রমীরা ব্যতীত সকলের বিস্ময় বাড়িল

বিয়ের রাত্রে হয়েছিল বিচ্ছেদ ; ভেবেছিলাম, মন্দাকিনী করেছে আত্মহত্যা ; তারপরে এঁকে করলাম বিবাহ ; ফলে চরম মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে পড়ল, ইনিই মন্দাকিনী।

প্রমীরা। একেই বলে—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

নীরজা। না, একে বলে—প্রজাপতির বন্ধন। সে যাকগে, এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা করবার হ'লে পরে করা যাবে। কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম ত্রিদিববাবু, আপনাদের সংবাদ নিতে।

ত্রিদিব। আপনাদের বিষপানের সংবাদে আমরা বেঁচে গেছি, নইলে এতক্ষণে কি হ'ত বলা যায় না।

সর্ব্বেশ্বর। না না, ওসব কথা ভুলে যাও। নীরজাবাবু, আমি গরিব।

ত্রিদিব। নীরজাবাবু, আমি মোটর-ড্রাইভার।

নীরজা। কি যে বলছেন!

ত্রিদিব। বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি বড়লোক—মোটর কিনুন, আমি ড্রাইভারি করব। আগের চাকরি আমার গেছে।

সর্ব্বেশ্বর। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা ব'লে আসি। লোকটা নীচে ব'সে আছে।

নীরজা। আপনি একা গেলে হবে না, আমরাও যাই।

তিনজনের প্রস্থান

প্রমীরা। ভাই মালবিকা, সব সুদ্ধ মিলে একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

মালবিকা। বরঞ্চ বল—এত দিনে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। এবার জীবনের মধ্যে জেগে উঠেছি। এত দিন জীবনকে মনে করেছিলাম প্রহসন; এবার দেখছি, জীবন হচ্ছে ট্র্যাজেডি।

প্রমীরা। সুদীর্ঘ প্রহসনের চেয়ে সুদীর্ঘ ট্র্যাজেডি অনেক ভাল। তোদের বিষপানের সংবাদ আমাদের চটকা ভেঙে দিয়েছিল, নইলে আমরাও যে কি করতাম—তার ঠিক নেই। ওই দুঃসংবাদ পেয়ে হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরে তাকালাম; দেখলাম, বড় সুন্দর, বড় মধুর! যাকে ছাড়ব ছাড়ব করছিলাম, তাকে আবার প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম।

মালবিকা। বিধাতা বিষের মধ্যে দিয়ে আমাদের অমৃতের শিক্ষা দিয়েছেন।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে তর্ক করিতে করিতে সর্ব্বেশ্বর, নীরজা ও ত্রিদিবের প্রবেশ

বাড়িওয়ালা। না মশাই, আর টালবাহানায় ভুলছি না। হয় পাওনা

টাকা মিটিয়ে দিন, নইলে নীচে বডি-ওয়ারেণ্টের পরওয়ানা নিয়ে লোক ব'সে আছে তাকে ডাকি।

সর্ব্বেশ্বর। দু দিন সবুর করুন না!

বাড়িওয়ালা। এক মিনিটও আর সবুর নয়।

নীরজা। কত পাওনা আপনার?

বাড়িওয়ালা। তা প্রায় খরচা দিয়ে শ ছয়েক হবে।

নীরজা। সর্ব্বেশ্বরবাবু, আপনি ভাববেন না, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

বাড়িওয়ালা। আর বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

সর্ব্বেশ্বর। ভাড়া পেলেন, তবে আবার কেন?

বাড়িওয়ালা। না মশাই, আর আমি আদালতে ছুটোছুটি করতে পারব না। নিজেদের পথ দেখুন।

নীরজা। সর্ব্বেশ্বরবাবু, আমাদের বাড়িতে চলুন না। সেখানে অনেকগুলো ঘর খালি প'ড়ে আছে।

সর্ব্বেশ্বর। বাবা নীরজা, তোমাকে যে কি বলব!

নীরজা। সেসব পরে হবে। এখন যাবার আয়োজন করা যাক, চলুন।

বাড়িওয়ালা। আজকেই যেন বাড়ি খালি ক'রে দেওয়া হয়। আর টাকাটা—?

নীরজা। আপনি নীচে যান, আমি আসছি।

(বাড়িওয়ালার প্রস্থান ও জগন্নাথের প্রবেশ

জগন্নাথ। বাড়ি ছাড়তে হবে নাকি? এবার আবার কোন্ ভিলাতে?

নীরজা। আমার ওখানে কিছুদিন থাকবেন, চলুন।

জগন্নাথ। তবে চলতেই হবে। চল। (একটা গল্প শুনবে?—এক ছিল

রাজা, তার দুই রাণী—দুই সতীন, সুয়ো আর দুয়ো; দুজনে চুলোচুলি, মারামারি। রাজা বলে, হয় তোমরা ভাব ক'রে নাও, নইলে দুজনে যাও বাপের বাড়ি। তারা ভাবও করে না, আবার দুজনে দুজনকে ছেড়ে থাকতেও পারে না—এক রাণীর নাম জীবন, আর এক রাণীর নাম মরণ। বলি, লাগল কেমন?

নীরজা। বেশ। তবে মাঝে মাঝে তারা ভাব ক'রে নেয়।

জগন্নাথ। [হাসিয়া] নেয়! বটে! তখন মানুষ হয় অমর।

সকলের একে একে প্রস্থান, বাড়িওয়ালার ভৃত্য আসিয়া ছাদের ধারে বড় একখানি প্ল্যাকার্ডে "To Let" ঝুলাইয়া দিয়া গেল। যাইবার সময় গাড়ি-বারান্দার দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। তখন রঙ্গমঞ্চের পটভূমিতে কেবল একটি বন্ধ দ্বার দৃশ্যমান হইল

যবনিকা পতন

অভিনয়যোগ্য কয়েকখানি নাটক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারত-মঙ্গল	১৷০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই পুরুষ	২৲

শ্রীপ্রমথ বিশীর

ঋণং কৃত্বা	১৷৷০
ঘৃতং পিবেৎ	১৷৷০
গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টার	২৲
ডিনামাইট	২৸০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডিটেকটিভ	৸০

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদারের

শুভযাত্রা	৷৷০

শ্রীযামিনীমোহন করের

চুপকথা	৷৷০

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের

শহরতলী	১৷৷০
আজব দেশ	৷৷০